

জীবন-পথে (নাটক)

[মঙ্গল খিলঠারে প্রথম অভিনীত]

২৮শে মার্চ—১৯৪৮

রচিতা
ত্রিভুতিকুমার মুখোপাধ্যায়

ড্যাক্ট সুক কোম্পানী
২১৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীঅমুল্যকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়
২১৬, কৰ্ণওয়ালিশ ফ্লাট,
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্কৰণ আবণ, ১৩৫৯

প্রিণ্টাৰ—শ্ৰীৱিজিত পান
গোবৰ্জন প্ৰেস
২০৯, কৰ্ণওয়ালিশ ফ্লাট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

মা,

তোমার শীচরণ উদ্দেশ্যেই
জীবন-পথে উৎসর্গ করলুম।

“হতভাগ্য সন্তান”

ମୁଖବନ୍ଧ

ମୁଖବନ୍ଧେ ନାଟକଟୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ କୋଣ ରକମ ବିଚାର ବା କୈଫିୟତ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରବ ନା । ଆମାର ଏହି ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଛାପାର ଅକ୍ଷରେ ସେଇଛେ—ପାଠକ ଓ ଦର୍ଶକଦେର ମତାମତେର କଣ୍ଠି ପାଥରେଇ ଏଇ ବିଚାର ହେଉଥାଇ ଭାଲ ।

ବନ୍ଦୁବର ପ୍ରଭାତଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏହି ନାଟକ ରଚନାଯ ଆମାକେ କତରକମେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେଛେନ—ତା ପ୍ରକାଶ କରା ଅସ୍ତ୍ରବ । ନାଟକେର ନାମ ନିର୍ବାଚନ କରେଛେନ ତିନି—ଏବଂ ଆଗାଗୋଡ଼ା ମହ୍ୟୋଗିତା କରେ ଆମାଯ ଝଣୀ କରେଛେନ । ତାଙ୍କ ଖଣ ଶୋଧ କରିବାର ନୟ ।

ଶ୍ରଦ୍ଧାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେ ଓ ସୋଦର ପ୍ରତିମ ଶୁକବି ଶୈଲେନ ରାୟକେ ଏହି ଅବକାଶେ ଆମାର ହୃତଜ୍ଞତା ଜାନାଛି । ଏହି ନାଟକ ରଚନାକାଳେ ତାଙ୍କା ଆମାଯ ବିଶେଷଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରେଛେନ ।

ଶୁକବି 'ଶୈଲେନ ରାୟ ଗାନ୍ଧୁଲି ରଚନା କରେ ନାଟକେର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରେଛେନ—ତାଙ୍କେ ଅଶେଷ ଧତ୍ତବାଦ ।

ବନ୍ଦୁବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଚାରାମ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଓ ଶର୍ବତ୍ତଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ନାଟକଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଆସରେ ଅଭିନ୍ୟାର ଜନ୍ମ ମନୋନୟନ କରେ ଆମାଯ ଝଣୀ କରେଛେନ—ତାଙ୍କୁ ଧତ୍ତବାଦ ।

ମର୍ବଶେଷେ ସୋଦପୁର କ୍ଲାବେର ସଭ୍ୟଦେର ଆମାର ଆନ୍ତରିକ ଧତ୍ତବାଦ ଜାନାଛି । ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କା ପକ୍ଷର ଉତ୍ସାହେଇ ଆମାର ମତନ କୁଡ଼େର ପକ୍ଷେ ବହିଖାନା ଶେଷ କରା ସମ୍ଭବ ହେଁଥେ ।

ବ୍ରଙ୍ଗମହିଳାର ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ଅଭିନ୍ୟାର କର୍ମୀଦେଇ ଆମାର ହୃତଜ୍ଞତା ଜାନାଛି—ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାଯ ନାଟକଥାନିର ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଛେ ।

ସୋଦପୁର, ୨୪ ପରଗଣ
ଦୋଷ-ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ୧୩୪୮ ।

}
ବିନୀତ
“ଗ୍ରହକାର”

—জীবন পথে—

ଶୁତ ଉଦ୍‌ବୋଧନ :-

বৃহস্পতিবার ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২

সক্ষ্যা ৬৭

A diagram consisting of a horizontal line with two vertical dashed lines extending downwards from its ends, enclosing a central rectangular area.

সংগঠনকা ব্লীগণ ।

পরিবেশক	:	অবেচারাম শুখোপাধ্যায়
নাট্যকার	:	অবিভূতি শুখোপাধ্যায়
প্রযোজক	:	অশৱ চট্টোপাধ্যায়
গাতকাৰ	:	অশৈলেন রায়
সুবশিঙ্গা	:	অধীরেন দাস
নৃত্যশিঙ্গা	:	অঅজবলত পাল
পরিচালক	:	অপ্রত্যাত সিংহ
মঞ্চশিঙ্গা	:	অমনীন্দ্র দাস (ন'তুব'ব)

সঙ্গীতশিক্ষক—	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য
হারমনিয়ম বাদক—	শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ।
পিয়ানো— „	শ্রীমুধীরচন্দ্র দাস (ভগুল)
সঙ্গত—	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস ।
ক্লারিওনেট বাদক—	শ্রীশরদিন্দু ঘোষ ।
ট্রামপেট „	শ্রীবৃন্দাবন দে ।
সেলো „	শ্রীক্ষৌরোদ গাঙ্গুলী ।
বেহোলা „	শ্রীকালী সরকার ।
আলোকসম্পাতক রৌগণ	শ্রীথগেন্দ্র দে । শ্রীমুশীলকুমার দে । শ্রীশ্রামণ কর ।
ক্লপগঞ্জাকারক—	শ্রীরাধালচন্দ্র পাল । শ্রীবিভূতি দাস । শ্রীতারাপদ দাস ।
স্মারক—	শ্রীশচৈন ভট্টাচার্য । শ্রীঅধীর ঘোষ ।

চরিত্র |

ପୁରାଣ

অশোক—	শবৎ চট্টোপাধ্যায়
চিবঙ্গীব—	ভূমেন রায়
মৃগেন—	দেবী চক্ৰবৰ্তী
বৰেণ—	ললিত সিংহ
পত্নপতি—	কুজ সেন
নকুড—	অমূল্য হালদার
বাথাল—	রবি বায়
অষোর	প্রফুল্ল দাস
নিৰ্ণাথ—	জহুর গাঙ্গুলী
পুরোহিত—	ৱাধাচৰণ ভট্টাচার্য
ভৃত্য—	দেবৌতোষ রায়চৌধুরী

४

মহামায়া—	আঙ্গুরবালা
সাবিত্রী—	পদ্মাবতী
মায়া—	শেফালিকা
সরস্বতী—	বেলারাণী
কাত্যায়নী—	রাণীবালা
ঘণ্টোদা—	রেবা দেবী
মেনকা—	বীণাপানি
অলিনী	শিশৱাণী
বৈকুণ্ঠী	

—“জীবন-পথে”—

— * —

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[চক্ৰনা—অশোকেৰ কাছাৱী বাড়ীৰ হলঘৰ অশোকেৰ
কয়েকজন বক্ষু বসিয়া স্বা পান কৰিতেছে। মলিনী
গান গাহতেছে এবং মেনকা ও আবও কয়েকজন
নাচিতেছে]

“গান”

কামনাৰ কুঁড়ি নিৱাল। ছিলবে
অলস ঘুমে
মন্ম আসিয়া জাগালো তাহাৰে
নযন চুম্বে

আজি বসন্ত এলোঁ যে প্ৰাণেৰ স্বারে
মনেৰ ভুবনে মন চাঁয়—ভাৱাৰাবে
যেন প্ৰণয়েৰ হোলি জেগে উঠে আজি
অনুবাগ কুম্ভমে।

[নৃত্য ও গান থামিলেই সকলে সমস্তৱে তাহাকে
অভিনন্দন জানাইল]

চিরঞ্জীব । Bravo ! Welldone ! [বারবনিতার করমদ্বিন করিয়া]

তুমি নিজেকে উর্বশীর বংশধর বলে' গর্ব ক'রতে পার । আমার Cinema কোম্পানীর তুমি হবে first heroine, তবে নামটা চলবে না ।

মেনকা । কেন, মেনকা নামটা এমন কি মন্দ ?

[চিরঞ্জীব মাথা নাড়িয়া]

চির । উহুঁ ! কেমন যেন বেয়াড়া বেয়াড়া গন্ধ বেরঁচে । একটা বেশ জমকালো গোছের নাম বার ক'রতে হবে ।

মৃগেন । আর তার পেছনে একটা দেবী উপাধি—বাস্ একেবারে fresh from aristocratic family—আর মারে কে ?

বরেণ । আর আমরা সব কাগজের সম্পাদক আছি—কোন ভাবনা নেই । মাঝে মাঝে পদ্ধতে উচ্ছ্বাস, আর বেনামী—Congratulatory চিঠি । কখনো পুরুষের নামে, কখনো মেয়েদের নামে । কেউ বলবে “দিদি ! তোমার ছবি দেখে মনে হয়, তুমি আমাদের জন্ম জন্মান্তরের পরিচিত—তুমি আমাদের আপন হ'তে আপন ।” আর তুমি অম্নি সবিশেষে কাগজের মারফত চিঠির উভয় দেবে ।

নলিনী । কিন্তু সেতো আপনাদের মাঝে মাঝে নিম্নগের বিনিময়ে ?

বরেণ । উহুঁ, উহুঁ ! তার দরকার হবেনা । সেটা অন্ত সকলের বেলায় দরকার হয় বটে, কিন্তু Proprietor বা Director-দের অঙ্গুঘৃতাদের পক্ষে তা দরকার হয় না । বরঞ্চ নিজেদের দরকারেই ওটা আমরা ক'রে থাকি ।

মৃগেন । চিরঞ্জীব ! আমার কিন্তু আর দেরী সইছে না—শেষকালে অশোক না মত বদলায় ।

চির । আরে দূর ! অশোক সে ছেলেই নয় । এইখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে একেবারে Cable করে Order পাঠাব, আর জমি ঠিক

ক'রে Studio-এর Foundation ! বাস্তারপর ষা করব—
দেখে নিস্ত।

মৃগেন। তোর বাহাদুরী আছে চিরঞ্জীব ! অশোক বে অন্ত কারুর
মতলবে কাজ ক'রলে তা এই প্রথম দেখলুম। দেখলা, এমন
ফুর্তি ছেড়ে, সুন্দরীদের মাচগান ফেলে গেল কিমা শিকার
ক'রতে ? তোর কেরামতি আছে—তুই তবু বলে' ক'য়ে একটা
কাজের মতন কাজ করালি !

বরেণ। তোর যেমন বৃক্ষ ! চিরঞ্জীবের কথা শন্বে না তো কি তোর
আমার কথা শনবে ? পাঁচ-ছ' দিনের মধ্যেই চিরঞ্জীব বে
রাজগ্রালক হচ্ছে—এখন থেকে তারই জয় জয়কার।

চির। আরে Cinema Company খুলছে কি আর সাধে ? ও কি
একটা যে সে জিনিষ ? ব্যবসাকে ব্যবসা। ফুর্তিকে ফুর্তি,
বেশাকে বেশ—এক আধারে সব। All Combined in
one. Women ? You will get in hundreds. Amuse-
ment ? You will have plenty ! নেই কি বল ? Picnic,
Party, Outing—নাম, ঘৃণা, পরসা—সব পাবে।

মৃগেন। চিরঞ্জীব ! তোদের কোম্পানী খুল্লে আমায় টেনে নিস ভাই।
Practice ছেড়ে দিয়ে তোদের দলেই ভিড়ে পড়ব। Type
part আমি ভালই করব।

চির। সাধনা চাই ভাই, সাধনা চাই। আর চাই Sacrifice. You are
to think of cinema, you are to speak of cinema,
you are to dream of cinema. তবে তো Star হ'য়ে
লোকের মন জয় করা ষায়। একেই বলে bloodless conquest
of human hearts. এই Rudolph Valentine-র কথাই

ধর। সারা পৃথিবীতে এমন কোন মেঝে নেই—Who does not dream of—Valentino.

বরেণ। তা হলে তুই Valentino-র শূগু পদটা জয় করেছিস্, বল ?

চির। Exactly so, Exactly so.

নলিনী। আর আমি ?

চির। তুমি হবে World's sweet heart.

বরেণ। To be dreamt of, to be worshipped, but not to be touched by hand.

মৃগেন। Exactly by the lucky few.

[চিবঙ্গাব পায়চাবী কবিতে কবিতে]

চির। একখানা ছবি—Only one—তারপৰ প্রথম ডাক পড়বে Bombay থেকে—তারপরই একেবারে—

মৃগেন। কিঞ্চিদ্ব্য !

[সকলে হাসিয়া উঠিল]

চির। Nonsense ! Nonsense ! একেবারে Hollywood. Hollywood ! That land of fairies ! That land of dreams !

বরেণ। অশোক আসছে ! অশোক আসছে ! আরে এস, এস !

(অশোকের প্রবেশ)

চির। কিহে আজও থালি হাতে !

অশোক ! ইঁয়া ! বাঘগুলো দেখছি টের পেয়ে গেছে ! কিন্তু তোদের আসু এত ঠাণ্ডা কেন ?

নলিনী। চিরঞ্জীব বাবু আমাদেব স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে গেছেন।

বরেণ। আমরা কেবলই হাই তুলছি আর পরীদের ডানার বাতাস থাচ্ছি।

অশোক। দেখিস্ ডানার ঝাপটা লেগে যেন না—আবার পড়ে গিয়ে হাত
পা ভাঙ্গে।

[জামা খুলিলে নলিনী মেই জামা হাতে করিয়া লইল]

নকুড় ! নকুড় !

(ভৃত্যের প্রবেশ)

এই জামাটা নিয়ে যা ! নকুড় কি চ'লে গেছে ।

ভৃত্য। আজ্ঞে নায়েব বাবু তার ঘরে শুয়ে শুয়ে কাদছেন ।

অশোক। কাদছেন ? কেন—কি হয়েছে ?

ভৃত্য। আজ্ঞে তাতো জানিনা। জিজ্ঞাসা করলুম—তার কোন উত্তর
দিলেন না ।

অশোক। যা পাঠিয়ে দে এখানে ।

[ভৃত্যের প্রস্থান]

নকুড় কাদছে ? কুমীবের সর্দি ! এটা একটা নতুন খবর তো ।

(নকুডের প্রবেশ)

কি হে কি হ'য়েছে ?

নকুড়। আজ্ঞে কি আর হবে ! আপনাকে বুঝি চাকরটা খবর দিয়েছে ?
পাজি কোথাকার ।

অশোক। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমার খবর কি ?

নকুড়। আজ্ঞে সে পরে বলব' খুনি—এখন—এ সময়—

অশোক। তা হোক ! তা হোক ! এরা কিছু মনে করবে না,—বরঞ্চ
তোমার কান্নার কথা শুনে এরা একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ
করবে। বলে-ফেল, বলে—ফেল—

নকুড়। আজ্ঞে ঐ হারাধন ভট্টাচার্য—বে আজ দিন চারেক হ'ল মরে
গেছে—

অশোক। কি ? ভূত হ'য়েছে ?

নকুড় । আজ্জে তা কেন—তার মেঝে—

অশোক । তবে পেঁচী হ'য়েছে বল ?

[সকলে হাসিয়া উঠিল ।]

নকুড় । আজ্জে—সে মরেনি ।

অশোক । যাক কতকৃটা আস্থান্ত হলুম ।

নকুড় । আজ্জে সেই মেঝেটা হজুরের লোকজনদের যা' তা বলে অপমান
ক'য়েছে ।

অশোক । ওঃ ! লোকজনদের । তোমায় নয় ? তা হ'লে তুমি কান্দছ
কেন ?

নকুড় । হজুরের লোকজনদের অপমান করা আর হজুরকে অপমান
করা—একই কথা ।

অশোক । বটে ! ঠিক ! এটা জমিদারী সেরেন্টার Logic—আমি মেনে
নিতে বাধ্য । কিন্তু তার Cause of action টা—

নকুড় । হজুর এ গ্রামের লোকের কাছে একটা পয়সাও খাজনা বাকী
নেই । কিন্তু তুরা আজ ছ' বছর খাজনা দেয়নি । তাই লোক
পাঠিয়েছিলুম কিছু দিতে পারবে কি না জান্তে ? কিন্তু লোকেরা
বাড়ী চুক্তে না চুক্তে হজুরের নাম করে যা তা বলতে লাগল ।

অশোক । বটে ! স্পর্শ্বাতো কম নয় ! জমিদাব অশোক চৌধুরীর এমন
প্রবল প্রতাপান্বিত নায়েব বাহাহুর থাক্তে তাকে অপমান
ক'ব্বতে সাহস পায় একটা মেঝে ? আমায় তাকে একবার দেখতে
হবে । নিশ্চয়ই সে রাণী দুর্গাবতী কি রাণীভবানী—নিদেন
রাণী-রাসমণীর recent edition হবে ।

নকুড় । আজ্জে—মেঝেটা ভারী পাজী ।

অশোক । নিশ্চয়ই—সে কথা আর বলতে । তুমি নিশ্চিন্ত হও । আমি
কালই একবার তাকে দেখতে থাব । আমার জমিদারীর মধ্যে

এমন একটা মেঘে আছে আর তাকে আমি দেখব না ! তুমি
আমায় একটা দুর্ভ সংবাদ দিয়েছ নকুড় । পারিতোষিকের
বেলায় আমি ক্লপণতা কর্ব না নিশ্চয়ই ।

নকুড় । আজ্ঞে—চুষ্টের দমন ক'র্তে না পারলে জমিদারী রাখা দার ।
অশোক । নিশ্চয়ই ! জমিদারী রাখতে হলে বাইরে চুষ্টের দমন ক'র্তে
হবে । আর ভিতরে চুষ্টকে পোষণ ক'র্তে হবে—নহলে
জমিদারী রসাতলে যাবে । জমিদারী Code-এ এই হ'ল
First principle. আচ্ছা তুমি এখন যাও নকুড় । আমার
দ্বারাও সে বিধানের অন্তর্থা হবে না ।

নকুড় । [যাইতে যাইতে] হজুর মালিক—

[প্রস্তাব]

বরেণ । কোথা থেকে এক বাজে হাঙ্গামা ঢুকিয়ে রসতঙ্গ ক'রে দিলে ।
অশোক । ও কিছু নয় । Just a relief. গোলাসগুলো সব খালি কেন ?
[সকলে মিলিয়া মদের প্লাসগুলি ভর্তি করিয়া লইল ।
চিমঙ্গীব এক প্লাস অশোকের সামনে ধরিয়া বলিল]

চির । Help yourself with a glass of Cocktail.

[বরেণ নলিনীর নিকট গিয়া]

বরেণ । Punch it further with the rhyme of your song.

মৃগেন । The rhyme of your dance—

[সকলে সমন্বয়ে মদের প্লাস তুলিয়া ধরিয়া বলিল]

বরেণ । Three cheers for মেনকাৰ্বাঞ্জি—

চির । উহুঁ ! উহুঁ ! Three cheers for বনবীথি দেবী—

চির । Let's have that Tableau Viva—

[সকলে হাসিয়া উঠিল]

[সকলে হাসিয়া উঠিল । মেনকা ধীরে ধীরে নাচিতে
লাগিল—পরে আবও দুটি জনকে টানিয়া লইয়া সকলে
মিলিয়া নাচিতে লাগিল ও নৃত্যাঙ্কে সকলের তুমুল
ভর্মধ্বন ও কবত্তালিব ধর্ঘ্যে উপবিষ্ট অশোকের নিকটে
গিয়া নৃত্যের ভঙ্গীতে প্রণাম কবিল]

পদ্ম প্রমরের মধুপান-পদ্ম ঘূমাইয়া পড়িল—জেগে ওঠে—হতাশ
হ'রে এলিয়ে পড়ল ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হাবাধনের বাড়ী মামা ঝাঁট দিতেছিল—নিশীথ
প্রবেশ কবিল—হাতে একটা শুটকেশ]

মায়া । একি নিশীথদা ! তোমার চুল উক্ষো খুস্কো, কি হয়েছে ? ওকি !
সঙ্গে শুটকেশ ! ব্যাপাব কি ?

নিশীথ । মামা-বাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল !

মায়া । তার মানে ?

নিশীথ । মানে সহজ ! অঘোব হালদাব কাকুর অবাধ্যতা সহ করতে
রাজী নন् । তবিয়াব জিনিসপত্র ফেরত দিয়ে তার কাছে
তোমরা যে অপরাধ ক'বৈছ তার শাস্তি না দিলে তার মর্যাদা
থাকে না । তাঁব আদেশ, গ্রামের কেউ যেন তোমাদের সঙ্গে
কোন রকম সম্পর্কই না রাখে । স্বতরাং মামীয়া তার বচদিনের
ইচ্ছেকে কাজে লাগাতে একটুও দেরী কবলেন না । তার
ওপৰ মামা বখন হালদার মশাবের কাছে খণ্ণি—

[মায়া নৌরবে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রাখিল]

কি চুপ ক'রে রাখলে যে ?

মায়া। আমরা তা হ'লে এক ঘোরে ?

নিশাথ। হ্যাঁ ! চলতি কথায় তাই বলে বটে । তবে সামাজিক Penal Code-এ একে বলে শাসন ।

মায়া। কিন্তু, আমাদের সঙ্গে তুমি এশাস্তি বেছে নিলে কেন ?

নিশাথ। বারে ! আমার জগ্নেই তোমাদের এই শাস্তি ! আমি আধাক্লে, তার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবটা যে তোমরা লুকে নিতে, সে বিবর্যে তিনি নিঃসন্দেহ । আর পাত্রটাও তো তিনি ধারাপ নন ।

মায়া। ঠাট্টা রাখ নিশাথদা ! এ হাসি ঠাট্টার কথা নয় । আর একটা বছর গেলেই তুমি পাশ করে বেরুতে পারতে ।

নিশাথ। সে বিচারের ভারটা না হয় আমার উপরেই ছেড়ে দিলে ?

মায়া। কিন্তু এ আক্ষেপ যে আমার কোনদিন যাবে না, যে আমাদের জগ্নে তুমি তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করলে ?

নিশাথ। আবার সেই কথা মায়া ? ভবিষ্যৎ নষ্ট করলুম কি ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করলুম, তার উত্তর আমি আমার নিজের মন থেকেই পেয়েছি ।

মায়া। কিন্তু, বর্তমানে এই যে আহ্মায় বিচ্ছেদ—এ যে আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না ।

নিশাথ। মায়া ! ঐ চিহ্নাটি আমায়ও কম চঞ্চল করেনি, আমি চলে আসায় সব চেয়ে ঘিনি বেশী কষ্ট পাবেন, সেই মামাবাবুর কথা ভাবলে—

মায়া। তিনি কি কিছুই জানেন না ?

নিশাথ। জানেন । তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সমস্ত স্নেহ ভালবাসা দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখতে । কিন্তু কতটুকু তাঁর ক্ষমতা ! তাঁকে যে কতখানি আবাত নিত্য সহ করতে হবে, তাতো আমার অজ্ঞান নেই, জানিনা—তাঁর ঈষ্টদেবতা ও আমার মধ্যে কাকে তিনি বেশী ভালোবাসেন ।

মায়া । আজ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যে অঙ্গ কোন চিন্তাকেই খুব বড় করে দেখতে পারছি না । তোমার লোকসান যেন আমাদের প্রয়োজনের কাছে অতি তুচ্ছ ! [তাহার গলা ধরিয়া আসিল] মার সম্মনে কবিয়াজি মশাই যা বললেন, তাতে তাকেও যে একদিন হাবাতে হবে, তা স্বনিশ্চিত ; আর সেদিনও যে বেশী দূবে নেই—তাও বুঝি । সেই ছুর্দিনের ভীষণ অঙ্ককারে যে অন্ততঃ একজনকেও আমার পাশে পাব—এই ভবসাই আজ আমাব স্বার্থপৰতা ; কিন্তু তা জেনেও, তাকেই আমার আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে । এই আমাব শাস্তি, এই আমার অভিশাপ !
নিশীথ । আর সেই চিন্তাটাই আমাব পবম লাভ, আমার চরম সৌভাগ্য ।

[নেপথ্য স্ববস্তী ডাকিল—“মায়া”]

মায়া । মা । মার কাছে যেন তুমি এ সব কথা তুলনা !

নিশীথ । পাগল হয়েছ ?

[নিশীথ স্টোকেশ লইয়া অন্তবালে গেল, স্ববস্তীব প্রবেশ,

তাতাকে অতি কম দেখা যাইতেচে]

মায়া । তুমি এখনই বাইবে এলে কেন মা ? এখনও ভাল ক'রে রোদ
ওঠেনি—ঠাণ্ডা লাগবে যে !

স্বর । ঠাণ্ডায় আর আমাব বেঁচু কিছু কবাত পাববে না মা । তোৱা
যাই কেন না বলিস, আমি তো বুঝতে পারছি, আমার এ কি
অস্মুখ ! তাতে আমাব এতটুকু দুঃখ নেই মা । এত শাগ্গীরই
যে আমি তাৱ কাছে যেতে পাববো, এ কি আমার কম
সৌভাগ্য । ভগবান কবেন, শুধু তোৱ একটা হিল্লে ক'রে
যেতে পারি—

মায়া । মা, তুমি যদি এ সব পাগলামী স্ফুর কৱ—তা হ'লে ভাল হবে
না ব'লে দিছি—তোমার এমন কিছুই বাড়াবাড়ি হয়নি, যে

ଏଥନ ଥେକେ ହତାଶ ହ'ବେ । କବିରାଜ ମଣାଇତୋ ବଲ୍ଲେନ—
ମାସ ଥାନେକ ଗୁରୁଥ ଥେଲେଇ ସେବେ ଯାବେ ! ଏ ରକମ କବ ରୋଗୀ
ତିନି ସାରିଯେଛେ ।

ସ୍ଵର । ବେଶ ତୋ ! ଆମି କି ଗୁରୁଥ ଥାବନା ବ'ଲେଛି, ନା ମରବାର ଜଗେ
ଏକେବାରେ ପା ବାଡ଼ିୟେ ବସେ ଆଛି ।

ମାୟା । ତୁ ଯା ବଲି ତା ଶୁଣ୍ଟେ ହବେ । ନିଜେର ଇଚ୍ଛେୟ ତୁମି ଏକ ପାଓ
ଚଳତେ ପାରବେ ନା ।

ସ୍ଵର । ଆଛା ! ଆଛା ! ତାହି ହବେ । ହଁରେ ନିଶୀଥ ଏଥନ୍ତି ଆସେନି, ନା ?

ମାୟା । ଏସେହେ ବୈ କି ! ଏହି କୋଥାଯ ଗେଲ ।

(ନିଶୀଥେବ ପ୍ରବେଶ)

ନିଶୀଥ । ଏହି ସେ ଆମି । କି ବଲଛିଲେନ ।

ସ୍ଵର । ଓହି ମୋଡାଟୋ ଟେନେ ନିଯେ ବସ ବାବା !

ନିଶୀଥ । ବସ୍ତିକାକୀମା ! [ବସିଲ]

[ମାୟା ସବେର ମଧ୍ୟ ହଇତେ ଏକଥାର୍ନ ଗାୟେବ କାପଡ଼ ଆନିଘା
ସ୍ଵରସ୍ଵତୀବ ଅଙ୍ଗ ଢାକିଯା ଦିଲ]

ମାୟା । ଏହି ଗାୟେର କାପଡ଼ଟୋ ଗାୟେ ଦିଯେ ତୁମି ନିଶୀଥଦାର ମଙ୍ଗ ଗଲା କର ;
ଆମି ଏକ ଷଡ଼ା ଜଳ ନିଯେ ଆସି ।

[ଜଳେର କଲସୀ ଲହିଯା ପ୍ରଶାନ]

ସ୍ଵର । ହଁ ନିଶୀଥ ! ତୋମାଦେଇ କଲେଜ ଆବାର କବେ ଖୁଲାବେ ? କଲେଜ
ଖୁଲିଲେ ଯେତେ ହବେ ତୋ ?

ନିଶୀଥ । ନା । ଏଥନ ଆମି କଲେଜେ ନା ଗିଯେ, ବାଡ଼ୀ ବସେଓ ଏକଜାମିନ୍
ଦିତେ ପାରି ।

ସ୍ଵର । ତା ହ'ଲେ ଏଥନ ଆର ତୋମାର କଲକାତାଯ ସେତେ ହବେ ନା ?

ନିଶୀଥ । ନା ।

স্বর। বাঁচলুম বাবা ! তুমি আছ ব'লে তবু অনেকটা ভরসা ।

চারিদিকে শক্র । এ অবস্থায় মায়াকে নিয়ে থাকতে যে কি
ভয় করে, তা আর তোমায় কি ব'লব !

নিশ্চীথ । আপনি কোন ভয় করবেন না মা !

স্বর। বাবা ! তোমাব অলঙ্ক্ষে তোমাব মুখ থেকে যে ডাক বেরল,
সেই ডাক যদি সত্ত্ব হয়ে ওঠে,—তার চেয়ে বড় প্রার্থনা
আর আমার কিছুই নেই; আমি ম'বে গেলে তুমি মায়াৰ ভাৱ
নিও । এ পৃথিবীতে তার আৱ কেউ নেই !

নিশ্চীথ । আপনি কেন ভাবছেন ? আপনাৰ অস্ত্র বা সারা পর্যন্ত সমস্ত
ভাবনাগুলো আমাদেৱ ওপৰ ছেড়ে দিয়ে, আপনি একটু
নিশ্চিন্ত হোন্ দিকিনি । যদি নির্ভৱহী কৱেন—তার অমর্যাদা
হবে না,—এ আপনি নিশ্চয় জানবেন ।

স্বর। তা জানি বাবা ! ভগবান তোমায় দীঘাযু কৰন !

নিশ্চীথ ! কাকৌমা ! কবৱেজ মশাই আজ সকালে থবৱ দিতে
বলেছিলেন—আমি তাৰ কাছে যাচ্ছি । নৃতন কিছু বল্বাৰ
আছে কি ?

স্বর। না, নৃতন তেমন আৱ কি বল্বে ! সেই বকমই আছি ;—তবে
ৱাতিৱে যুম মোটেই হ'চে না । গেকটু ঘুমুত পাৱলে বেন
অনেকটা স্বস্তি পেতুম !

নিশ্চীথ । আচ্ছা, তাই ব'লব টাকে—আমি চল্লুম ।

[নিশ্চীথেৰ প্ৰস্থান]

স্বর। এস বাবা ! আহা ! নিশ্চীথেৰ মুখে “মা” ডাক—আমাৰ সব
যন্ত্ৰণা যেন নিৰ্মিষে দূৰ কৱে দিলে ! ঠাকুৱ ! তাৰ মা ডাক সত্ত্ব
হোক, সত্ত্ব হোক, এই তোমাৰ কাছে আমাৰ শেষ প্রার্থনা ।

[যুক্তকৱে প্ৰণাম কৱিল]

(কাত্যায়নীর প্রবেশ)

কাত্যা । এই যে দিদি ! আজ কেমন আছ ?

স্বর । ভাল বই কি ! মর্বাব ভাগিয় চাই দিদি !

কাত্যা । তা বৈকি ! ফ ইছুর ঘরের বিধিবার প্রাণ, কৈ মাছের চেয়ে শক্ত ।

কিন্তু ম'লেই বা চলবে কি ক'রে ? ছধের মেয়েটা রয়েছে, তাকে তো পার করতে হবে ।

স্বর । ওর জগ্নেই তো ভাবনা ! কিন্তু পোড়া মেয়ের অদৃষ্টে যে কি আছে—ভগবানই জানেন ।

কাত্যা । আমি ব'লি কি, অঘোর হাল্দারকে ধরে, মেয়েটার একটা গতি ক'রে ফেল । পয়সা আছে—মেয়েটা স্থখেই থাকবে ।

স্বর । নকুড়ও কাল এসে তাই ব'লছিল, কিন্তু দিদি,—আমি মরে গেলে ওর অদৃষ্টে যা আছে হবে । আমি নিজে হাতে আর কেন ওর সর্বনাশ করে যাই ।

কাত্যা । তুমি বলছ কি দিদি ! অঘোর হাল্দারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া সর্বনাশ ! তুমি যে অবাক্ত করলে । আমরা তো ওর মতন জামাই ক'ব্বতে পারলে ভাগিয় মনে করি । আমাদের যে ছাই—জাত নয়—তা না হ'লে আমি যেমন ক'রে পারি আমার পুঁটিকে তার হাতে তুলে দিতুম । তোমার বাপু সব তাতেই যেন কেমন আদিখ্যেতা ! বেশী বয়স পর্যন্ত ঘরে রাখা, লেখা পড়া শেখান, ছেলেদের সঙ্গে খুব মিশ্বতে দেওয়া— সবই যেন বাড়াবাড়ি । যা ভাল বোৰ কর বাপু ! আমরা কোন কথায় থাকতে চাইনা । তোমার সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদেরও মুখ পুড়বে, তাই বলা । যাই বাপু ! পরের কথায় ঐ জগ্নেই আমি থাকতে ভাল বাসিনা । একটু ধর্মের দিকে চেয়ে কাজ কর দিদি ।

[প্রস্থান]

স্বর। ভগবান् !

(নিশীথের প্রবেশ)

নিশীথ। কাকীমা ! কবরেজ মশাই একটা নতুন বড়ি দিলেন ।

স্বর। রেখে দাও বাবা । নিশীথ—। না, আজ যাক । আমায় একটু
ধর বাবা—ঘবে যাই ।

[নিশীথ স্বরস্থতাকে ধবিয়া ঘবে বাখিয়া আসিল । মাঝা
জল লইয়া খিডকীব দবজা দিয়া প্রবেশ করিল]

মাঝা । মা ঘরে গেলেন ?

নিশীথ। হ্যা, এই মাত্র গেলেন ।

মাঝা । তুমি আবাব ঘেন কোথায়ও বেবিওনা নিশীথদা । কাল রাত্তিবে
ষা তোমার জুটেছে, তা বুঝতে পেরেছি । আমি চঢ় করে কিছু
থাবার ক'বে এনে দিক্ষি ।

নিশীথ। তাতে কোন আপত্তি করব না । আজতো পবেব কথা, কোন
কালেই আর আপত্তি করব না ।

মাঝা । বাকিয়ার জাহাজ ।

[প্রস্থান]

নিশীথ। [দৌর্ঘ নিখাস] বাকিয়ার জাহাজই বটে ! তবে আজ অচল ।

[বাহিরের দিকে দেখিয়া । ওকে ? জমিদার বাবু না ? এইখানে
কি মনে ক'রে ।

(অশোক ও চিরঞ্জীবের প্রবেশ)

অশোক। এইটাই হারাধন ডট্টাচার্যের বাড়ী না ?

নিশীথ। হ্যা ।

অশোক। তুমি ?

নিশীথ। আমি প্রতিবেশী ।

অশোক। আমি জান্তে এসেছি, হারাধন ভট্টাচার্যের মেঝে আমার
লোকজনকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে কোন্ সাহসে ?

মিশীথ। আজ্ঞে—

মায়া। তার উত্তর আমি দিতে পারি কি ?

অশোক। তুমি—[তাহার দিকে চাহিয়া] আপনি—

মায়া। ইঠা ! আমি। যাদের পাঠিয়েছিলেন, তাদের অন্ততঃ মা বোনের
সঙ্গে কথা কইতে শিখিয়ে পাঠান উচিত ছিল।

চির। An angel ! She will make a capital heroine !

অশোক। আঃ। মার্যাদা বোধ যাদের এত বেশী—তাদের দেখা উচিত
যে, মর্যাদা ক্ষুঁশ করবার অবসর কেউ না পায়।

মায়া। আমি টাকা দেবনা বলিনি, শুধু কিছু সময় চেয়েছিলাম মাত্র।
তারও প্রয়োজন হতনা, ষদি আমার বাবা বেঁচে থাকতেন।

অশোক। আপনার ইচ্ছামত কাজ করেনি ব'লে,—তাদের আপনি অপমান
ক'রেছিলেন। আপনার সাহস আছে—আমি তা প্রশংসা করি।

মায়া। আপনি আমায় বিদ্রূপ করতে পারেন। আমায় অপমান করতেও
পারেন। কারণ আপনি জমিদার, যাদের পাঠিয়েছিলেন তাদের
মনিব আপনি। কিন্তু অশোকবাবু যাদের পয়সা নেই, তাদের
কি মান অপমান জানও থাকতে নেই ?

চির। A fine voice !

অশোক। আঃ। আবার—

চির। Right O'.

মায়া। আপনার নামে যে এখানে নিত্য কত অত্যাচার হচ্ছে, সে সব
আপনার অনুমোদিত কিনা জানিনা কিন্তু আজ, এই বাড়ী বয়ে
আমায়—এক সত্ত্ব পিতৃহীনা নারীকে অপমান করুতে আসায় শুধু
এই কথাই মনে হুয়, যে আপনার কাছে অর্থ হ'ল সব, আর বা

কিছু সব মিছে। সামাগ্রী আমার কাছে আপনার পাওনা—
আপনার অতি ক্ষুদ্র প্রয়োজনের অতি ক্ষুদ্র অংশও তা পূরণ
করতে পারবে না। কিন্তু, সেইটা আদায়ের জন্যে আপনার এই
আগ্রহ আপনার এই নিজে আসা দেখে, মনে হয়—আমায়
অপমান-বিত্ত কবাটাই আপনার মুখ্য উদ্দেশ্য—পাওনাটা
উপলক্ষ্য মাত্র।

অশোক। ত! দেখেছি আমার লোকজন মিথ্যে বলেনি। আপনার
কথায় বেশ ঝাঁক আছে—বক্তৃতা দেবার মত ক্ষমতা ও আছে।
কিন্তু আপনার বোধ হয় জানা নেই, যে আমি সে সবের বহু
উর্জা।

চির। কিন্তু এই বক্তৃতার দাম একেবাবে নেই মনে ক'রনা। খাসা
acting ! আমি হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিলুম। সময়মত হাততালি
দিতে পারিনি। Capital ! I congratulate you,

[তাহাব দিকে হাত বাঢ়াইয়া আগাইয়া গেল—অশোক
তাহাকে বাবা দিল]

মাঝ। [সভয়ে] নিশাথদা—।

[নিশীথের অতি নিকটে গিয়া দাঢ়াঠিল]

নিশীথ। অশোকবাবু ! আপনার এই সঙ্গীটাকে চুপ করতে বলবেন কি ?

চির। Oh ! I see, the source of inspiration—

অশোক। চুপ কর চিরঞ্জীব !

নিশীথ। অশোকবাবু ! আপনার। যদি এখান থেকে না যান, তবে
আমাদেরই এখান থেকে চলে যেতে হবে।

মাঝ। [কল্পিতস্বরে] আমাদেব এই বাড়ীখানা রয়েছে—সামাগ্র কচু
জমিও আছে। আপনি বিক্রি করে আপনার প্রাপ্য নিয়ে
বেবেন। যদি, যদি আপনার বিশেষ ক্ষতি না হয়, এক

সপ্তাহের মাত্র সময় দেবেন ; বাবার শ্রান্তি তাঁরই ভিটেয় ক'রব
মনে করেছি । সেটা শেষ হয়ে গেলে, আর একদিনও থেকে
আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত ক'রব না । আপনার প্রয়োজন বেশী, তার
দাম গরীব প্রজাকেই দিতে হবে ।

অশোক । হাঃ হাঃ হাঃ ! আপনার যে পরিমান মর্যাদা বোধ আছে, সে
পরিমান বুদ্ধির একান্ত অভাব । আর যে প্রস্তাব আপনি এই
মাত্র করলেন অর্থাৎ বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়া, তার মধ্যে রাগ
আছে সত্যি, কিন্তু দূরদৃষ্টি মোটেই নেই । যাক শুন,—এখানে
থাক্কার বাসনা আমার মোটেই নেই ; কোনরূপ ক্ষতি করবার
ইচ্ছাও নাই—কারণ আপনি আর যাই হোন, আমার কাছে
আপনি—যাক আপনি আপনার বাড়ীতেই থাকতে পারেন ।
শুধু মনে রাখবেন যে, জমিদারের প্রাপ্ত্যের প্রতি কপর্দিকটা
তা'র দাবী, ভিক্ষে নয় । আর জমিদার তা'র প্রজাবর্গের কাছে
শুধু সম্মানহীন প্রত্যাশা করে—তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা নয় । এস
চিরঝীব—

[উভয়ের প্রস্থান]

[মাঝা : স্তুতি হইয়া দাঢ়াইয়া বত্তিল, নিশীথ তাহার মাথায়
হাত দিতে সে কাদিয়া ফেলিল]

মাঝা । নিশীথদা !

নিশীথ । মাঝা—

তৃতীয় দৃশ্য

[অশোকেন একটী স্তুসাঙ্গত ঘৰ। সাবিত্রী গুণ গুণ
কবিয়া গান কবিতে কবিতে ঘৰ সাজাইতেছে।
ঘৰেব এককাণে একটী অর্গান বহিয়াছে। সাবিত্রী
তাহা নার্দতে লাগিল এবং পৰে অর্গান বাঞ্ছাইয়া গান
গাইতে লাগিল]

গান

ওগো সুন্দৰ
ওগো সুন্দৰ তব লাগি—
মম ইদয় কানন ছাগ
অনুবাগে গাম পার্য
মোব মনেব ভুবনে কিবে
কোন উৎসৱ বাঁশনৌবে
(মোব) মনেব গহনে গোপন
গোপন যে প্ৰেম
নৌবালায় উঠে জাগি ।

[গানেব শেধেব লাইনেব সঙ্গে সঙ্গে বাখাল প্ৰবেশ কৰিল
তাতে ফুলেব তোড়া—ফুলদানিতে বাখিল]

বাখাল। ওঃ ! দিদিমণিৰ আজ আৱ আনন্দ ধৰছেনা। আজ হল সোমবাৰ।
বেহস্পতিবাৱে বিয়ে, তা হলে আৱ কদিন বাকী রইল !

সাবিত্রী। বাবোদিন ।

বাখাল। এট সোম, মঙ্গল, বৃথ, বেহস্পতি—চাৰদিন। আজকেৱ দিনটা
ছেড়ে দাও রইল তিন দিন। বেহস্পতিবাৱটাও ছেড়ে দাও

রইল মোটে ছ'দিন । ও দেখতে দেখতে কেটে যাবে, কি বল দিদিমনি ? এখন দাদাৰাবু আজ এসে পৌছলে হয় । দিদিমনি, বিয়ে গেলে ওসব শিকাৱ টিকাৱে আৱ যেতে দিওৱা ।

সাবিত্রী । আমাৱ কথা শুন্বে কেন ?

রাখাল । বাবে তোমাৰ কথা শুন্বে না ! তোমাৱ কথা না শুনে তাৱ উপাৱ আছে !

সাবিত্রী । ধৰ যদি নাই শোনে, তখন কি কথে, শিখিয়ে দাও ।

রাখাল । হঁ ! সে দিদিমনি তোমাৱাই ভাল জান, আমাৱ আৱ শিখিয়ে দিতে হবে না ।

সাবিত্রী । হ্যা রাখালদা, তুমি বুঝি তোমাৱ বৌকে ভয় কৱতে ?

রাখাল । তা কৰ্তৃম বৈকি । শুধু আমি কেন, সবাই কৱে—তবে মুখে শ্বীকাৰ কৱেনা । ভদ্রলোকেৱা বৱঞ্চ বেশী ভয় কৱে । যতই হোমৱা চোমৱা—সে জঙ্গই হোক আৱ দারোগাই হোক, বাড়ীৱ কাছে সব একেবাৱে কেঁচো । বাইৱে যে যত বড়—বাড়ীৱ ভিতৱে সে তত ছোট । আমৱা তো তবু ভাল—ৱাগ হল দিলুম ছ'ষা বসিয়ে, ভদ্রলোকেৱা তো আৱ তা পারবে না ।

সাবিত্রী । তুমি তোমাৱ বৌকে মাৰতে ?

রাখাল । সব সময় কি আৱ মাৰ্তুম—তবে কথনও কথনও ৱাগ হলে—

সাবিত্রী । সে চূপ কৱে সহ কৱত ।

রাখাল । হ্যা ! চূপ কৱে সহ কৱবে ! সে জাতই নয় । মেয়েদেৱ জিবেৱ ধাৱ—লাঠিতো দুৱেৱ কথা, তৱোয়ালেৱ ধাৱেৱ চেয়েও বেশী ।

সাবিত্রী । তুমি আমাদেৱ গালাগালি দিছ রাখালদা !

রাখাল । ছিঃ দিদি । তোমাদেৱ গালাগাল দেব ! মেয়েদেৱ যত ভাল-বাসতে সেবা কৱতে কি কেউ পাৱে ? দাড়িপাণ্ডাৱ চড়ালে তাদেৱ ভালোটাই বুকে থাকবে ।

সাবিত্রী । বাঃ বাখালদা ! কি সুন্দর তুমি বলতে পার—লিখতে পারলে
তোমার দাম হোত ।

বাখাল । লিখতেই যা পারিনা—নইলে ক্ষতিবাস, কাশীরাম আমার মুখ্য ।
(কথা বলিতে বলিতে মহামায়া ও পশুপতির প্রবেশ)

মহামায়া । যখন গেলে তখন একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলেই হোত ।
আবার রেখে এলে কেন ?

পশুপতি । তারা' মোটরে রান্না হয়েছে—এল ব'লে, আমি ট্রেনেই চ'লে
এলুম ।

মহামায়া । অত ক'রে বারণ করলুম যে বিয়ের কদিন মোটে বাকী—এখন
যাস্নি, তা কথা কি কিছুতে শুন্বে, সে ইঙ্গুলেই পড়েনি !
আমার চোদ্দশ পুরুষের ভাগিয় এবার তবু বিয়েতে মত দিয়েছে ।
কর্তা তো সাধ্য সাধনা করে মত করাতে পারেন নি । ঠার বড়
সাধ ছিল, তিনি থেকে বিয়েটা দিয়ে যান—কিন্তু হতভাগা
ছেঁড়ার জালায় ঠার সে সাধ আর মিট্টল না । চিরটা কাল
এক গুঁয়ে—“না” করলে “হ্যা” করায় কার সাধ্য ।

পশুপতি । এবার একবার আমার মা লক্ষ্মীর হাতে সঁপে দিই—তারপর
দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে ।

[সাবিত্রী ও বাখালের প্রস্থান]

মহামায়া । তাই হ'লেই বাচি, আমার যেন আর একদিনও বাচতে ইচ্ছে
হয় না । আর জুটিছেও তেমনি এক হতভাগা গ্রি চিরঞ্জীব ।
কি বলে, কি করে, আমি কিছু ঠাওরাতেই পারি না । ওয়ে
আমার সাবিত্রীর ভাই—এ যেন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না ।

পশুপতি । একটু বয়েস হ'লে দেখবেন সব দোষ কেটে যাবে । সংসর্গটা
খুরাপ, নইলে অশোকের ভেতব জিনিম আছে । দেখবেন
এক কালে খুব বড় হবে ।

মহামাঝা । তুমি ওর মাথাটা আরও খেলে । কাউকে কোন দিন একটা কথা ও বল্তে দাও নি । ছেলে বেলা থেকে যদি শাসন করতে, তা হ'লে এ ভাবে বাড়তে পারত না, লোকের মুখে ওর কাণ্ডকারখানা শুনে আমার যেন মাথা কাটা যায় । যাক, মার দয়ায় ভালয় ভালয় বিয়েটা হ'য়ে গেলে, এখানে আব আমি থাকছি না, বাকী দিন কয়টা বিশ্বনাথের চরণতলায় পড়ে থাকব । পশ্চপতি । মা, ঈ ওরা এল । এখন আব কিছু বলবেন না ; একটু পরেই না হয় দেখা ক'ব্বেন, তেতে পুডে আসছে । চলুন, আমরা যাই ।

[উভয়ের প্রস্তান]

(অঙ্গ দিক দিয়া অশোক ও চিরঞ্জীবের প্রবেশ)

অশোক । হেরে গেছি চিরঞ্জীব । হেবে গেছি—

[ফুলেব তোড়াটা লইয়া তুলিয়া ধবিল]

চিরঞ্জীব । সেই মেঘেটা দেখছি তোর মাথায় বাসা বেঁধেছে ।

অশোক । যাই বলিস্ মেঘেটার প্রশংসা করতেই হবে । জীবনে মেঘে মানুষ তো কম দেখলুম না—কিন্তু এ রকম নিষ্ঠীক, তেজস্বিনী মূর্তি আমার চোখে আজও পড়ে নি ।

চিরঞ্জীব । যাক, প্রাণ ভোরে শোনান হয়েছে ।

অশোক । তা হয়েছে, তবে কি রকম শোনান হ'য়েছে জানিস্ ? ছটো ছেলে মারামাবি ক'রে যে হেবে যায়, সে যেমন হেরে গিয়েও গালাগাল দিয়ে জেতবাব চেষ্টা করে—ঠিক তেমনি, তার সামনে নিজেকে যেন অত্যন্ত ছোট মনে হচ্ছিল । তার স্পষ্ট অর্থচ মার্জিত তিরস্কার নিমেষে আমার সমস্ত হীনতা বাইরে টেনে বার করে দিয়েছে ।

চিরঞ্জীব । ডেঁপোমি, স্বেক্ ডেঁপোমি । কিন্তু সে যাই হোক—আমি যদি

ওকে পাই—I can make her a Garbo. A charming personality with the beauty of a—

অশোক। থাম চিরঞ্জীব ওকে নিয়ে ঠাট্টা করিস্ব নি।

চিরঞ্জীব। এঁয়া ! ব্যাপার কি ? The unseen arrow of cupid ?
Straight in to the heart ?

অশোক। ঠাট্টা রাখ। আমার শুধু মনে হচ্ছে, যে নির্ভৌকতাব আমি
এতদিন বড়াই কবে এসেছি, তা বেম ওর নির্ভৌকতার তুলনায়
ছেলে মানুষী।

চিরঞ্জীব। যাক। নজবে ষথন পড়েছে, তখন পেতেও দেরী হবে না নিশ্চয়ই।
অশোক। চিরঞ্জীব, তাকে দেখেই বুঝেছি—তা হবার নয়।

[চিরঞ্জীব তাসিয়া উঠিল]

চিরঞ্জীব। অশোক একটা নতুন কথা শোনালে।

অশোক। নতুন নয় চিরঞ্জীব। নিজেব অভিজ্ঞতাকেই খুব বড় মনে
কবিস্ব নি। আব তা ছাড়া অর্থে ঘাদেব পাওয়া যায়, তাদের
উপর লোভ আমার মোটেই নাই। ভালবাসার অভিনয় আমি বহু
করেছি—আৱ তাৰ চেযেও বহু শুনেছি। কিন্তু আজ নূব্রাছি
ভালবাসা বিধাতাব আশোর্বাদ—আৱ তা পেতে হলে চাই ভাগ্য।

চিরঞ্জীব। ও সব হেঁদো কথা বইয়ে ঢেৱ পড়েছি ভাই। নতুন করে শুনে
আৱ কোন ফল নেই। But she is beautiful, charmingly
beautiful !

অশোক। দেখেছিস্ব চিরঞ্জীব ! কি একান্ত নির্ভরতায় সে ওই ছেলেটিৱ
হাত ধ'রে দাঢ়ালো ! নিজেকে আমি ভাগ্যবান মনে কৱতুম
ষদি আমার সব কিছু দিয়ে এই নির্ভরতাটুকু কিন্তে পারতুম।

[পাশচানী কৰিতে লাগিল]

ধন্য সে, ভাগ্যবান সে—যে তাৰ ভালবাসার আধকারী।

চির। তুমি তা হ'লে তার ধ্যান ক'রতে থাক,—আমার কাজ আছে,
আমি চল্লম।

[প্রস্থান]

অশোক। রাখাল! রাখাল! আঃ কোথায় গেল সব?

(বাখালের প্রবেশ)

রাখাল। কি দাদাবাবু?

অশোক। ছাতের উপর এত গোলমাল কিসের?

রাখাল। ম্যারাপ বাধা হচ্ছে। আর তো বেশী দেবী নেই। এখন
থেকে ব্যবস্থা না করলে হ'য়ে উঠবে কেন?

অশোক। ম্যারাপ?

রাখাল। এই দেখ! একেই বলে যার বিয়ে তার হস নেই—পাড়া
পড়শীর ঘূঢ নেই। এতদিন বাইরে ছিলে, তা আর জানবে কি?

অশোক। রাখাল তুই একবার মাকে ডেকে দে। আচ্ছা থাক বরঞ্চ
পশুপতি কাকাকেই ডাক। না না, এ হতেই পারে না—অস্ত্রব!

অস্ত্রব।—

[পারচাবী কবিতে লাগিল]

রাখাল।—

(বাখালের প্রবেশ)

নিজের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রাণীর সর্বনাশ কিছুতেই করতে
পারব না। প্রাণ নিয়ে ছেলে খেলা অনেক করেছি—আর নয়।

(পশুপতির প্রবেশ)

পশু। অশোক—আমায় ডাকছিলে?

অশোক। হ্যাঁ, কাকা। বিয়ের সমস্ত আয়োজন বন্ধ ক'রে দিন—
আমি বিয়ে করতে পারব না, কিছুতেই নয়।

পশু। অশোক! অশোক! ছেলে খেলা কর না, এখন আর ছেলে
মানুষী করবার সময় নেই। ওসব খেয়াল ছাড়।

অশোক। কাকা, আমি নিম্নপায়। আপনাদের কাঙুর কথাই—আমি
রাখতে পারব না—কোন মতেই না—

পন্থ। কোন মতেই না ? বেশ ভাল ক'রে ভেবে দেখ অশোক।
বরঞ্চ আজ এর উত্তর না দিয়ে কাণ দিও।

অশোক। না কাকা, আমি অনেক ভেবে দেখেছি। সাবিত্রী চিরঙ্গীবের
সহোদরা সে আমারও বোন তার প্রতি এত বড় অবিচার আমি
ক'রতে পারব না। সাবিত্রীকে এই বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত করুন
তার বিয়ে দিন—তার ছেলে মেয়ের আনন্দ কোলাহলে বাড়ী
ভরে উঠুক—আমি তাদের প্রাণ-ভরে আশীর্বাদ করবো।

পন্থ। অশোক, তোমার এই ব্যবহাব মন্তিক্ষের বিকৃতি ছাড়া আমি আর
কিছুই বলতে পারি না, আর তার জন্ম দায়ী আমি নিজে। কিন্তু
অশোক, আমার বড় আশা ছিল তুমি একদিন শোধরাবে, কারণ
তুমি বিদ্বান, তুমি মেধাবী।

অশোক। আপনার সেই আশাই বোধ হয় পূর্ণ হবে কাকা। আমার
আশীর্বাদ করুন। আর আমায় কিছু বলবেন না। আমার
কথার নড়চড় হয় না—সে তো আপনি জানেন, তা সে ভালই
হোক আর মন্দই হোক।

পন্থ : হবার নয়—হবার নয় !

[প্রহান]

অশোক। যা পারবো না, তার জন্ম যদি সকলের অভিশাপ কুড়োতে হয়—
কুড়োবো, তার জন্ম আমি কোন দিন অনুত্তাপ করবো না—
জীবনে অনেক ভুল করিছি—আর ভুলের বোঝা বাড়াবো না।
(মহামায়া ও পন্থপতিব প্রবেশ)

মহা। অশোক ! এ সব কি শুনছি ? ছেলে মানুষী করবার আর সময়
পেলে না ? ও সব খেয়াল রাখ। এত দূর এগিয়ে যাওয়া
গেছে যে এখন আর কিছুতেই—পেছুনো যায় না।

অশোক । মা । তুমি আর অহুরোধ করে আমার পাপের বোৰা বাঢ়িও না ।

মহা । একবার কি ভেবে দেখেছ, তোমার এই ব্যবহার কতখানি আঘাত দেবে সাবিত্রীর কোমল প্রাণে ? সে ছেলে মাহুষ নয় । তার বুদ্ধি হয়েছে । তোমার বাবা থেকে আরস্ত করে আজ পর্যন্ত সকলে মিলে, যে ধারণাটা তার মনে বন্ধমূল করে দিয়েছ—আজ যদি তা ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা কর, তাতে সে কি নিরাকৃণ কষ্ট পাবে একবার ভেবে দেখেছ ? অশোক ! তুমি তার অবস্থা ঠিক বুঝতে পারবে না, কিন্তু আমি জানি এ আঘাত তার পক্ষে অসহ হবে । সে বড় ভাল যেয়ে, তার চোখের জল আমি কিছুতেই সহ করতে পারব না—

অশোক । মা ! সাবিত্রীকে অদেয় আমার কিছুই নেই । কিন্তু যা আমার নয়, যার উপর আমার নিজের কোন অধিকার নেই—তা আমি কি করে দেব ?

মহা । ও সব হেঁয়ালী আমি বুঝি না, স্পষ্ট কথা বল ।

আশোক । আর কতবার বলবো মা ? আমার অবস্থা তোমরা কেউ বুঝবে না । সে বোৰাবাৰ নয় ।

মহা । ছিঃ অশোক ! তুমি একেবারে উচ্ছ্বল গেছ ।

অশোক । তাতে আশ্চর্য হচ্ছ মা ! একা বাবা যা রেখে গেছেন, তাইতো দশ পুরুষের উচ্ছ্বল যাবার পক্ষে যথেষ্ট, তার উপর মাতামহের এই অগাধ ঐশ্বর্য । এখনও যে প্রাণে বেচে আছি, এই কি যথেষ্ট নয় ?

মহা । অশোক ! এ পর্যন্ত তোমার সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করে এসেছি—কিন্তু তোমাব আজকার অপরাধ আমি ক্ষমা করবো না—এ তুমি নিশ্চয় জেন, আজ থেকে জানবো আমি

নিঃসন্তান, আমি কালই কাশী চলে যাব। তোমার মুখ যেন
আমায় আর দেখতে না হয়। আমার মৃত্যুর পরেও যেন
তোমার হাতের পিণ্ড জল আমায় গ্রহণ করতে না হয়।

পশ্চ। ছিঃ মা ও কি কথা—আপনারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!

মহা। পশ্চপতি, তুমি আজই আমার যাবার ব্যবস্থা করে দাও, আর এক
মূহর্ত্তও আমি এ বাড়ীতে থাকবো না। কি করে সাবিত্রীর
কাছে আমি এ পোড়ার মুখ দেখাব বলতো! ছেলে হ'য়ে
আমার সব সাধাই মিটেছে আর কেন!

পশ্চ। চলুন মা—চলুন, অশোককে একটু ভাবতে সময় দিন।

[উভয়ের প্রস্থান—অশোকের মন্ত পান। বাথালের প্রবেশ
ও শুষ্ঠিচ টিপিয়া আলো জ্বালিল]

অশোক। আলোটা নিভিয়ে দে রাখাল।

(রাখালের তথাকথণ ও সাবিত্রীয় প্রবেশ)

এ বিয়েতে হয়তো সাবিত্রী সুখী হবে, মা, পশ্চপতি কাকা,
চিরঞ্জীব, সকলে সুখী হবে, বাবার পরলোকগত আয়াও নাকি
সুখী হবে। কেবল সুখী হব না আমি। তা হোক—ভগবান
এতগুলো লোকের স্বর্থের বিনিয়য়—আমার নিজের সুখ বলি
দেওয়াই কি আমার কর্তব্য নয়!

সাবিত্রী। না।

অশোক। কে! কে!

সাবিত্রী। আমি।

অশোক। কে। সাবিত্রী!

সাবিত্রী। বিয়ে কথনও এক পক্ষের ইচ্ছেতে হয় না, বিশেষতঃ দুজনেই
যেখানে স্বাধীন। আমায় মতের একটা দাম আছে আমি
মনে করি।

অশোক । সত্য বল সাবিত্রী—তুমি কি আমায় বিষে করতে চাওনা ?

সাবিত্রী । না ।

অশোক । তবে এতদিন সে কথা বলনি কেন ?

সাবিত্রী । সব কেনের উত্তর পাওয়া যায় না ।

অশোক । কিন্তু আমাকে বিষে না করার কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

সাবিত্রী । যদি বলি আপনি অসৎ চরিত্র । আপনি উচ্ছৃঙ্খল । তাতে অগ্নায় হবে কি ?

অশোক । মোটেই নয় । তাতে আমি একটুকু ক্ষুক্ষ হব না । সত্য কথার সম্মান দিতে আমি জানি । কিন্তু সাবিত্রী—

সাবিত্রী । আর কিন্তুর জাল জড়াবেন না ! তাতে শুধু জড়িয়েই মরতে হবে ।

অশোক । এতক্ষণ আমার মনে হচ্ছিল সাবিত্রী—যে এই সমস্তা থেকে তুমিই আমায় মুক্তি দিতে পার । মুক্তি ও তুমি দিলে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এটা যেন আমার পক্ষে বড় বেশী । এ যেন আমার প্রাপ্য নয়—একটা প্রকাণ্ড ঝণ । শেষে খণ্টের বোঝায় তলিয়ে না যাই ।

সাবিত্রী । কিন্তু সেটা তো অনেক পরের ভাবনা ।

চিরঞ্জীব । [প্রবেশ করিয়া] কি হে অন্ধকারে বসে কেন । এঁয়া এ কে ! সাবিত্রী ষে ! এ ষে দেখছি ভাষী দম্পত্তির নিভৃতে আলাপ । আরে এতে লজ্জা কি ? আমি এসব বিষয়ে খুব liberal, Happy, Happy, Happy must be ! love to live—live to love, I must sayeth the.

চতুর্থ দৃশ্য

[চন্দনাব বাধাবলভজীর মন্দির—অঘোব ও নকুড
দাঙাইয়া কথা বলিতেছে]

বৈকুণ্ঠীর গান

আঁধিব আডালে ববেন। বলিয়া স্তুতির ঘনশাম।
অঁধির হইয়া নেমেছে নয়নে নয়নে অভিরাম॥
বাতি ব ঢুয়াব বন্ধ বলিয়া
প্রাণে প্রাণে আজ হৃদয় ভবিয়া
মোব মন মধ্যবনে হে লৌলা কিশোব, একি লৌলা অবিরাম॥

[প্রস্তাব]

অঘোব। তুমি যাই বল নকুড়—আমি বিশেষ আশা দেখছি না।
নকুড়। মাগীকে কত করে জানালুম। ওর সেই এক কথা, বলে—
“আমি তো যাচ্ছিই—ওর আর সর্বনাশটা কেন করে যাই”।
অঘোব। সত্তি নকুড়, মেঘেটা যেন ঠিক আমাৰ যুগ্ম্যই ছিল। বেশ বড়-
সড়, সংসারটা আমাৰ ঠিক চালাতে পাৱত। সেই জগ্নেই ভাই
আমাৰও একটু জেদ চেপেছে। আৰ সাধে ভাই কি বিয়ে
কৱতে চাইছি, ছেলেটা যে মানুষ হল না—
নকুড়। দাদা, তুমি বিয়ে কৱলে কিন্তু মতি গয়লানী বড় ছঃখু পাৰে।
অঘোৱ। আৱে দুৱ দুৱ, কি যে ছাই বল !
নকুড়। যাক, আশা কিন্তু আমি এখনও ছাড়িনি—ক'দিন নিশীথ ওদেৱ
থবচ জোগাবে ? মামাৰাড়ীমুখো আৱ বাছাধন হ'তে
পাৰচেন না। যা চাল চেলেছ ।
অঘোৱ। কিন্তু ভাবছি নকুড় একটা মেয়েৰ জন্ম এতটা কৱা—

নকুড় । তুমি কিছু মাত্র ভেবনা দাদা । কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলেনা—
অঘোর । দেখ ভাই—তোমার হাত ষশ, আর আমার কপাল,—তুমি
কলকাতায় যাচ্ছ কবে ?

নকুড় । কই আর যাওয়া হল, ম্যানেজার বাবু চিঠি দিয়েছেন এখন যেতে
হবে না—বিয়ে বোধ হয় পেছিয়ে গেল ।

অঘোর । তার মানে ?

নকুড় । কে জানে, ও মাতালের কাণ্ডই আলাদা—মতের কি কিছু ঠিক
আছে ! এই দেখ দাদা ! মায়া এ দিকেই আসছে । বোধ
হয় পূজো দিতে আসছে ।

অঘোর । আমি সরে পড়ি— ।

নকুড় । লজ্জা কি— । দাঢ়াও না ।

অঘোর । না ভাই, তুমি থাক, আমি একটু আড়ালেই যাই ।

[অস্থান]

(মায়াৰ প্ৰবেশ, হাতে পূজাৰ সামগ্ৰী)

নকুড় । কি মা পূজো দিতে এসেছ ?

মায়া । ইঁয়া ।

নকুড় । তোমাৰ মাকে চণ্ডীপুৱেৰ বসন্ত কৰৱেজকে এনে দেখালে
হ'ত না ?

মায়া । বুড়ো কৰৱেজ মশাই দেখছেন ।

নকুড় । তাতো দেখছেন জানি—কিন্তু শুধু তার ভৱসায় রেখে দেওয়া কি
ভাল ? তোমাৰ বাবা স্বর্গে গেছেন, আমায় ছেট ভাইয়েৰ
মতন দেখতেন বলেই বলছি । বসন্ত কৰৱেজেৰ নাম ডাক আছে ।

মায়া । তাকে আবৰার মতন পয়সা তো আমাদেৱ নেই—।

নকুড় । অঘোৱদা আমায় সেই কথাই থানিক আগে বলছিলেন, টাকাৱ
দৱকাৰ থাকলে তিনি দিতে রাজী আছেন । এ সব বিষয়ে

হাতটা ওঁ'র খুব দরাজ। বলতো আমি তাকে বলিগে। মা !
মার চেয়ে জগতে বড় আর কেউ নেই। তার চিকিৎসার জন্ম
টাকা ধার করতে লজ্জা কি ? আর অঘোরদা কিছু টাকাটা
ফেরৎ চাইতে পারবেন না !

মায়া। না টাকার দরকার হ'বে না।

নকুড়। বুঝেছি মা। তুমি এই নিশ্চিথ বাবুর পরামর্শে চলেছ। যাক,
তোমার মা সেরে উঠলেই ভাল। আমাদের একধাৰ বলা
উচিঃ—তাই বল্লম। শোনা না শোনা তোমার ইচ্ছে। তবে
একটী কথা বলে যাই মা—তোমার মত যদি কখন বদলায়
আমায় খবর দিও। আসি মা।

[প্রস্থান]

[মায়া মন্দিবে উপবে উঠিল]

মায়া। পুরুষ মশাই। পুরুষ মশাই—

(পুরহিতের প্রবেশ)

পুরো। কি মা।

মায়া। মা পূজো পাঠিয়ে দিয়েছেন।

পুরো। রেখে যাও মা। আমি পরে প্রসাদ পাঠিয়ে দেব।

[পুরহিতের প্রস্থান]

[শায়া প্রণাম কবিয়া সিঁড়ি দিয়া নৌচে নামিল, যশোদা ও
কান্ত্যায়নী কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ কবিল]

যশোদা। হাড় জালিয়ে খেলে ভাই। এক দণ্ড যদি বাড়ী ধাক্কে !

কোথায় পড়ে মরবে না কি হবে—

কাতা। মায়া যে লো ! এখানে একলা কোথায় এসেছিলি ?

মায়া। পূজো দিতে।

কাত্যা । ঠাকুর মশাই পূজো নিলেন ? না : আর বাপু জাতজন্ম রইল
না । কি লো চললি যে । অহঙ্কারে চোখে কানে দেখতে
পাস্বন্দী দেখছি ।

মায়া । মা বাড়ীতে একলা আছেন ।

কাত্যা । কেন ? নিশ্চিত কোথায় গেল ?

মায়া । কবরেজ মশাইয়ের কাছে ।

কাত্যা । বলিহাবি ছেলে বাবা নিশ্চিত । অন্ত মামাকে ফেলে রেখে
পরের সেবা করছেন । ঘেন্না নেই, পিণ্ডি নেই, পরকালের
ভয় নেই—একটা মেয়ের পেছুনে ছুটে বেড়াচ্ছে ।

যশোদা । ছুঁড়ি মন্ত্র জানে যে ।

কাত্যা । যা বলেছিস্ । এত সব শিখলি কবে লো ? একেবারে
জলজ্যান্ত ভেড়া বানিয়ে রেখেছিস্ । যা কর বাছা গ্রামের বাইরে
গিয়ে করলে ভাল হয় না ? বলি গ্রামে তো আরও পাঁচটা
মেয়ে আছে—তারা এসব দেখলে কি শিখবে ?

মায়া । আপনারা কি মনে করেছেন ? আমি কোন উত্তর দিচ্ছি না বলে
কি আমায় যোবা মনে করেছেন ?

যশোদা । ওলো সরে আয় ! যে রকম ফোস করে উঠেছে—ছোবল না
মেরে বসে ।

কাত্যা । বেশ বাছা বেশ । চল লো যশোদা । পরের কথায় আমাদের
ধাকন্দার দরকার নেই

[উভয়ের প্রস্থান]

মায়া । [অশ্রুভারাক্রান্ত] উঃ আর যে সহ করতে পারি না । ভগবান !
আর জন্মে কি এমন অপরাধ করেছিলুম—

[মন্দবেব সোপানে এলাইয়া পড়িল, সেই সময় পুনবায়
পুরাণের প্রবেশ]

পুরো । এখনও যাওনি মা ? একি কাদছ ! দেখ দিকিন পাগলা
মেয়ের কাণ ! অস্ত্র কি কারুর কথন করেনা ? তার জগ্নে
এত ভাবনা কিসের ? যাও মা যাও, বাড়ী যাও । মা একলা
বলয়েছেন ।

(নিশ্চিথের প্রবেশ)

এই যে নিশ্চিথ এসেছ ! মায়াকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও বাবা ।
আমি যাই ডুবটা দিয়ে আসি । পূজো হ'য়ে গেলে আমি নিজে
গিয়ে পেসাদ দিয়ে আসব । তোমার কোন ভাবনা নেই মা ।
আমি রোজ তোমার মার নাম করে ঠাকুরের পায়ে তুলসী
দিচ্ছি—তুমি চন্নামেত্র নিয়ে যেও । রাধাবল্লভজী নিশ্চয়ই দয়া
করবেন ।

[প্রস্থান]

নিশ্চিথ । চল মায়া । ঠাকুরের কাছে কাদলে ঠাকুরের দয়া হবে কি না
জানি না । তবে রোগীর যে ওষুধ পথ্য থাওয়া হবে না এটা
আমি নিশ্চিত বলতে পারি ।

মায়া । নিশ্চিথ দা ! তুমি আমাদের ছেড়ে আজই চলে যাও ।

নিশ্চিথ । [স্নৈহ হাসিয়া] কেন ? আপদ মনে হচ্ছে ?

মায়া । হ্যাঁ । তোমায় যেতেই হবে । কোন দরকার নেই তোমার
আমাদের বাড়ী থাক্কবার ।

নিশ্চিথ । [হাসিতে হাসিতে] কিন্তু আমার যে থাকা ছাড়া উপায় নেই ।

মায়া । কেন ?

নিশ্চিথ । কারণ আমার আব কোন আশ্রয় নেই ।

মায়া । কিন্তু তোমাকে আশ্রয় দিতে গিয়ে আমরা যে আশ্রিতচৃত হতে
বসেছি ।

নিশ্চিথ । বেশ তো এক সঙ্গে রাস্তায় দাঢ়ান যাবে । বুর্জেছি মায়া ।

পথে মামী আৱ কাত্যায়নী ঠাকুৰণকে দেখলুম । ব্যাপারটা
বুৰতে আমায় দেৱী লাগেনি ।

মায়া । সকলে মিলে আমায় এ রূকম অপমান কৱিবে কেন ? তুমি না
এলে তো আমায় এ ভাবে বলতে পারতো না ।—

নিশ্চিথ । আমি বলচি মায়া, আমি না এলেও তাৱা এই রূকম অপমানই
কৱত । কেউ বিপাকে পড়লে মানুষ মাত্ৰেই কিছু না কিছু
না কৱে থাকতে পাৱে না । উপকাৰ কৱবাৰ পুণ্য যদি তাৰে
না থাকে—অপমান কৱবাৰ লোভ তাৱা কিছুতেই ছাড়তে
পাৱে না ।

মায়া । তুমি না এলে হয়তো মা'র চিকিৎসা হোত না—হয়তো আমৱা
না খেয়েই মৱতুম, কিন্তু এ রূকম লাঙ্গনা নিশ্চয়ই সহ কৱতে
হোত না ।

নিশ্চিথ । [গঞ্জীৱ ভাবে] আমি না এলে হয়তো অধোৱ হালদারকে এ
ভাবে নিৱাশ হোতে হোত না । আৱ হয়তো গ্রামেৱ সকলেৱ
একটা বড় গোছেৱ নেমতন্ত্ৰ জুটতো ।

[তা সয়া ফোলণ]

মায়া । আঃ । চুপ কৱ, তোমাৱ লজ্জা কৱে না—

নিশ্চিথ । মোটেই নয়, তা হ'লে এই প্ৰকাণ্ড মন্দিৱ প্ৰাঙ্গনে তোমাৱ পাশে
এসে দাঢ়াতে পাৱতুম না ।

[মায়া লক্ষ কৱল নিশ্চিথ তাঙ্গাৰ আত নিকটে দাঢ়াইয়া
আছে, সে ত্ৰিশ হহয়া সাবয়া দাঢ়াঁল]

পৃথিবীতে একজনেৱ আদেশ আমাৱ কাছে ঈশ্বৱেৱ আদেশেৱ
চেয়েও বড়—সেই মামাৰাবুৱ অনুমোদন পেয়ে—আঁশৰ্বাদ

পেয়ে—আমি সকলের কটাক্ষ লাঙ্গনাকে তুচ্ছ করবার বল
পেয়েছি।

মায়া । কিন্তু লোকে বলবে একটা তুচ্ছ মেয়ের জগ্নে—এ শুধু আসক্তি—
মোহ—

নিশ্চিথ । বল, চুপ করলে কেন ? লোকে কি বলবে তা আমিও জানি
কিন্তু তুমিও কি তাই বলবে ?

মায়া । [কিঞ্চিৎ—বিচলিত হইয়া] না ! না ! আমি তোমায় জানি ।
এই মন্দিরে দাঢ়িয়ে বলছি—

নিশ্চিথ । তবে এস মায়া—এই মন্দির দেবতাকে প্রণাম করি—, আমাদের
আসক্তিমোহ—তার চরণচোষায় অমৃতময় হ'য়ে ফুটে উঠুক ।

[প্রণাম]

— — —

পঞ্চম দৃশ্য

(অশোকের বাটি)

সাবিত্রী । রাখাল দা ! এটা ভাঁড়ার ঘরের চাবি, আর এইটা ঠাকুর
ঘরের । আর এই বিংটাতে তোমার দাদাবাবুর সব আলমারি
আর দেরাজগুলোর চাবি । বড় দেরাজটাতে সব শীতের কাপড়
আছে—সেগুলো মাঝে মাঝে রোদে দিও । মাঝারি দেরাজটাতে
শাল আর সিঙ্গের জামাচাদর আছে একটু নজর রেখ যেন না
পোকায় কাটে ।

রাখাল । [চাবি হাতে] আমি কি গুচ্ছিয়ে রাখতে পারব ?

সাবিত্রী । তুমিই পারবে রাখাল দা—আর কেউ কি তোমার মত ষড়
ক'রে সব দিক দেখবে ? রাধুনি বামুনদের আমি অনেক করে বলে
গেলুম—তুমিও এক একবার নজর রেখ । তুমি তো জান
তোমার দাদাবাবু কি খেতে ভালবাসেন না বাসেন ।

রাখাল । [প্রায় কানিয়া ফেলিল] দিদিমণি ! তোমার কি না গেলেই
নয় ? মা চলে গেলেন, তুমিও চলে যাচ্ছ—তার অত্যাচারের
মাত্রা যে আরও বেড়ে যাবে দিদিমণি ।

সাবিত্রী । রাখাল দাদা ! আমার কথা ছেড়ে দাও—মা থেকেও তো তার
অত্যাচারের মাত্রা এতটুকু কমাতে পারেন নি ।

রাখাল । যা ভাল বোৰ কৱ । আমি বুৰুব তোমৱা সবাই মিলে আমার
দাদাবাবুকে শাস্তি দিচ্ছ—আর সে মাথা পেতে তাই মেনে
নিছে । কিন্তু দিদিমণি ! আমার তো মনে হচ্ছে তোমৱাও
ৱেহাই পাবে না, বতটুকু শাস্তি তোমৱা তাকে দিচ্ছ তার, সবটাই
ফিরে তোমাদেরই লাগবে ।

সাবিত্রী । [অঙ্গ সংবরণ করিয়া] কি আশ্চর্য ! কি যে তুমি বকছ ?
একবার মামাবাড়ী যেতে কি কারুর ইচ্ছে করে না ?

রাখাল । দিদিমনি ! যতই আমার কাছে লুকোও না কেন, তোমার চোখের
জল তো লুকুতে পাচ্ছ না । বুড়োর একটা কথা ভেবে দেখ—তিন
বছরেরটা এ বাড়োতে এসেছিলে—তখন এই রাখালই কোলে
পিঠে করে মানুষ করেছে—আর আজ যদি বড়ো বয়সে সেই
হাত ছুটোর সমস্ত জোর দিয়ে তোমার পা ছুটো চেপে ধরি—
তা ছাড়িয়ে যেতে পারবে ?

সাবিত্রী । রাখালদা । মামাবাবুকে খবর দিয়ে আনিয়েছি ; এখন আর
আমায় বাধা দিও না । যাবার সময় চোখের জল ফেলে আমায়
কষ্ট দিও না ।

রাখাল । তবে ষাও । আর কষ্ট দেব না ।

সাবিত্রী । আমি হয়তো শীগুরই চলে আসবো । এ ক'টা দিন তুমি একটু
দেখ শুন—যেন তোমার দাদাৰাবুর কোন রকম কষ্ট না হয় ।

[বাখালেব প্রস্থান]

[চোখের জল মুছিয়া] আর একটু হলেই আমার সব সঙ্গম
ভেসে যেতে ।

[কগ্নসন তটল]

[অঙ্গ দিক দিয়া ব্যস্তভাবে চিনঞ্জীবেব প্রবেশ]

চিৱ । হ্যারে সাবি । তোৱ ব্যাপার কি ? তুই কি সত্যিই যাবি মনে
কৱেছিম্ নাকি ?

সাবিত্রী । তোমার কি এখনও অঙ্গ কিছু মনে হয় নাকি ?

চিৱ । বেশ যা, কিন্তু দু'পাচ দিনেৱ মধ্যেই ফিরে আসবি—সেখানে
ভয়ানক ম্যালেরিয়া ।

সাবিত্রী । ফিরে আসবো বলে যাচ্ছি না দাদা ।

চির । এঁয়া তুই বলিস্ কি ? তুই বুঝি মনে করেছিস্ সেটা খুব একটা
রমণীয় স্থান Eden garden কি Botanical garden এই রকম
একটা কিছু—।

সাবিত্রী । কিন্তু সেই ধানেইতো আজীবন কাটাতে হোত, যদি না এ
বাড়ীতে আশ্রয় পেতে ।

চির । তা হয়ত হতো । কিন্তু তাই বলে পাওয়া আশ্রয় ছেড়ে আবার
সেইখানে ফিরে যেতে হবে—এ কথার ভেতরে কোন Logic
নেই ।

সাবিত্রী । দাদা ! তুমি মূর্খ নও—লেখাপড়া শিখেছ এখনও নিজের পারে
দাঢ়াবার চেষ্টা কর । তোমায় উপদেশ দেওয়া আমায় ভাল
দখাও না, কিন্তু তবুও বলি, বড় লোকের মোসাহেবী ছেড়ে
দিয়ে মানুষ হবার চেষ্টা কর ।

চির । আরে সেই চেষ্টাই তো করছি, সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেছে—
এখন শুধু কাজে হাত দেওয়া বাকী । এক বছর বাদে দেখবি
খবরের কাগজের পাতায় পাতায়—আমার ছবি—বড় রাস্তা,
অলিগলি সব আমার নামে ছেয়ে গেছে—ছেলে বুড়ো, মেয়ে
পুরুষ সকলের মুখে আমার নাম, আর টাকা ? শ' থেকে হাজার,
হাজার থেকে লাখ, লাখ থেকে কোটি—এই রকম লাফিয়ে
লাফিয়ে আমার আয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকবে । তখন দেখবি
এই রকম দু'চারটে অশোক চৌধুরীকে আমি কিন্তে পারব ।

সাবিত্রী । দাদা ! তোমার কিছু বলা বুথা । শুধু অনুরোধ যে জ্যাঠামশাঈ
আমাদের এক রকম রাস্তা থেকে এখানে এনেছিলেন—তার
স্বাগ এভাবে শোধ ক'র না । অশোকদাকে মানুষ হ'তে সাহায্য
না ক'রে তাকে আরও পাঁকে টেনে নিয়ে যেও না ।

চির। You ! You ! You ! You ! That defamation,
That Sedition ; আমি তাকে পাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি ?

সাবিত্রী। হ্যাঁ তুমি। অন্ততঃ তুমি যে তাকে অনেকখানি বাঁচাতে পারতে
একথা ঝুঁক সত্য। আমার এখান থেকে চলে যাবার অনেকটা
কারণ তুমি। তোমার বাবহার যে নিয়ত আমায় কতখানি কষ্ট
দেয়, তা তুমি বুঝতে পারবে না। সে শক্তিও তোমার নেই।

চির। সাবি তোর মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। আসল কারণ
লুকিয়ে তুই আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিস্, কিন্তু এতে আমি
অশোককে মোটেই দুষ্টে পারছি না। সে তো আব ছেলে
মানুষটী নয় যে, আত্মীয় স্বজনে যাকে পছন্দ করে দেবে, তাকেই
তার বিয়ে করতে হবে। অগাধ তার ঐশ্বর্য। সে যদি একটি
ইউরোপিয়ান, কি এ্যামেরিকান, কি জাপানী বা সায়ামী মেয়ে
বিয়ে করতে চায়, কিংবা একেবাবে বিয়ে করতে না চায়, তাতে
তাকে একটুও দোষী করা যায় না।

(বাগালেব প্রবেশ)

রাখাল। গাড়ী তৈরী। মামাবাবু ডাকাডাকি করছেন।

সাবিত্রী। যাই রাখালদাদা। দাদা ! তোমায় অনেক কিছু বল্লুম। দোষ
নিও না। আমায় ক্ষমা কর। [শব্দাম ফর্দিঙ]

চির। আরে না, না। দোষ নেব কি ! তোর যে বলার অধিকার
য়য়ে গেছে ! ছেটি বোন হ'য়ে জন্মেছিস্—ছেলে বেলায় তোর
অনেক আবদার সহ করেছি—আর আজ যদি তোর স্নেহের
অত্যাচার একটু আধটু সহ না করব—তা হলে যে আমার
বড় ভাই হয়ে জন্মাবোই বৃথা হয়ে যাবে রে। কিন্তু সাবি—

[তাহার হাত দখানি দিয়া সজোবে ঝাকি দিয়া]

ফিরে আসিস্—ফিরে আসিস !

(ব্যস্ত ভাবে পঙ্কপতির প্রবেশ)

পঙ্ক । বড় এসে পড়েছি, মনে করলুম ষাবার সময় বুঝি আর মার সঙ্গে
দেখা হ'ল না । চল মা, তোমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি—
কিন্তু মা বেশোদিন থাকা সেখানে হবে না । মাস খানেকের মধ্যে
আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসবো ।

সাবত্তৌ । [জড়িত হবে] কাকাবাবু—

[পঙ্কপতিকে প্রণাম করিল]

পঙ্ক । এস মা এস, বাজ্রাণী হও, জয়নারায়ণদার দেওয়া নাম তোমার
সার্থক হোক —আর কি বলব—এস । [তাহাকে ধরিয়া লইয়া
দুবজার দিকে অগ্রসর হইল] ওরে বাথাল, সব জিনিষপত্র
গাড়ীতে তুলে দিয়েছিস তো ?

বাথাল । দিয়েছি । এক ; দাঁড়াও দিদিমণি । পাশের ধূলোটা একবার নি ।

[সাবত্তৌকে প্রণাম করিল, উভয়েই কাঁদিয়া ফেলিল]

পঙ্ক । আমরা ! বেটা কানে দেখ, বুড়ো হয়ে মরতে চলল তবুও চোখের
জল একটুও কমল না । এস মা এস ।

[পঙ্কপতি সাবত্তৌকে ধানযা বাহিব হইয়া গেল—পিছনে
পিছনে বাথাল চোখ মুছিতে মুছিতে চালিয়া গেল ।
চিবঞ্জীব স্থিব হইয়া থানিক দাঁড়াইয়া বহিল, পবে
একটা সগাবেট জ্বালাইল—Radioটীব Switch
যুবাইয়া দিল—গান হইতে লাগিল । চিবঞ্জীব থানিক
পায়চাবী কবিয়া একটা সোফায় গা এলাইয়া দিল—
বাথাল এক কাপ চা আনিয়া সম্মুখে বাথিয়া দিল]

বাথাল । চা এনেছি ছোট দাদাবাবু—ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ।

চির । [হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া] আনলেই খেতে হবে নাকি ? খাব না,
নিয়ে যা । [বাথাল চায়ের কাপ উঠাইয়া লইয়া চলিল]

রাখাল। নিয়ে যাচ্ছিস্ যে ? থাবনা বললে আর একবার
ভাল ক'রে বলতে নেই বুঝি ?

[বাখাল চায়ের কাপ বাখিয়া দিল]

রাখাল। কেন বলব ? পাক না সবাই মিলে আইবুড়ো কাটিক হয়ে, যেমন
তুমি আর তেমনি বড়দাদাৰাবু। চাকর বাকর দিয়ে এৱ চেয়ে
বেশী আর হবে না—তা বলে দিচ্ছি। আজ বড় দাদাৰাবু
আস্তুন, আমি তাকে স্পষ্ট বলে দেব—তাতে আমাকে রাখুন আর
না রাখুন, বড় বয়েছি গেল।

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। কি রে কি অত চোচ্ছিস্ কেন ?

চিৰ। রাখাল আর চাকবী কৱবে না।

অশোক। তাই নাকি বে !

রাখাল। হ্যা তাই।

অশোক। বটে ! তবে তো একটা ভালগোছের Farewel party-ৰ
আয়োজন কৱতে হবে, ফুলের মালী চাই। একটা বিদায়
সন্তানণ সিক্কের কাপড়ে ছাপানো, কপোৱ ক্ষেত্ৰে বাধানো—আর
চাই সোনাব Cachet, তাতে থাকবে একটা হৱি নামেৰ মালা,—
আৱ একটা কুপোৱ ছ'ফে কচকে, কি ব্যনিস্ :

রাখাল। ঠাট্টা তামাসা রাখ বাবু। দেখ না—চা এনে দিলুম—বললে
থাব না, নিয়ে যাচ্ছি তাতেও রাগ। বলে আৱ একবার
বলতে নেই বুঝি ? তাই তো রাগ হল। বিয়ে কৱে বৌ ঘৰে
আনো যে দৱদ কৱবে। চাকর বাকৱেৱ কাজ এই রকমই হয়।

অশোক। কে বললে তুই চাকর ? মুখেই না হয় বলিনি মনে মনেতো
জানি যে তুমি আমাৱ মামা হও—বছৰ বছৰ যা তোকে ভাই
ফেঁটা দেৱ।

রাখাল। [রাগিয়া] মামা হই। ছাই হই। তা যদি হতুম তা হলে
কি আমি সহজে ছাড়তুম, আচ্ছা করে ধরে বেঁধে—
অশোক। কি কষিয়ে দিতে? সেইটারইতো অভাব রয়ে গেছেরে।
নইলে মানুষ হতুম।

রাখাল। মারতে ঘাব কেন? তোমাদের দু'জনের একটী একটী ক'রে
বিয়ে দিয়ে দিতুম—তারাটী ও ভারটা নিত।

অশোক। এঁয়া মোটে একটী একটী ক'রে? পেরে উঠত না রাখাল,
পেরে উঠত না।

রাখাল। আমিতো আব পেরে উঠ্ছি না! তোমরা অন্ত ব্যবস্থা দেখ।
আমারও বয়েস হয়েছে।

[অস্থান]

[অশোক খানিক স্তুতি হইয়া বহিল পরে চিরঙ্গীবের
নিকট গেল]

অশোক। চিরঙ্গীব! তুইও বোধ কর খুব বাগ করছিস?

চির। কেন? রাগ করতে ঘাব কেন?

অশোক। সাবিত্রীকে বিয়ে করলুম না বলে?

চির। Not in the least, মোটেই নয়। জন্ম মৃত্যু বিয়ে, এই তিনটে
জিনিষই মানুষের ইচ্ছের বাইরে। তাতে রাগের কথা কি
থাকতে পারে? বরঞ্চ আমি মনে করি বিয়ে একটা অনাবশ্যক,
বাহ্যিক, অনুত্ত: পুরুষের পক্ষে—আর তার যদি যথেষ্ট টাকা থাকে।

অশোক। থাক গে। তারপর সাবিত্রী কবে ফিরবে বলে গেল?

চির। কে জানে! বলেতো গেল আর এখানে ফিরবে না।

অশোক। আর ফিরবে না? তার মানে?

চির। পাগলামী, পাগলামী। মনে করেছে সেখানে গিয়ে খুব সুখে
থাকবে।

[অশোক পায়চারী কবিতে লাগিল]

অশোক। চিরঞ্জীব ! তাকে কিন্তু আন্তে হবে যত শীত্র হয় ।

চির। ছ'চা'র দিন গেলেই মামাৰাড়ীৰ থাকাৰ আনন্দটা হাড়ে হাড়ে
বুৰ্তে পারবে—তাৰপৰ নিজেই আসতে পথ পাবে না ।

অশোক। না, না, তাৰ নিজেৰ উপৰ আমি নিৰ্ভৱ কৰতে পাৰব না ।
তোকেষ্ট তাকে আন্তে হবে, কোন ওজৱ চল্বে না ।

চির। বেশ, বেশ, তাই হবে । তাৰ জন্তে এত ভাৰনা কি ! বেৱোবে
না, না ? আচ্ছা আমিহি তবে আসি ।

[চিৰঞ্জীবেৰ প্ৰস্থান]

অশোক। [উত্তেজিত ভাবে পায়চাৰী কৱিতে কৱিতে] দোষ কাৰ ?
আমাৰ ? সত্যিই কি তাৰ উপৰ অবিচার কৱেছি—
[ধৌবে ধৌবে পশুপতি প্ৰবেশ কৰিল]

কে ?

পশু। আমি ।

অশোক। কাকা, সাবিত্ৰীকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন, কবে আস্বে
কিছু বললে ?

পশু। সহজে যে আসবে এমনতো মনে হল না. এখান থেকে যাবাৰ
সময় আমাৰ মনে হয়েছিল বৰি সথ কৱে ছ' পাঁচ দিনেৰ জন্তে
বেড়াতে যাচ্ছে কিন্তু ট্ৰেনে তুলে দিয়ে আমাৰ সে ধাৰণা
উল্টে গেল ।

অশোক। আসবে না ? তাৰ মানে ? নিয়ে এলেও না ?

পশু। বোধ হয় না । অন্ততঃ সহজে সে যে আস্বে না—এ ঠিক ।

অশোক। আসবে না ! আচ্ছা, এখন যান । রাখালকে একবাৰ ডেকে
দেবেন ।

[পশুপতি নীববে দাঙাটয়া বাহিল]

কি ? আৱ কোন দৱকাৰ আছে ?

পশু। অশোক ! এবাৰ আমায় ছুটি দাও ।

অশোক । কতদিনের জগ্নে ?

পশু । বরাবরের জগ্নে । আর পেরে উঠছি না ।

অশোক । বেশ । চাবিটা দিয়ে যান ।

[পশুপতি চাবি দিল]

পশু । কাগজপত্র, হিসেব টাকা সবই বুঝে নেওয়া দরকার ।

অশোক । আমার সময় হবে না, বিপিনকে বুঝিয়ে দেবেন । আর মাইনেটা আপনি বাড়ী বসেই পাবেন । যাবার সব ব্যাবস্থা হয়ে গেলে, আমায় একবার জানাবেন ।

[পশুপতি চুপ কবিয়া দাঢ়াটিয়া বাঞ্ছিল]

কি কাক ! চুপ করে দাঢ়িয়ে আছেন ভাবছেন আমি কি অক্ষতজ্ঞ না ? থাকবার জগ্ন পেডাপিডি করলুম না । একটা শুক্রবো অনুরোধ পর্যন্ত নয়—কি পাষণ্ড আমি, নয় ? কাক ! যার নিজের মা সন্তানকে ছেড়ে চলে যায়—মুখ দেখবার ভয়ে, তার ভাগ্যে আপনারা চলে যাবেন এ আর বেশী কথা কি ? দেখেছেনতো মা যাবার দিনে আধ ঘণ্টার উপর ট্রেনের জানালা ধরে দাঢ়িয়ে রাইলুথ—একটা কথাও মা বললেন না—প্রণাম করলুম—একটা অশীর্বাদ পর্যন্ত করলেন না, আর আপনারা মাইনে নেন বলে আপনাদের কাছ থেকে এতখানি আশা করব যে ঐ ক'টি টাকার জগ্নে এই দুর্বল ভারটা আপনারা চিরকাল বয়ে বেড়াবেন ? তা হয না কাক ! যার যা শাস্তি তাকে তা নিতেই হবে । সাবিত্রী চলে গেল—কি করতে পারলুম, যদি আর নাই আসে, তারও হয়তো কিছুই করতে পারব না, কানুন, বিরুদ্ধে আমার আজ আর কোন অভিযোগ নেই ।

[পশুপতি অশোকের হাত হইতে পুনরায় চাবী লইল]

পন্থ । [তাহার কণ্ঠ প্রায় কুকু হইয়া আসিয়াছে] পারব না, অশোক ।
বোধ হয় তোমরা যতক্ষণ না কাধে করে এ বাড়ীর বার
করছ—ততক্ষণ এ বাড়ী ছাড়তে পারব না—

[প্রস্তান]

অশোক । মা চলে গেলেন—সাবিত্রীও চলে গেল—এরাও সব যাক না ক্ষতি
কি ? [মন্ত পান] এক নিমিষের দেখা । আমি যে কিছুতেই
তার চিন্তা মন থেকে সরাতে—কিন্তু সত্যিই কি আমি এত দুর্বল
হোৱে গেছি । তাকে পাবার নেশা যেন আমায় পেয়ে বসেছে ।
তাকে আমাব চাই-ই কিন্তু কেমন করে ? শেষে কি ? না, না,
না, তা হয় না—তাতে শুধু তার দেহটাই পাব—না আব ভাবতে
পারি না, [মন্ত পান] রাখাল—রাখাল !
(নেপথ্য রাখাল বিরক্তি ভরে জবাব দিল) কি ?

অশোক । রাখাল ! রাখাল !

(বাখালের প্রবেপ)

রাখাল । কি ? কি ? কি বলছ ?

অশোক । কখন থেকে ডাক্ছি ।

রাখাল । আমি একলা কত দিকে যাব । সবাই মিলে আমায় পাগল ক'রে
তুললে । রাধুনি বামুন বলে এ দাও, সে দাও । ঝিঙুলোও
হয়েছে তেমনি—বলে এ কোথায়, সে কোথায়, ওদিকে পুরুত-
ঠাকুর চেঁচাচ্ছে বলে ঠাকুর ঘরের সন্ধ্যাবাতির যোগাড় কই—
আমায় সবাই মিলে একদিনেই—পাগল করে দিলে ।

অশোক । আমিওতো মেই জগাই ডাক্ছি । বেরুব—একখানা চাদর বের
ক'রে দে ।

রাখাল । এই শাথ । আবার এক গঙ্গোল । এখন কোথায় কি খুজে
পাই [চাবির তাড়া বাহির করিয়া] শাক দিকিনি চাবি কি ছাই

একটা ! কোন চাবিতে কি খুলবে কে জানে, আর কোথায় বে
কি আছে দিদিমণি তো বলে গেল, কিন্তু সব যে গুলিয়ে যাচ্ছে ।
কি আপদ ! না দাদাৰাবু আমি এ সব পারব না ।

অশোক । না পারিম—তুইও চলে যা ।

রাখাল । যাবইতো । যাবইতো । যাব না তো শেষকালে পাগল হয়ে
থাকবো ?

অশোক । বেশ সরকার মশাইয়ের কাছে মাইনে বুঝে নে—আর পথ খুচ,
কিছু বেশী করে নিম—

রাখাল । দাদাৰাবু ! ও সব পাগলামি রাখ, দিদিমনিকে ফিরিয়ে আন ।

অশোক । বেশতো যানা, আমি কি তাকে তাড়িয়েছি ?

রাখাল । তুমই তো তাড়ালে, যাওনা বললে বুঝি তাড়ান হয় না ।

অশোক । বেশ, তুই তাকে নিয়ে আয়—কালই যা ।

রাখাল । সে আমি গেলে হবে না । তোমায় যেতে হবে । তুমি একবারটা
গেলে তাৱ সাধ্য কি না এসে পারে । আমাৱ কথা রাখ
দাদাৰাবু । তুমি একবারটা যাও । যাবাৰ সময় তাৱ চোখেৰ জল
তো দেখনি । আৱ সে চোখেৰ জল যে তোমাৱ জন্মে তাকি
আমাৱ বুৰতে বাকি থাকে ! গাড়ীতে উঠেও মুখ বা'ৱ ক'রে
ক'রে তাৱ চোখ ছুটো শুধু—তোমায়ই পঁজছিলো—সবাইকে
ফাঁকি দিলেও আমাৱ চোখ এড়িয়ে যেতে পাৱে নি ।

অশোক । রাখাল—রাখাল !

[নজেকে সংববণ কবিবাব চেষ্টা কৰিতে লাগিল]

রাখাল । মা আমাৱ হয়তো অশোক বনে সৌতার মত অৰোৱাৰ ঘৰে কাদছে ।
এত বড় দাগা তাকে দিও না দাদাৰাবু । তুমি যাও, তুমি যাবে
মনে কৱেই—সে পথ চেয়ে বসে আছে যাও ! লক্ষ্মীটা যাও ।

অশোক । রাখাল চুপ কৱলি ?

রাখাল। বাড়ী যে অঙ্ককার হয়ে গেল। তোমার কি ইলেক্ট্ৰিকেৱ কৰ্ম
এ বাড়ী রোশনাই কৰে। মা যে আমাৱ একাই বাড়ী থানা
আলোয় আলো কৰে থাকতো, যাও দাদাৰাবু—যাও। কথা শোন
বুড়োৱ ভিক্ষে পায়ে ঢেল না।

অশোক। রাখাল। রাখাল! তাৱ আগে তুই আমায় পাগল কৱলি
দেখছি, বেৱো' হতভাগা, পাজি কোথাকাৱ।

[পা ছাড়াইয়া প্ৰস্থান]

ବିତୀର ଅଙ୍କ

ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ

[ଅଶୋକେବ କଙ୍କ । ଏକଥାନି ଇଜି ଚେହାବେ ସେ ଶୁଇଯା
ଆଛେ କୋମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷଳେ ଢାକା—ପାଶେ ଏକଟୀ
�ୋଟ ଟିପ୍ପେ ଏକ ଫ୍ଲାସ ମଦ ବହିଯାଛେ । ଅଶୋକକେ
ଦେଖିଲେ ବେଶ ଅସୁନ୍ଧ ମନେ ହୁଯ । ବାଖାଲ ଏକଟୀ ଶିଳ୍ପି
ହତେ ଓସୁଥ ଢାଲିତେଛିଲ

ଅଶୋକ । ରାଖାଲ ! କି କରାଇଁସ ।

ରାଖାଲ । ଏହି ଓସୁଥଟା ଢାଲାଇ, ଦେଖିବୋ ଦାଦାବାବୁ ଠିକ ଢାଲା ହେବେ କି ନା ।
ଅଶୋକ । ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଓ ଓସୁଥେ ଆର କି ହବେ ? ତାର ଚେମେ ବଡ଼ ଓସୁଥ
ଥାଇଁ ଥେ ।

ରାଖାଲ । ଦାଦାବାବୁ ! ଓ ମବ ଥାଓଁ ଛେଡେ ଦାଓ । ଶୁଣିଲେତୋ ଡାଙ୍ଗାର
କି ବଲେ ଗେଲ—ଏବାର ଅସୁଖ ହଲେ ଆର ତୋମାଯ ବାଚାନ କଠିନ
ହବେ, ଓ ଛାଇ ଆର ଛୁ଱ୋନା ।

ଅଶୋକ । ରାଖାଲ ଆମି ଜେବେ ଶୁନେ ବିଷ ଥାଇଁ, ତାତେ ସଦି ଆମାର ମୃତ୍ୟୁ ହସ୍ତ
ଆମାର କୋନ ହୁଅ ହବେ ନା ।

ରାଖାଲ । କଥା ରେଖେ ଏଥିନ ଓସୁଥଟା ତୋ ଥାଓ ।

ଅଶୋକ । ଦେ । ଆଜ କାହାର କଥାଇ ଠେଲବ ନା [ଓସଧ ପାନ] ରାଖାଲ !
ଆମି ଦିଲକତକେବ ଜନ୍ମ ବାଇରେ ସାବ ମନେ କରେଛି—ତୁହି ସଙ୍ଗେ
ଥାବି ?

ରାଖାଲ । କେବ ସାବ ନା ? ଆମି ନା ଗେଲେ ତୋମାର ସଙ୍ଗେ ସାବାର ଆର କେ
ଆଛେ ? କୋଥାର ସାବେ ଭାବାଛ ? ପଞ୍ଚିମେ କୋଥାଓ ?

অশোক। না, বেশী দূরে কোথাও নয়, চল চলবাতে যাই সেইখানে কাছারী
বাড়ীতে দুজনে থাকব। কোন গোলমাল থাকবে না কেবল
তুই আর আমি—তারপর একদিন যদি ভগবান বছুর কাজই
করেন তুই খুব খানিকটা কাদবি! তবু জানব আমার জগে
কাদবার লোক অগুতঃ একজনও আছে।

রাখাল। ছিঃ! কি যে বল, এখনও মা ঠাকুরণ বেঁচে আছেন।

(চিরঞ্জীবের প্রবেশ)

চির। এখন কেমন বোধ হচ্ছে?

[বাখালের প্রস্তান]

অশোক। ভালই! চিরঞ্জীব, সাবিত্রীকে চিঠি দিয়েছিস্ তাতে লিখেছিস
যে আমার অসুখ?

চির। লিখেছি। আর পশুপতি কাকা তো সব দেখে গেছেন—তিনিও
নিশ্চয়ই সব বলবেন।

অশোক। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে সে আসবে না। চল, আমরা দুজনে যাই।

চির। পশুপতি কাকা ফিরে না আসা পর্যন্ত দেখা যাক, তারপরে নিশ্চয়ই
যাব। যদি এখানে আসতে সে না চায়, যেখানে থেকে সে স্থৰ্থী
হবে মনে করে—তাকে নিয়ে সেইখানেই থাকব। আমার হৃদয়ের
এতটা সে দখল কবে বসেছিল। আমি এতদিন বুবতে পারিনি।

অশোক। চিরঞ্জীব, সাবিত্রী এখানে আসতে না চাওয়ার একমাত্র কারণ
বোধ হয় আমি। আমি যে আবাত তাকে দিয়েছি—তা
সে কিছুতেই—ভুলতে পারছে না [মন্ত্রপান] চিরঞ্জীব! তোর
কাছে তো কিছুই গোপন নেই—কি জানি কেন আমি কিছুতেই
মায়াকে ভুলতে পারছি না। তাকে পাব না জানি, তবু সে
আমার নির্দ্রাঘ দুঃখ হয়ে থাকুক—আমার সমস্ত চিন্তার সে ছেয়ে
থাকুক—এই আশাই যেন আমাকে উন্মাদ ক'রে বেথেছে।

চির । যদি তাই হয়—তবে এ ভাবে নিচেষ্ট হ'য়ে বসে থাকায় কোন লাভ আছে বলতে পার ?—

অশোক । ভূলে যাচ্ছিস চিরঞ্জীব, যে তাকে যদি আমার পেতে হয়, তা হ'লে আর একটা হাদয় মুঁচড়ে ছিঁড়ে, তাকে নিয়ে আস্তে হয়। কিন্তু তার অস্তর্দাহ সহ করবার মত শক্তি আমার নেই—

চির । তুমি তোমার এই চিন্তার বিলাস নিয়েই থাক—আমায় ছুটি দাও।

অশোক । চিরঞ্জীব ।

চির । বোস, তুমি এখনও অত্যন্ত দুর্বল ।

অশোক । না ঠিক আছি, চিরঞ্জীব ! আমি সাবিত্রীকে বিয়ে করবো। তার দয়া আছে, সমস্ত ক্রটি সে ক্ষমা করতে পারবে। সামনে থাকবে সে, তার পেছুনে পাকিস্তুই—। গথ হাটতে হাটতে যদি পৰমায় ফুরিয়ে আসে, যেন তোদের কোলে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে পারি ।

[উত্তেজনায় হঠাত ক্লান্তি বোধ হইল ও এসিয়া পড়িল]

চির । অসুস্থ বোধ হচ্ছে ?

অশোক । না কিছু নয়, চিরঞ্জীব । যাবার ব্যবস্থা কর—আজই যাব, রাখালকে সঙ্গে নে, সবাই মিলে তাকে ধরে আনব ।

(মৃগণের প্রবেশ)

মৃগেণ । অশোক ! একটা সু-সংবাদ এনেছি হে, কি থাওয়াবে বল—
নইলে বলছি না ।

অশোক । বাজে খরচ আমি করি না—কারণ আমার সু-সংবাদ আর কিছুই থাকতে পারে না ।

মৃগেণ । বেশ । আগে বলি তারপর বল সু-সংবাদ কি না, তোমায় বলবার জগ্নে ছুটতে ছুটতে আসছি, আমার এক পিস্তুতো

ভাইকে দেখতে মেডিকেল কলেজ টাস্পাতালে গিয়েছিলুম—
সেখানে গিয়ে দেখি, ঠিক তার পাশের বেডে চন্দনাৰ সেই নিশ্চাথ
বাবুটা শুয়ে আছেন।

অশোক। এখানে ?

মৃগেণ। শোনছি না। দেখলুম সমস্ত মাথাটা ভরে ব্যাণ্ডেজ। খোজ
করে জানলুম কয়েকদিন আগে মোটরের তলায় পড়েছিলেন।

অশোক। [থানিকক্ষণ নৌববে রহিল] তার বাড়ীতে খবর দেওয়া
হয়েছে ?

মৃগেণ। কে জানে ? অশোক। Now it is your chance.

[চিবঞ্জীব ঘৃণা বাঞ্জক দৃষ্টি দিয়া চলিয়া গেল অশোক
তাহাৰ দিকে একবাব দেখিল]

এইবার ঘটকালী কৱবীর হৃকুম দাও, দেখ কাজ ফতে কৱতে
পারি কি না ?

অশোক। মৃগেণ ! আজ আমি একটু অসুস্থ তুই আৱ এক সময়
আসিস্ ভাই, কথা কওয়া যাবে [মন্ত্রণালয়] ।

[মৃগেণেৰ প্ৰস্থান ।

[অশোক উত্তু মন্ত্রক্ষে ঘৰে পায়চাৰী কৰিতে লাগিল,
মাকে মাকে শুধু অস্পষ্টভাবে বালিতে লাগিল]

মায়া—সাবিত্রী—সাবিত্রী—মায়া—না, না—কে ?

(ধীৰে ধীৱে পশুপতিৰ প্ৰবেশ)

কে কাকা ? সাবিত্রী এসেছে ?

[চিবঞ্জীব ও রাখাল সঙ্গে লঙ্ঘে প্ৰয়েশ কৰিল—পশুপতি
নৌবব]

চিৱ। এবাৱও সাবিত্রী এল না ?

[পশুপতি তবুও নৌবব ।

রাখাল। সে ভাল আছে তো ?

পঙ্ক। তার বিয়ে হয়ে গেছে ।

অশোক। বিয়ে হয়ে গেছে !

চির। আমায় না জানিয়ে কে তার বিয়ে দিলে ?

অশোক। কোথায় বিয়ে হ'ল ?

পঙ্ক। সে সব কোন খবরই পেলুম না। শুনলুম সাবিত্রীকে নিয়ে তার
মামা কাশী গিয়েছিলেন, ফেরেন নি। সেইখানেই সাবিত্রীর বিয়ে
দিয়েছেন। গ্রামের লোক আর কোন খবরই জানে না।
তবে সকলের অনুমান কোন এক বুদ্ধের সঙ্গে তায় বিয়ে
হয়েছে !

অশোক। সাবিত্রী কোন প্রতিবাদ করলে না ? একখানা চিঠি লিখেতো
আমাদের জানাতে পারতো ?

চির। তৌর্থ-ভ্রমণের ছল করে নিশ্চয়ই তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল—
তারপর জোর করে তার বিয়ে দিয়েছে ।

পঙ্ক। তাই সন্তুষ্ট ।

রাখাল। হায়, হায়, হায়, দিদিমণির ভাগ্য এও ছিল !

চির। কাকা ! আপনি ঠিক জানেন মামা কাশীতে গিয়েছেন ?

পঙ্ক। গ্রামের সকলেই তো তাই বললে, ব্যাপারটা এত গোপনে হয়েছে
যে কেউ কিছু জানবার অবকাশ পায় নি ।

চির। [নিজের হাতে ঘড়ি দেখিয়া] এখনও সময় আছে—আমি এক্ষুনি
কাশী যাব, যদি এ খবর সত্য হয় তা হ'লে—

পঙ্ক। অত বিচলিত হ'য়েনোনা চিরঞ্জীব ।

চির। কাকা ! আপনি যদি সাবির মৃত্যু সংবাদ এনে দিতেন, আমি
এতটুকুও বিচলিত হতুম না, জানতুম এ ভগবানের শান্তি কিন্ত
মামাবাবুকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না ।

অশোক। কিন্তু এমনও হতে পারে যে সাবিত্রী ইচ্ছে করেই এ বিবাহে মত দিয়েছে।

চির। তা যদি হয়, তাকেও আমি ক্ষমা করব না। সে কি জানে না যে তার অভিভাবক পৃষ্ঠায়ীতে যদি কেউ থাকেতো সে আমি, আমি মাতাল, তৃণবিত্ত হতে পাবি, কিন্তু আমি তার সহোদর।

[প্রস্তানোগ্রাম]

অশোক। চিরজীব।

চির। অশোক। আমি আব এক মহার্তু চুপ কবে বসে থাকতে পাবি না। এ আমাৰ জাবন মৰণেৰ কথা, সাবিত্রীকে তোমৰা সকলেই স্নেহ কৰ, ভালবাস, তাৰ প্ৰতি কোন কৰ্তব্যৰ কুটী কৱনি। তোমাদেৱ সাধনা আছে, কিন্তু আমি যে আজ কোন সাক্ষনাট গড়ে পাইছি না—সহোদৱেৰ কোন কৰ্তব্যৰ্হাইতো আমি আজও কৰিনি—আজ যদি সে আমাৰ প্ৰতি অভিমানেই এ কাজ কৰে থাবে— তা হ'লৈ বল আমাৰ কুকুৰ কৈফিয়ৎ আছে ভাই।

অশোক। চিরজীব। অভিমান সে তোমাৰ উপৰ কৱেনি, অভিমান সে আমাৰ উপৰ কৱেনি।

চির। তা হ'লৈ অপৰাধ তোমাৰ নয়—অপৰাধ তাৰ। তোমাদেৱ স্নেহ দয়াৰ উপৰ ‘শুখাৰ্থ’ অতাৰাচাৰ তাৰ কলা উচিত হয় নি। অশোক আব কথা কয়ে সবৰ নষ্ট ব'বতে আমি পারব না। আমায় এ শুন বেকতে হবে—হয়ত কোনও গুতীকাৰ এখনও অসমৃদ্ধ নয়, কিন্তু তা যদি সত্ত্ব না হয়—তা হলে তোমাদেৱ সাড়ে আমাৰ এই কো৞ দেখা--

[প্রস্তানোগ্রাম]

পশ্চ। চিরজীব। কিন্তু আমাৰ যে একটা বধা বলবাৰ আছে—

চির। যাদি শোন্দ্বাৰ দিন কথনৰ আসে কাকাৰাবু, তখন শুনব।

[প্রস্তান]

রাখাল। দাদাৰাবু কৰছ কি? ছোট দাদাৰাবুকে আটকা ও।
অশোক। না রাখাল! কাউকে আব বাধা দেব না, তাকে কিছু বলবাৱ
কোন অধিকাৰই আব আমাৰ নেই। হয়তো এই অভিশপ্ত
বাড়ীৰ বাহিৱে গেলে তাৰা ভালই থাকবে।

[বাখাল চোখে কাপড় দিয়া প্ৰস্থান কৰিল]

অশোক। কাকা! আপনি নিশ্চয়ই খব ক্লান্ত, যান্ বিশ্রাম কৰুন গে।
পঙ্ক। বিশ্রাম! অশোক! আজ তোমায় একটা কথা না বললে যে
আমি কিছুতেই সুস্থ হ'তে পাৰব না।

অশোক। আৱ এক সময় বল্বেন কাকা! আজ আমি বড়ই—
পঙ্ক। কিন্তু পৱে বল্লে যে, প্ৰতীকাৰে কোন সময় থাকবে না, মেহে
অঙ্গ হয়ে একদিন যা আমি কভৰ্য বিবেচনা কৰেছি—আজ
বুৰোছি তাই আমাকে নবকে টেনে নিয়ে যাবে।

অশোক। থুলে বলুন কাকা। ধাৰ্মাৰ উপৰ ধাৰ্মাৰ সৃষ্টি কৱবেন না।

পঙ্ক। তোমৱা শুধু এই মাৰ্গ 'ন যে. সাবিত্ৰী ও চিবঙ্গীৰ তোমাৰ
বাবাৰ বাল্য বক্ষু জয়নাৱায়ণেৰ সন্তান। জয়নাৱায়ণ যে তোমাৰ
বাবাৰ প্ৰথম জীবনে ব্যবসায় অংশদাৰ হিলেন, আৱ তাৰ
চেষ্টাতেই যে তোমাৰ বাবাৰ উন্নতি—তা তোমৱা কেউ জান না।
এক মিধ্যা সন্দেহে তোমাৰ বাবা, জয়নাৱায়ণকে ব্যবসায় থেকে
তাড়িয়ে দেন—আৱ সেই—আঘাতেৰ দারুণ দুঃখ ও দুর্দশাৰ
মধ্যে তিনি মাৱা যান্।

অশোক। তিনি কোনও গতিবাদ কৱেননি?

পঙ্ক। নাও তোমাৰ বাবাকে তিনি প্ৰাণ দিয়ে ভালবাসতেন। কিছুদিন
পৱেই তোমাৰ বাবা তাৰ ভূল বুৰাতে পেৱেছিলেন, কিন্তু তখন
কোথায় জয়নাৱায়ণ! অনেক খোজ ক'ৱে, শেষে চিৱঙ্গীৰ আৱ
সাবিত্ৰীকে কুড়িয়ে বুকে ক'ৱে এই বাড়ীতে এনেছিলেন। মাৱা

যাবাৰ কিছুদিন আগে তোমাৰ বাবা ঠার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি
অৰ্হক চিৱঞ্জীবেৰ নামে উইল কৱে দিয়ে ঠার পাপেৰ প্ৰায়শিত্ব
কৱেছিলেন। সেই উইলেৰ সাক্ষী ছিলুম আমি। আৱ যে দুজন
ছিল তাৰা কেউ আজ ব'লে নৈছে। কিন্তু অশোক তুমি অৰ্হক
থেকে বঞ্চিত হচ্ছ দেখে আমি সে উইল বিছড়ে ফেলে দিই।

অশোক। কাকা! আপনি সত্য বলছেন?

পণ্ড। অশোক! বড়ো বয়সে তোমাৰ কাছে মিছে কথা ব'লে আৱ পাপ
বাড়াব না।

অশোক। [কুকুলৰে] কাকা। উঃ থাক আপনাকে কিছু বলা বৃথা।
[ঘড়িৰ দিকে চাহিয়া] আৱ তাকে ধৰা যাবে না। পৱেৱ
ট্ৰেণেই বিপিনকে কাশা পাঠান—সে যেন চিৱঞ্জীবকে এখানে ধৰে
নিয়ে আসে। যান, আৱ দেৱী কৱবেন না।

[পঞ্চপাত চলিতে লাগিল]

ইঁ, শুনুন, কাকা—চিৱঞ্জীবকে আমি হৃদয়ের ভাগ দিয়ে এসেছি
বিষয়ের ভাগ দিতে আমাৰ এতটুকু বাধবে না। তবে সাবিত্রী—
পণ্ড। অশোক। তুমি মহৎ। তুমি—

অশোক। মাতাল! উচ্ছৃংখল!

[দুবকাৰ 'দেশ হস্ত পঁচাখন ক'ম্যা দেগাইল—পঞ্চপাতি
অধোবন্দনে চলিয়া গেল]

ପ୍ରିତୀଯ ଦୂଶ୍ୟ

[ଅଧୋରେ ବାଡ଼ୀନ କଞ୍ଚ ସାବିତ୍ରୀ ବନ୍ଦିଆ ଏକଥାନା
ଚିଠି ଲିଖିତେଛି ।

(ଅଧୋରେ ପ୍ରବେଶ)

ଅଧୋର । କି ଗୋ କାକେ ଚିଠି ଲିଖଛ ?

ସାବିତ୍ରୀ । ଭୟ ନେଇ କୋନ ପୁକ୍ଷକେ ନୟ ।

ଅଧୋର । ଆରେ ଛି—ଛି, ଆମି କି ତାଇ ମନେ କରେଛି ନାକି । ଆମି କି
ଆର ତୋମାୟ ଚିନି ନା ?

ସାବିତ୍ରୀ । କି କରେ ଚିନ୍ଲେ ?

ଅଧୋର । ଏକଦିନ ବ୍ୟବହାର କରଲେଇ ଲୋକ ଚେନା ଯାଇ । ମର୍ବନ୍ଦ ଦିଯେ
ତୋମାୟ ବିଶ୍ୱାସ କରତେ ଆମାର ଏକଟୁ ଓ ଡ୍ରିଙ୍କ କରେ ନା ।

ସାବିତ୍ରୀ । ବୁଡ଼ୋ ବୟମେ ବୁଝିକେ ଅତଟା ବିଶ୍ୱାସ କରତେ ନେଇ । ଶେଷେ
ଠକ୍କତେ ତୋ ହ'ତେ ପାରେ !

ଅଧୋର । କି ସେ ତୁମି ବଳ !

ସାବିତ୍ରୀ । ବୁଡ଼ୋ ବଳନ୍ତୁମ ବଲେ କି ବାଗ ହଲ ? ଛେଲେ ବେଳାୟ ଶିବପୂଜା
କରନ୍ତୁମ, ଆର ଶିବେବ ମତ ବରେର କାମନା କରନ୍ତୁମ । ଶିବେର ମତ
ବର କି ଆର ଛେଲେ ଛୋକରା ହୟ ? କିନ୍ତୁ ଏକଟା କଥା ଆଗେ
ଥାକ୍କତେ ବଲେ ଦିଚ୍ଛି—ଆମି କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧି ଘୁଟ୍ଟତେ ପାରିବ ନା ।

ଅଧୋର । ନତୁନ ବୌ । ତୋମାର କଥାଗୁଲି ଭାରି ମିଷ୍ଟି ।

ସାବିତ୍ରୀ । ଗଲା କିଟ୍ କିଟ୍ ନା କରଲେଇ ବୀଚି ।

ଅଧୋର । ହାଃ ହାଃ—ତୋମାର ରୁସିକତାଗୁଲୋ କିନ୍ତୁ ବେଶ, ପ୍ରଥମେ ମନେ
ହରେଛିଲ ବେଶୀ ବୟମେ ବ୍ୟମେ କରାଟା ବୁଝି ଭାଲ ହଲନା, କିନ୍ତୁ ଏଥନ
ଦେଖି ବିଯେ ନା କରଲେ ଆମାର ଖୁବହି ଠକ୍କତେ ହତୋ, ବିଶେଷତଃ
ତୋମାର ମତ ଦ୍ଵୀ ପାଉଗ୍ରା !

সাবিত্রী । অত প্রশংসা করোনা, শেষে কি মাথাটা বিগড়ে যাবে !

অধোর । আচ্ছা নতুন বৌ, তোমার আর কে কে আছে ?

সাবিত্রী । আর কে থাকবে। একটা ভাই আছে। সেও আজ
বহুদিন নিরন্দেশ, কোথায় আছে বলতে পারিনা।

অধোর । আহা !

সাবিত্রী । কেন, দুঃখ হচ্ছে ?

অধোর । তা দুঃখ হয় না—ত'একটা শালাশালি ধাকলে জমতো ভাল।

সাবিত্রী । কানমলা খাবারও ভয় ছিল। সে বিপদ থেকে তো বেঁচে
গেছে। আমি আর যাই করি কান মলতে তো পারব না।

অধোর । ওঃ—সেটা দুঃখ নিয়েধ আছে ; কিন্তু সবাইকে তো দেখি স্বামী-
গুলো যাতে দিপথে না যায় তার জন্য চবিষ্ণু ঘণ্টা ঘাজ মলচ্ছে।

সাবিত্রী । আমার তা দরকার হবে না—কারণ আমার স্বামী একপথ
ছাড়া আর দুপথে চলবেন। সে বিশ্বাস আমার আছে।

অধোর । তা ঠিক্। তা ঠিক্। আচ্ছা নতুন বৌ, তোমার জন্যে আমি
হারমোনিয়ম কিনে আনলুম, কিন্তু দুমি তো একদিনও কৈ গান
গাইলে না ?

সাবিত্রী । আমি গান গাইব কি ?

অধোর । কেন তোমার মামাৰ কাছে খনেছি তুমি বেশ ভাল গান
গাইতে পার। সেই জন্যই তো আমি কাণ্ঠ থেকে এই
হারমোনিয়ম কিনে আনলুম।

সাবিত্রী । সেখানে গাইতুম। কিন্তু এখানে গাইলে নিন্দে হবে যে—
এখন যে আমি এ গ্রামের বৌ।

অধোর । নতুন বৌ, অধোর হালদারকে তুমি জাননা। এ গ্রামে এমন
একটা প্রাণী নেই যে, অধোর হালদার সম্বন্ধে একটী কথা কয়।
তুমি গাও কোন ভয় নেই।

সাবিত্রী । কিন্তু কি গাইব—আমি যে গান ভুলে গেছি ।

অঘোর । গান বুঝি আবাব কেউ ভোলে ? আমাকে তোমার গান
শোনাবে না তাই বল ।

সাবিত্রী । না—না—তাই কেন । অচ্ছা আমি গাইছি—

“গান”

মে শুধু শিয়াচে চ'ল—
কানন পথেন ঝাঙ্গো পাতাম
তাণান সুদয় দলি—
চান বলে শাটি শাটি
মে যদিয়ে নাটি নাটি,
তাচান অনালে ক'ন প্রদৌপ
আ য যে বিনাচ ঝলি ।

[গান গাইতে এ'চ'কে ব'দিয়া ফেলিল ও
ঢান্ডো রংম জাড়িয়া দি'। বলিন]

আজ গাক, আজ পাবছিনা । তোমায় আব একদিন শোনাব ।
লক্ষ্মীটী বাগ কবোনা, আমায় মাপ কব ।

নকুড় । [নেপথে । দাদা—দাদা—ও দাদা ।

অঘোর । এই যে ভাটি ! এস এস খিতবেহ এস ।

(সাবিত্রীব চিঠি লইয়া প্রস্থান ও নকুড়েব প্রবেশ)

এই তোমার কথাই তোমার বৌদ্ধিৰ কাছে বলছিলুম । একি !
তুমি চলে গেলে যে : লজ্জা কি ? নকুড় আমার ছেট ভাইএৱ
সমান । ভাই বলতে ভাই—বক্ষ বলতে বক্ষ । এস—এস
এদিকে এস ।

নকুড় । থাক্ থাক—আর ডাক্তে হবে না । ক্রমেই লজ্জা ভঙ্গে যাবে ।

আর আমিই বা ছাড়ব কেন । অন্ধপূর্ণার হাতের পেসাদ
পেতে হবে । নইলে আমারই গোজন্ম ঘচবে কিসে ?

অঘোর । বোস নকুড় বোস ।

নকুড় । দাদা ! তোমার তো আর গ্রামের খবর রাখবার অবসর নেই—
এদিকে ব্যাপার গুরুতর ।

অঘোর । কি হে কি ?

নকুড় । বৌ ঠাকুরণ কাছাকাছি কোথাও নেইতো ?

অঘোর । না ! সে রান্নাঘবের দিকে চলে গেছে ।

নকুড় । নিশীথ সেই আমাদের কাণ্ডা যাবার দিন এখান থেকে যে গেছে
আজও দেখা নেই ।

অঘোর । সে তো শুনেছি, কিন্তু ব্যাপার কি বলতো । বাছাধনের কি
নেশা কেটে গেল ?

নকুড় । আমি গোড়াতে তাই মনে করেছিলুম ; কিন্তু এখন দেখছি
তা নয় । মেডিকেল কলেজের টাঁসপাতাল থেকে হারাধনদার
স্ত্রীর নামে কাল একখানা চিঠি এসেছিল—পিওন্টার সঙ্গে
আমার হাতে দেখা,—সেই চিঠিখানা আমার হাতে দিলে পৌছে
দেবার জন্য । খুলে দেখি তাতে লেখা আছে নিশীথ কলকেতার
মটর চাপা প'ড়ে অঙ্গান হ'য়ে যায়—অবস্থা খুব খারাপ ।

অঘোর । বটে তবে তো খুব বেশী, রকমই চোট লেগেছে ।

নকুড় । বেশী বলে বেশী একেবারে ঘাল । আমি চিঠিখানা পেয়ে
তাদের আর দিই নি, বরঞ্চ কথায় কথায় বলে এলুম যে, নিশীথের
জ্যাঠা ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে । খুব সুন্দরী মেয়ে ।
তাতে আবার শশুর খুব বড় লোক, এই একটী মাত্র মেয়ে—
নিশীথই সব পাবে ।

অধোর। কিন্তু পনের বিশ দিন বাদে ষথন ফিরে আসবে, তখন তো সবই ফাঁক হয়ে থাবে।

নকুড়। আরে না আসা পর্যন্ত বুক ধড়ফড় করে মরুক।

অধোর। যাকগে। চল একবার বেরুণ যাক; কদিন বাড়ীর বার হতে পারিনি।

নকুড়। তবু ভাল দাদা। বাড়ী ছাড়া “বার” বলেও যে একটা জিনিস আছে তা একেবারে ভুলে যাও নি।

[অহান]

(অস্তঃপুরে দিক দিয়ে সাবিত্রী ও মায়ার প্রবেশ)

সাবিত্রী। লোক না পাঠালে বুঝি আস্তে নেই?

মায়া। কি করে আসি ভাই, মাকে ছেড়ে একদণ্ড কোথাও থাকতে ইচ্ছে হয় না। বুঝতে তো পারছি তাকে আর ধরে রাখতে পারব না।

সাবিত্রী। আমায় মাপ কর ভাই। না জেনে তোমার মনে কষ্ট দিলুম।

মায়া। তুমি কষ্ট দিলে কৈ? বিপদের জগতে আগে থাকতে তৈরী হওয়াই ভাল। সে যদি আচম্কা আসে বড় কষ্ট দেয়। একদিন এমনি হয়েছিল বাবার যাবার সময়, আর আজ—

সাবিত্রী। আর সে সব কথা তুলনা ভাই; আমিও ভুক্তভোগী—। অনেক কষ্টে সে সব ভুলেছি। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে লোকের মুখে শুনে তোমার উপর খুব হিংসে হয়েছিল।

মায়া। আমার উপর হিংসে!

সাবিত্রী। বারে, হিংসে হয় না! তুম যে আমার সতীন! আজ থেকে ভাই তোকে সতীন বলে ডাকবো। কেমন? তোকে বিয়ে করতে না পেয়েই তো আমায় বিয়ে করেছেন। যাই বলিস ভাই তোর মতন ভাগিয় কিন্তু সবায়ের হয় না। তোকে পাবার জগতে সবাই মাথা ঠোকাঠুকি করছে, আর আমি

নিজেকে দেবার জন্য মাথা খুড়েছি। ভাগিয়স বুড়োটি ছিল তাই
এ যাত্রা তরে গেলুম।

মায়া। আচ্ছা ভাই, একটা কথা সত্তি বলবি ?

সাবিত্রী। কেন বলবো না ? বুড়োকে মনে ধরেছে কিনা—এইতো জিজ্ঞাসা
করবি ? সত্তি বলছি ভাই আমার তো মনে হয় বুড়ো বর
ছোকরা বরের চেয়ে চের ভাল। বেশ শান্ত, শিষ্ট, কথায় কথায়
রাগ করে না, একটু খোসামদ করেই চলে। মাথা ধবলে মাথা
টিপে দেয়। বিয়ে করে মাথা কিনে নিয়েছি মনে করে না।

মায়া। থাম আর তোকে ফিরিস্তি দিতে হবে না !

সাবিত্রী। আচ্ছা এখন তোর কি খবর বল দিকিনি, অশোক বাবু আর
নির্ণাথ বাবুর মধ্যে কার গলায় মালা দিয়েছিস্।

মায়া। তুই যে কি বলিস্।

সাবিত্রী। আমি কি তোর কাছে মিথ্যে বলছি ? আমি তোকে বলেছি,
অশোকবাবু তোব জগ পাগল। তাব বাড়ীর পাশেই আমার এক
আহুয়ের বাড়ী। সেখানে আমি অনেকদিন ছিলুম, সব খবরই
জানি। সত্তি বলতো ভাই অশোকবাবুকে বিয়ে করতে তোর
ইচ্ছা করে কিনা ?

মায়া। দূর—

সাবিত্রী। কেন ? অশোকবাবু মাতাল হশ্চরিত্ব বলে ? কিন্তু আমি
বলছি তোকে যদি সে পায় তা হলে সে দেবতা হয়ে যেতে
পারে। অনেক গুণ তার ভেতরে আছে, যা সচরাচর দেখা
যায় না। সঙ্গ দোষে থাবাপ হয়েছে বই তো নয়। ধুলো কানাম
কি খাঁটি সোনা নষ্ট করতে পারে ? শুধু একজন লোকের
অভাব—যে তার স্বেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে ধুলোকান্দা সব
মুছিয়ে দিতে পারে।

ମାୟା । ଦୂର ଏକଥା ମୁଖେଓ ଆନତେ ନାହିଁ । ତୁହି ତୋ ସବ ଜାନିସ ଭାଇ ।

ସାବିତ୍ରୀ । [ଏକଟୁ ଥାମିଯା] ଥାକୁଗେ, ନିଶିଥ ବାବୁର କୋନ ଚିଠି ପେଲି ?

ମାୟା । ନା ଭାଇ କୋନ ଚିଠି ଆସେନି, କାଳ ଥେକେ କତ ରକମ ଶୁଣଛି ।

ସାବିତ୍ରୀ । କି ଶୁଣଛିସ୍ ଖାରାପ କିଛୁ 'କ ?

ମାୟା । ସବାଇ ବଲ୍ଛେ ତାର ଜ୍ୟାଠାମଶାହି ନାକି ଧରେ ବେଁଧେ ତାକେ ଏକ ବଡ଼ଲୋକେର ମେଯେର ସଙ୍ଗେ ବିଯେ ଦିଯେ ଦିଯେଛେ । ହ୍ୟା ଭାଇ, ତୋର କି ମନେ ହୟ ଏ କଥନ୍ତି ମୁଣ୍ଡବ ?

ସାବିତ୍ରୀ । କି ଯେ ମୁଣ୍ଡବ, ଅବ୍ୟାକ କି ଯେ ଅମୁଣ୍ଡବ ପୁରୁଷେର ପକ୍ଷେ, ତା ଆଜତେ ବଲେ ଉଠିଲେ ପାରଲୁମ ନା । ତାରା ମେଯେଦେର ଖେଳାର ପୁତୁଳ ମନେ କରେ । ଯଥନ ଖେଳାଲ ଉଠେ, କତ ରକମେ ସାଜାଯ, ଆଦର କରେ, ସଜ୍ଜ କରେ, ଭାଲବାସା ଦେଖାଯ । ତାବପର ଖେଳାଲ ମିଟେ ଗେଲେ ଏକବାର ମନେଓ କରେ ନା ।

ମାୟା । ତାକେ ତୁହି ଜାନିସନା ଭାଇ, ତାଇ ଏକଥା ବଲ୍ଛିସ୍ ।

ସାବିତ୍ରୀ । ମିଥ୍ୟେଇ ସେମ ହୟ ; ଭଗବାନେର କାହେ ମେହି ପ୍ରାର୍ଥନାଇ କରଛି ।

ମାୟା । ଭାଇ ଆମି ଯେ କି ଅବଶ୍ୟାମ ଆଛି ତା ଶୁଦ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କ ଜାନେନ । ସଦି କାଉକେ କୋନଦିନ ଭାଲବାସତିସ ତାହ'ଲେ ବୁଝାତେ ପାରତିମ ଏକି ଯତ୍ନନା ।

ସାବିତ୍ରୀ । ତାହଲେ ଘେଚେ ଗେଛି ବଲ । ସତି ଭାଇ, ତୋର କଥା ଶୁନେ ଏଥନ ଯେନ ଆମାର ବୁଡ଼ୋଟିକେଓ ଭାଲବାସତେ ଭୟ କରାଇଁ । ଏକଟୁ ସାବଧାନେ ଥାକତେ ହବେ, ଶେଷେ ନା ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗବେସେ ଫେଲି ।

ମାୟା । ଦୂର ପୋଡ଼ାରମୁଖି, କି ଯେ ବଲିସ ! ଆମି ଉଠି ଭାଇ, କାଳ ଆବାର ଆସବ ।

[ପ୍ରଶ୍ନାନ]

ସାବିତ୍ରୀ । ମାୟା ! ମାୟା ! ତୋର ତବୁ ଏଥନ୍ତି ଆଶା ଆଛେ କିନ୍ତୁ ଆମି ଯେ ସବ ଚୁକିଯେ ବସେ ଆଛି ; ସଦି କୋନଦିନ ମେ ତାର ଭୁଲ ବୁଝାତେ

ପାରେ, ସଦି ମେ କୋନଦିନ ଆମାର ଦୋରେ ଆସେ, ଦେଖବେ ଦୋର ବନ୍ଧ,
ଶୁଣବେ ଭେତରେ ତାରଇ ଆରତିର କାସର ଘଣ୍ଟା ବାଜଛେ । ଦରଜା
କୋନଦିନ ଖୁଲିବେନା, ଭେତରେ ମେ କୋନଦିନଇ ଆସତେ ପାରିବେନା ।
କିନ୍ତୁ ଭୋଲା କି ଯାଏ ! ଭୂଲ କି ଆମି ଏକାଇ କରେଛି ?
ଅଶୋକଦା କି ଆମାର ଫିରିଯେ ନିଯେ ଯେତେ ପାରତୋ ନା ? ନା ନା
ଆମି କି ଭାବଛି ! ଅଶୋକଦାର ଶୁଖେଇ ଆମାର ଶୁଖ । ଅଶୋକଦା
ତୁମି ଶୁଦ୍ଧୀ ହୁ—ଆମାର ଏହି ଭାଲ—ଏହି ଭାଲ—

ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ

[ମାର୍ଗ ବାଢ଼ୀ, ନବସ୍ଵତ୍ତୀ ବର୍ସିଯା ଆଛେ, ବାଉଲେର ଗୀତାଙ୍କେ
ମାଘୀ ଏକଟୀ ଥାଳାଯ ସିଧା ଲଙ୍ଘୀ ଆସିଲ]

ଗାନ୍ଧି

ବାଉଲ । କୁଷକୁମାରୀ—କୁଷକୁମାରୀ—

ଆନନ୍ଦ ଘନଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମ ଗିରିଧାରୀ ।

ଗୋପୀ ଜନ ବଲ୍ଲଭ ଶ୍ୟାମ ପଲ୍ଲଭ—

ଭଜ ବାଧା ମାଧବ ମନ-ବନ-ଚାରୀ ।

ଭଜ ବୁନ୍ଦାବନ ପ୍ରାଣ ନଳ ଦୁଲାଲ

ଜପ ବାଧାର୍ଜୀବନ ଧନ କୁଷଗୋପାଳ,—

ପ୍ରେମ ଅମୃତ ହରି ଶୁଳ୍କ ମରି ମରି—

ଆଦି ଅନାଦି ନାଥ ଭବ ଭୟ ହାରି ।

ସୁର । ବାଃ ପ୍ରାଣଟା ଜୁଡ଼ିଯେ ଗେଲ । ସେ କଥଦିନ ଆଛି ଏକବାର କରେ
ଏହୋ ମା ।

বাড়ি। আসব বৈকি মা।

[সিধা লইয়া প্রস্থান]

স্বর। মায়া আমায় ধর, একবার ঠাকুর ঘরে ষাব। [উঠিতে উঠিতে]
সাবি কোথায় গেল?

মায়া। তোমার জগ্ন বেদনার রস তৈরী কচ্ছ।

(উভয়ের ভেতরে গমন—মায়া' ও সাবিত্রী'র প্রবেশ)

সাবিত্রী। এইখানে একটু বস মায়া, মাসীমা ঠাকুরঘর থেকে না বেরোনো
পর্যন্ত একটু গল্প করি।

মায়া। তুই কি বলবি আমি জানি। কিন্তু সাবিত্রী, মার মতন তুইও কি
ঠিক কথা বলবি?: তুইও আমার দিকটা দেখবি না?

সাবিত্রী। ভাই এ ছাড়া এখন, আর কোন উপায় আছে বলতে পারিস্?

মায়া। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, সে কোন কাজের ভিড়ে আস্তে
পারে নি, বা কোন অসুখ বিসুখ করেছে।

সাবিত্রী। তা হলে কাউকে না কাউকে দিয়ে সে নিশ্চয়ই একটা খবর
দিত। এখানে খবর না দিক, তার মামাকেও একথানা চিঠি
লিখত।

মায়া। সবই সত্য। কিন্তু আমার মন যে কিছুতেই মান্ছে না।
আমার ভয় হচ্ছে অশোকবাবুকে বিয়ে ক'রে নিজে স্বৰ্ণী হবই
না—তাকেও স্বৰ্ণী করতে পারব না। মার অবর্তমানে এ
বাড়ীতে থাক। যে আমার নিরাপদ নয়, তা বুঝি—কিন্তু এই
বাড়ীই আমার তীর্থ।

স্বর। [নেপথ্য] মায়া! মায়া!

মায়া। যাই মা।

[মায়া ও সাবিত্রী উভয়ে ভিতর হটতে অতি সন্তর্পনে
স্বরস্বত্বাকে ধরিয়া আনিল]

মায়া । আর এখানে বস না মা । একেবারে ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়বে চল—বেলা শেষ হয়ে এল ।

স্বর । আর একটু বসি সন্তোষ হবার আগেই ঘরে যাব ।

[স্বন্ধন গৌ ন. ফ. বিছানাব উপব বাসল]

মায়া ! আমি ম'রে গেলে আমার ঠাকুরকে মন্দিরে দিয়ে আসিস । আর আমি মরবার সময় একবারটা আমায় দেখাস । যদি তখন আমাৰ জ্ঞান না থাকে, তা ত'লে তাৰ পায়েৰ ফুল আমাৰ মাথায় রাখিস । আজ সব ভাবনা তাৰ পায়ে নিবেদন কৰে দিয়েছি মায়া, মা, শেষ সময়টা আমায় নির্ণিত মৰতে দিবি না ?

[মায়া .কান কথা ন.লল না কোদতে লাগিল]

বল মায়া বল ।

মায়া । মা ।

[স্বন্ধন গৌকে জড়াইয়া ধাবল]

স্বর । আমি বলছি মা তুই স্বীকৃতি হবি । আমাৰ শেষ কথাটা এ ভাবে ঠেলিস না মা ।

মায়া । তাই হবে মা । একদিনও তোমাদেৱ স্বীকৃতি কৰতে পারিনি—তোমাকে স্বীকৃতি কৰতে আব নিজেৰ কথা ভাবব না । যাকে বলবে তাকেই আমি দিনে ক'ব' ।

স্বর । আঃ ! বাচালি মা ! তোকে আমি প্রাণ তৰে আশীকৰাদ কৱছি ।

[মায়া দাবে দাবে দ.ৰ. অধ্যে চলিয়া গেল—ক'বজোডে

প্ৰণ'ম ন দে

ঠাকুৰ তোমাৰ দয়া অসাম—তোমায় কেটো কেটো নৃক্ষাৰ ।

সাবিত্তী । আজি তবে উঠি মাসিমা ।

স্বর । এখনি যাবি ?

সাবিত্তী । সন্দো হয়ে এলো মাসীমা, আবাৰ কাল আসবো ।

স্বর। এস মা, কাল সকালে একবার থবর নিও।

সাবিত্রী। ঐ কে আসছে না রাখালদা? আমি খড়কৌর দোর দিয়ে
বেরিয়ে পড়ি।

[প্রস্থান]

[সঙ্গে সঙ্গে তাব বিপূরীত দিক দিয়া বাখাল প্রবেশ
করিল ও তাহাব ষাণ্যাব পথে দিকে চাহিয়া বহিল]

স্বর। এস বাবা এস। এক দৃষ্টি কি দেখছো?

রাখাল। ঐ মেয়েটা কে গেল মা?

স্বর। ওটি আমাদের গ্রামের একটা বৌ। ভারি ভাল মেয়ে।

রাখাল। ওঃ।

[দৌর্ঘন্যধারণ]

স্বর। কি ভাবছ?

রাখাল। না কিছু ন। ভাবছি মা একজনের সঙ্গে আর একজনের গড়ন
এমন কি চলাব ভঙ্গও এমন অস্তুত ভাবে মেলে? এখন কেমন
আছ মা?

স্বর। এখন আর থাকা থাকির কি আছে? তৈরী হয়েই তো বসে
আছি।

রাখাল। দাদাৰাঙ্গ বলছিলেন, আপনি যদি কলকেতায় যেতে রাজী হন—
তাহলে সেখানে নিয়ে গিয়ে ভাল কব্ৰেজ কাউকে দেখান যেত।

স্বর। তার আর দৱকার হবে ন। মৱবাব সময় শামীৰ ভিটে ছেড়ে—
আমাৰ গৃহদেৰতা ছেড়ে কোথায় যাব? শুকে আমাৰ আশিৰ্বাদ
জানিয়ে বলো তাৰ কাছে আমাৰ আৱ চাইবাৰ কিছু নেই—
সে যেন শুধু আমাৰ অবস্তুমানে মাঝাৰ ভাৱ নেয়। আমি থেকে
যে চাৰ হাত এক কবে দিয়ে যেতে পাৱবো, সে ভৱসা আমাৰ
নেই। তুমি তাকে একবাব আমাৰ কাছে আস্তে বলো—তাৰ
হাতে আমি মাঝাকে তুলে দিতে চাই।

রাধাল । আস্বেন বৈকি—কাল নিশ্চয়ই আস্বেন ।

(মায়াব প্রবেশ)

মায়া । মা সঙ্গে হলো—আর বাইরে বসে থেকো না । এইবার ভেতরে চল ।

স্বর । এই যাই—

রাধাল । আমিও আজ আসি মা—কাল সকালে দাদাৰাবুকে পাঠিয়ে দেব ।

স্বর । এস বাবা ।

[বাথালেব প্রস্থান]

মায়া ! সবই তো বুবতে পারছিস্, দেখিস্ মা ভগবানের এই অযাচিত দানের যেন কোনদিন অমর্যাদা করিস নি ; এর চেয়ে বেশী আর তোকে কিছু বলবার নেই ।

মায়া । চল মা ভেতরে চল ।

স্বর । চল ।

[মায়া স্ববস্তীকে ভেতরে দিয়া আসিল, পরে তুলসীমঞ্চে
প্রদীপ দিয়া তাত জোড় কবিয়া কহিল]

মায়া । নারায়ণ ! নারায়ণ ! তুমি সার্কী, আমাৰ কোন অপৱাধ নেই ।
প্রভু ! মে যেন আমায় ভুলে গিয়ে থাকে, মে যেন সত্যিই
বিয়ে কৱে থাকে । মে যেন শুধৌ হয় ।

[তাহাব কষ্ট কৃদ্ধ হইয়া আসিল আৱ কথা বলিতে
পাৰিল না]

চতুর্থ দৃশ্য

[অশোকের কাছাবী বাড়ীর উত্তান একটা ইঞ্জিচেরারে
অশোক অর্ধশায়িত ; সম্মুখে নকুড় প্রজায়মান]

অশোক। দ্যাখ নকুড়, শুনলুম পলাশডাঙ্গায় চাষাদের ভেতরে কলেরাই
দু'চার জন করে রোজই মরছে। ম্যানেজার বাবুকে লিখে
দু'জন ডাঙ্গার আনিয়ে নাও, আর অত্য অগ্র ব্যবস্থা সব করে
ফেল।

নকুড়। যে আজ্ঞে !

অশোক। দরকার হলে একটা হাঁসপাতাল খুলতে হবে, এতদিন প্রজাদের
পাওনা জমীদাবের কাজে লেগেছে, এখন থেকে জমীদাবের
পাওনা প্রজাদের কাজে লাগাবে ব্রহ্মেছ ?

নকুড়। অতি সাধু প্রস্তাৱ। এ আপনার মত সদাশয় ব্যক্তিৱৰ্হ উপযুক্ত
কথা। গৱীবের প্রতি আপনার অসীম দৱা। অতি মহৎ
আপনি।

অশোক। হাঁ প্রস্তাৱটা সাধু সন্তোষ নাই। কিন্তু আমি নিজে মহৎ তো নই,
সদাশয়ও নই। তুমি আমায় যা বললে তা আমার কথা নয়,
তাই রঞ্জে, কিন্তু সত্য যদি কেউ আমায় তাই ভাবে, তার চেয়ে
বড় পৰিহাস আমি আৱ কিছু ভাবতে পাৰি না।

নকুড়। আজ্ঞে এ আপনি কি বলছেন ?

অশোক। থাকৃ সেকথা। এখন আমার কথাগুলো যাতে কাজে পরিণত
হয় সেই চেষ্টা কৰণে।

নকুড়। যে আজ্ঞে, আমি এখনই ষাঢ়ি।

[নকুড়ের অস্থান]

অশোক । আচ্ছা যাও । (মন্ত্রণালয়)

চিরঝীব তো কই এখনও এল না ! আসবে কি ? হয় তো সে
আসবে, আসবে সে আমার অংশীদার হয়ে ; বন্ধু হয়ে যাব ।
সাবিলী আস্বে চিরঝীবের ভগ্নিজাপে আমার—

(মৃগেনের প্রবেশ)

এই যে মৃগেন । আব । আয় । আমি তোর জন্য *��ড়oily wait* করছিলুম ! তারপর থবর কি ?

মৃগেন । থবর মোটামুটি ভাল । দশদিনের ভাড়া জমা দিয়ে কেবিনে transfer করিয়েছি, একজন নাস' *junction* করিয়েছি ; মেট
কথা এটি কিছুই করিনি ।

অশোক । অবস্থা কেমন এল ?

মৃগেন । অনেকটা ভাল । এ যাতা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নিশীথবাব বেচে
গেলেন তবে বোধ হয় অন্ধ হয়ে বেচে থাকতে হবে ।

অশোক । ডাক্তাররা কি তাই বলেছে ?

মৃগেন । হ্যায় । সকলেরই তাই মত । তবে ক্রমে দৃষ্টিশক্তি একটু আধটু
ফিরে পেতে পারে । আশা কিন্তু খুবই কম । Brain-এ ও সামগ্ৰ
গণগোল হয়েছে, সেটা শীগ্ৰই সেৱে ঘাবে আশা কৱা যাব ।

অশোক । এখন জ্ঞান বেশ গিরে এসেছে ?

মৃগেন । হ্যায় ; কাল থেকে জ্ঞান হয়েছে । তারপর এদিকে তোমার
থবব কি ?

[অশোক চুপ কবিয়া বহিল ।

ষেশনে নেমেই শুন্দুম লোকে বলাবলি করছে, হারাধন
ভট্টাচার্যীর খেয়ের সঙ্গে জমীদারের বিয়েব সব ঠিক হয়ে
গিয়েছে ।

অশোক। হ্যাঁ আমি নিজে না করলেও আমার তরফ থেকে আমার অস্তিত্বে
এমন ভাবে কথাটা উঠেছে যে, এখন তা অস্বীকার করা কঠিন
হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মৃগেন। অস্বীকার করবার দ্বকারণও হবে না। কারণ একে পাবার
জন্মে এতদিন তো একেবারে ইঁপিয়ে উঠেছিল।

অশোক। তা ঠিক। এখনও তাকে পাবাব জন্মে যে আমার বাকুলতা
নেই, তাও নয়, কিন্তু অবস্থা এখনি এমন দাঁড়িয়েছে যে, পাবার
আনন্দের চেয়ে ভয়টা বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মৃগেন। তার মানে?

অশোক। সকলেই জানে নিশ্চিথ এদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।
মায়াব মাঝে সরল বিশ্বাসে আমার কাছে তাই বলে দুঃখ করলেন।
মায়াও বুঝতে পারছি মানুষের প্রাত দার্শণ ঘৃণায় হৃদয়কে পায়াগে
পরিণত করেছে। নইলে সে আমাকে বিয়ে করতে কিছুতেই
রাজি হত না। কিন্তু আমি সব জেনেও সত্যকে গোপন করে
এসেছি। কতবার ভেবেছি সব খুলে বলি—বলবাব জন্মে
কতবাব চেষ্টাও করেছি, কিন্তু পারিনি। কিছুতেই পারিনি।
লোভ মানুষকে এত নৌচ করে ফেলে।

মৃগেন: কিন্তু এখন এসব চিন্তায় কোন লাভ আছে বলতে পার?

অশো। লাভ হয় তো নেই। কিন্তু ভালবাসার এমন দু'টি উজ্জ্বল
দৃষ্টান্তকে মন থেকে মুছে ফেলতেও পারছিন।

মৃগেন। তবে কি মায়াকে বিয়ে করবেন। ঠিক করলে?

অশোক। না তাও কিছু ঠিক করিনি। বিয়ে আমার করতেই হবে। তাকে
পাবার সন্তাননা এমন অভাবনীয় ভাবে আমার সামনে এসে
উপস্থিত হয়েছে যে, সে লোভ ত্যাগ করবার যতন ক্ষমতা আমার

নেই। কিন্তু সাবিত্রীর নীরব আত্মত্যাগ আর নিশ্চীথের চেথের
জল—

(রাখাল এক কাপ চা লইয়া প্রবেশ কবিল)

মৃগেন। তুই কাপড় ছেড়ে ফেল্গে। একটি বিশ্রাম ক'রে নে তারপর
একসঙ্গে বেড়াতে বেরুব।

[মৃগেনের প্রস্তান]

অশোক। রাখাল এ আমায় কি বিপদে ফেললি বল দিকিনি।

রাখাল। আমি আবার তোমায় কি বিপদে ফেললুম?

অশোক। কালকে হারাধন ভট্টাচার্যের স্তৌর কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে?

রাখাল। সে আমি কি করবো? আমায় ডাক্তে বললে আর আমি
ডাকবো না? আর তাতে খারাপইবা কি হয়েছে; বিয়েটা
এক রকম পাকা হয়ে গেল।

অশোক। আচ্ছা রাখাল মায়াকে কি রকম দেখলি?

রাখাল। চমৎকার বাবু। যেমন চেহাবা তেমনি স্বভাব। আশ্চর্ষ!
বনবাদাদেব দেশে এমন মেয়েও থাকে?

অশোক। তোর দিদিমণির চেয়েও ভাল?

রাখাল। ওকথা আমায় জিজ্ঞাসা ক'র না বাবু, আমি বলতে পারব না।

অশোক। দোষ কি? শুনিই না তোর কি হ'ল? আমার তো মনে
হয় তোর দিদিমণির চেয়েও এ টের বেশী সুন্দরী।

[রাখাল বিন্দুভাবে অশোকের দিকে চাহিয়া
প্রস্তানোদ্ধত হইল]

আরে যাচ্ছিস কোথায়? শোন না।

রাখাল। কি আবার শুনবো?

অশোক। তোর কি মনে হয় বলনা?

রাখাল। আমার কথা ছেড়ে দাও। তোমার ভাল মনে হলেই ভাল।

অশোক। তোরও তো একটা ঘত আছে? আমার চোখে তো তাই ঘনে
হ'ল।

রাখাল। তোমার চোখ বলেকি ছাই কিছু আছে। আমার দিদিমণির সঙ্গে
কাঙুর তুলনাই হয় না, কি বলব দাদাবাবু। আমাদের ছোট
মুখে বড় কথা শোভা পায় না। তুমি অন্ধ [যাইতে যাইতে]
ভুল করেছ দাদাবাবু তুমি একটা প্রকাণ্ড ভুল করেছ।

[প্রস্তান]

অশোক। [কিয়ৎক্ষণ পরে] সত্যি রাখাল। হয়ত ভুলই করেছি,
সাবিত্রীকে যদি বিয়ে করতুম তাহ'লে আর যাই হোক, ওলট
পালট হত না—সকলের অভিশাপ আমায় কুড়ুতে হত না।
সাবিত্রী যদি এভাবে আমার কাছে আরও উন্মুক্ত হয়ে থরা দিত
তাহলে বোধ হয়—

(নকুড় দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিন। প্রবেশ করিল)

নকুড়। ভট্টাচার্য মশায়ের স্ত্রীর অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে,
তারা তাড়াতাড়ি খবর দিতে বললেন।

অশোক। চল যাচ্ছি—

[বাহির হইয়া গেল]

—

প্ৰবন্ধ দৃশ্য

[চন্দনালি বাধা নল্লভজীউ'ৰ মন্দিব]

“গোল”

প্ৰণাম তোমায় মা শীকনা

প্ৰণাম তোমাৰ পায়—

তোমাৰ অঙ্গশাখে মোদেৰ—

বিশ্ব জলে যায় ।

জানি মা তোৰ মৰণকুধা

হৱণ কবে জীবন সুধা—

গড়লি মাখে পাঞ্জলি তাখে

এ কোন খেলা তায়—

প্ৰণাম তোমাস মা শীকলা—

প্ৰণাম তোমাৰ পায় ॥

তু য মাগো দিও না আণ—

কঠিন হওয়া সামে কি মাৰ

মায়েব ছেলে তামবা ধৰি

মা ছেলেকে ভুলতে কি চায়

[যশোদা ও কাত্যায়ণী দাদাইয়া কথা কঠিতেছিলেন]

যশোদা । কিলো ভট্টাচার্যি পাড়ায় কোথায় গিয়েছিলি ?

কাত্যা । কোথায় আৱ যাবো ! মায়া যে আজ অশোকবাবুৰ সঙ্গে
কলকেতায় চললো । তাই একবাৱ দেখা কৱে এলুম । কে
জানে ভাই—চুড়িটা সব মনে কৱে যেখেছে কিমা ! ঐ জগ্নেই
আমি পৱেৱ বধায় বড় একটা ধাক্কতে চাই বা !

যশোদা । তোৱ ভৱ্রটা কিসেৱ ! সে কো একেবাৱে বিদেয় হচ্ছে !

কাত্যা । আহা ! তোর যেমন বুদ্ধি—অনিষ্ট করবার ইচ্ছে হলে ঐখান থেকে বুঝি আর করতে পারে না । যত বছের গোড়া ঈ অঘোর হালদার । কর্তা আমাদের অঘোর হালদার বলতে অজ্ঞান । কত বলেছিলুম, পরের কথায় থেক না । কিছুতে কি শুবলে, সবাই মিলে এক ঘরে করা হ'ল, এখন কে ঠেকায় বলতো ? এই জগ্নেই মুনিশ্বারিয়া বলে গেছে যে পরনিন্দা মহাপাপ । এই নাক কান্ মল্লি—রাধাবল্লভজীউর সামনে [তথাকরণ] তুই এখন কোথায় যাবি ?

যশোদা । কোথায় আর যাবো ? ওঁর খোজে মন্দিরে এসেছিলুম ; কোথায় গিয়ে বসে আছে কে জানে, এ আমার হিতে বিপরীত হ'ল ! নির্ণাথকে তাড়িয়ে, যেন সব ওলট পালট হ'য়ে গেল ।

কাত্যা । যা বলেছিস ! নিশীথের সঙ্গে যদি মায়ার বিয়ে হ'ত তা হলে আর এত সব গঙ্গোল পাকাতো না । ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ । যুটে কুড়ুনৌর বেটী ।—না বাবা, আর পরের কথায় থাকবো না ।

[নাক কান মলিল]

যশোদা । হালদারমশাই এদিকে আসছে যে রে ?

কাত্যা । তাই তো, ঈ হচ্ছে পালের গোদা ! তিনিকাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখনও বজ্জাতি গেল না । চল যাওয়া যাক, ওর ছায়া মাডালে পাপ হয়, আমরা গরীব মানুষ, নিজেদের জালাতেই অস্থির, আর পরের কথায় থাকবার আমাদের সময়ও নেই—প্রবৃত্তিও নেই ।

[উভয়ের প্রস্থান]

(অঘোবেব প্রবেশ)

অঘোর । [প্রণামান্তর নামিয়া আসিল] ওহে নকুড় ! ও নকুড় !
শোনই না ।

(নকুড়ের প্রবেশ)

হন্দ হন্দ ক'রে কোথায় চলেছে ?

নকুড় । আর দাদা ! ঠাতির ছেলে, জাত ব্যবসা ছেড়ে চাকরীতে ঢুকে ছিলুম, তার ফল যাবে কোথায় ? এখন ঠাতির মাকুতে দাঢ়িয়েছি ।

অঘোর । কি রকম ?

নকুড় । কাছারী বাড়ী—আর হারাধনদার বাড়ী, সমস্ত দিন ধরে এই করছি ।

অঘোর । আজ বাবু তা হ'লে চলেন ?

নকুড় । হ্যাঁ, তা চলেন ।

অঘোর । মায়াকে সত্যিই বিয়ে করবে ?

নকুড় । হ্যাঁ । বিয়ে করবে না ছাই করবে । এখন ঈ বলে তো বাড়ী নিয়ে যাচ্ছে—তারপর বুঝতে পাচ্ছ দাদা—চলি দাদা বড় তাড়াতাড়ি ।

অঘোর । গাড়ী তৈরী নাকি ?

নকুড় । বাবু তো আগেই বেরিয়ে পড়েছেন । ম্যানেজার বাবু মায়াকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন । ভট্টাচার্য মশায়ের বিশ্রাম এই মন্দিরে রেখে যাবে । মাসে পঁচিশ টাকা করে বরাদ্দ হয়েছে । পুরুষ-মশাই পাবেন ।

অঘোর । যাক তবু ভাল, আঙ্গণের তবু খানিকটা উপকার হবে ।

নকুড় । হ্যাঁ ! তবে শেষ পর্যাপ্ত বরাদ্দ টিক্কলে হয় । মাতালের মজি কিছুই বলা যায় না, চলি দাদা গাড়ীখানা হারাধন তর্কালকারের বাড়ী নিয়ে আসতে হবে ।

অঘোর । চল আমিও যাই । চারিদিকে যে রকম ওলাউঠো হচ্ছে, বাইরে কোথাও বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয় । ঘরে গিয়ে দ্রব্য জানালা বন্ধ করে বসে থাকি গিয়ে ।

[প্রস্থান]

[পুরোহিত ও মায়ার প্রবেশ—পশ্চাতে সাবিত্রী।

পুরোহিতের ঢাকে একটী বগ্রহ, মায়া প্রথমে মান্দৰস্ত
বিশ্বেকে প্রণাম কবিল, তারপর পুরোহিতকে প্রণাম
কবিল]

পুরো । তুমি নিশ্চিন্ত থেকো মা । বিশ্বের সেবায় কোন ক্রটী হবে
না ; তর্কালঙ্কার মশায়ের মত পুণ্যবান লোক এ তল্লাটে ছিল না
বল্লেই হয় । তুমি তার উপযুক্ত কগ্না, আজ তারি পুণ্যবলে
তুমি এতগুলো দরিদ্র প্রজার জননী হ'তে চলে'ছ । দেখ মা,
তোমার কাছে যেন তারা জননীয় স্নেহ যত্নেই পায় । একটু
অপেক্ষা কব মা আমি এখনি আসছি—

, দ্বান]

মায়া । [একটু পবে] সাবিত্রী ! আজ এই আশার্বাদ আমার শুধু
ঠাট্টা মনে হচ্ছে । আমি প্রজাদের জননী হতে কোন দিনই
চাই নি ; তাদেব একজন হয়ে থাকতেই চেয়েছিলাম । তোরা'
সকলে মিলে—

(নকুডের প্রবেশ)

নকুড় । গাড়ী এই খানেই নিয়ে আসবো ?

মায়া । না চলুন, আমি বাড়ীই যাচ্ছি । আপনি এগোন --

নকুড় । তা হ'লে আব দেরী করোনা, ম্যানেজার বাবু গাড়ীতেই অপেক্ষা
করছেন ।

[নকুডের প্রস্থান]

মায়া । সাবিত্রী ! মাকে মাঝে আমাদের বাড়ীতে যাস—আর কাউকে
দিয়ে উঠুনের তুলসী তলায় রোজ সঙ্কেটা দিস । আর—

সাবিত্রী । আর কি বল ।

মায়া । আর ষদি কোন দিন আসে—

সাবিত্রী । সে তোর ভৱ নেই, সে কোন দিন আর এখানে আসবে না ।

মায়া । আমার মন কিন্তু তা বলছে না । হয়তো সে বিষে করেছে, কিন্তু একদিন না একদিন সে এখানে আসবেই, যে অবস্থাতেই আশুক, সে যেন আমার সম্বন্ধে তুল কথা না শুনে যায় ।

সাবিত্রী । আচ্ছা সে ভাব আমিই নিলুম ; তুই যা আর দেরী করিস্ব নে ।

মায়া । তুইও চল ।

সাবিত্রী । আমি কোথায় যাব ? ওখানে অশোকবাবুর ম্যানেজার, আবও কে কে সব রঞ্জেছে, আমি সেখানে কি করে যাব ? আমি যে এ গ্রামের বৌ—

মায়া । তবে আসি ভাই ।

[সাবিত্রীকে জড়াইয়া ধবিল উভয়ের চক্ষে জল]

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো । শিগ্গীব এস মা ! বাব বেলা পড'বে ।

মায়া । চলুন ! সাবিত্রী—আসি ভাই ।

[সাবিত্রী নাববে অঙ্গবর্ধন করিতে লাগিল]

পুরো । চল ঐ দিকটা দিয়ে যাই ; শোতলা মাকে প্রণাম করে নেবে ।

[উভয়ের প্রস্থান]

সাবিত্রী । মায়া সুখী হোক, অশোকদা সুখী হোক । আমি দূর থেকে তা অনুভূব করবো—আনন্দিত হব, ঠাকুর ওদের স্থখের চিন্তাই আমার অবলম্বন হোক—তাই যেন আমাব বেঁচে ধাক্কবার শক্তি দেয় ।

সাবিত্রী সিঁড়ি দিয়া প্রণামাত্ত্বে নামিতেছে সেই সময়
রাখাল প্রবেশ করিল ।

রাখাল । [নেপথ্য] চল মা, বারবেলা পড়ে এলো যে ।

[প্রবেশ করিয়া সাবিত্রীকে দেখিয়া বিশ্বায়ে অবাক হইয়া
বস্তি]

দিদিমণি তুমি এখানে ?

[সাবিত্রী সহসা তাহার নিকট আসিয়া বলিল ।

সাবিত্রী । রাখালদা চেঁচিও না—চূপ কর—

রাখাল । তুমি এখানে—এত কাছে !

সাবিত্রী । তবে তুমি চেঁচাও আমি চলুম ।

[প্রস্থানোদ্ধত]

রাখাল । দাড়াও দিদিমনি ! আমি এই চূপ করলুম ।

সাবিত্রী । আগে প্রতিজ্ঞা কর যে আমাব কথা অশোকদাকে বলবে না ।

রাখাল । দিদিমনি আর কত শাস্তি দেবে ? দাদাবাবুকে তুমি চেন না, তোমায় দেখবার জন্যে তার প্রাপ্টা ছটফট করছে । তোমায় যে সে কতখানি ভালবাসত, তা সে জান্তে পারলে তোমার বিষে হয়ে গেছে খবর পাবার পর । তোমার খবর পেলে সে এখুনি ছুটে আসবে ।

সাবিত্রী । আমায় বিশ্বাস কর রাখালদা, অশোকদার বিষে হ'য়ে গেলে আমি নিজে সেখানে যাব । আমি তোমাদের ভুলি নি রাখালদা । তোমাদের মেহ—ভালবাসা—

রাখাল । তাত সুন্দে আসলে শোধ করছ দিদিমনি । কিন্তু একটা কথা— ছোটবাবু এখানে এলে বা তার কোন খবর পেলে তাকে কলকেতায় পাঠ্টিয়ে দিও—

সাবিত্রী । সে কি সেখানে নেই ? —

রাখাল । না, তাকে ব'ল যে দাদাবাবু তাঁর অন্ধেক বিষয় তাঁর নামে দানপত্র করে দিয়েছেন ।

সাবিত্রী । কেন ?

রাখাল । সে অনেক কথা শুনলুম কর্দাবাবু সেই রকম উইল করেছিলেন ।

[সেই সময় নেপথ্য তৈলবীকে দেখা গেল]

সাবিত্রী । রাখালদা । তুই কে আসছে—তুমিও ষাও—আমি বলছি আমি তোমাদের কাছে ষাব ।

রাখাল। [কাঁদিতে কাঁদিতে] বেশ।

[অস্থান]

[ভৈরবীর প্রবেশ]

ভৈরবী। কি গো মা ! তুমি এ সময়ে এখানে একলা যে,—
সাবিত্রী। পুরুষমশায়েব জগ্ন অপেক্ষা করছি। অনেকগুণ একলা বসে
আছি—আপনি এলেন—তবু খানিকটা নাম শুন্তে পাব।

.ভৈরবী। নাম শুনবে ? বেশ আমি তাকে নাম শোনাই, আর তুমি মা
হ'রে আমার গান শোন।

গান

সর্থা কোথায় মথুরাপুর্বী
আমি যাব সেই দেশে পৰাণেব সাধী
যেথায় গিয়াছে উড়ি।

সেথা কি গগনে ওঠে নাক চাঁদ, কুমুদ ফোটে না জলে—
পিয়াব লাগিয়া—পিয়াব পৰাণ জলে নাকি মনানলে ?
সেথা কি বহে না দিবসে নিশ্চীথে অক্ষয়মূনা নদী,
বঁধুব বিবহে ঘেমন বহিছে মোর প্রাণে নিববধি।

কমলেব বনে সেথা কি ভ্রমব।
নিয়ত আসে না উড়ে।

সে কি মধুচোব শামেব মতন ব্যথা হানি যায় দূরে,
আমি তাহারি বিরহ সহিব না আব
সাধিব মনেব সাধ।—
এদাৱ মরিয়া শামেৱে বোঝাব
মরিয়া জিতেছে বাধ।

[বৈরবী বসিয়া গান গাইতেছে ; সেই সময় নিশ্চিথ
প্রবেশ কবিল— সে অঙ্ক, এক পাশে দাঁড়াইয়া সেও
গান শুনিতে লাগিল—সাবিত্রীর পেছনে সে তাহাৰ
আত সন্ধিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সাবিত্রী তাহা লক্ষ্য
কৰে নাই। গান শেষ তইলে উঠিতে গিয়া নিশ্চিথেৰ
গায়ে ধাক্কা লাগিল]

সাবিত্রী । কে আপনি ?

নিশ্চিথ । আমায় মাপ কৱবেন—আমি দেখতে পাই নি—আমি অঙ্ক।

বৈরবী । কে নিশ্চিথবাবু না ? এ তোমার কি অবস্থা ?

নিশ্চিথ । সে অনেক কথা, এখান থেকে যাবার পরদিনই মোটৱ চাপা
পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাই। জ্ঞান হয়ে বুঝলুম যে আমি অঙ্ক।

বৈরবী । আহা হা ! প্ৰভুৱ খেলা। চল তোমায় তোমার মামাৱ বাড়ী
পৌছে দি।

নিশ্চিথ । না এখন খানিক এই খালে থাকি।

বৈরবী । তবে তুমি বস আমি একটু পৱে এসে নিয়ে যাব।

[প্ৰস্থান]

সাবিত্রী । আপনি কি চোখে কিছুই দেখতে পান না।

নিশ্চিথ । না, কিন্তু আপনাৱ গলা শুনিতো আপনাকে চিন্তে পারছি না।

সাবিত্রী । আমাকে চিন্তে পারবেন না—কাৰণ আমায় আপনি কখনও
দেখেন নি। আপনাৱ মলে যাবার পৱ আমি এ গ্ৰামে এসেছি।
কিন্তু আপনাকে না দেখলেও আপনাৱ কথা সব শুনেছি;
মাঝা আমাৱ অস্তৱজ্ঞ বক্ষ।

নিশ্চিথ । মাঝা ! মাঝা ! তবে তো হৰ্ভাগাৱ অনেক কথাই আপনি
জাবেন।

সাবিত্রী । ইয়া সবই জানি। কিন্তু আমৱা বে শুনেছি—

নিশ্চিথ । ইঁ ! ছেশনে নেমে আমিও সেই কথাই শুনলুম, বোধ হয় আমার দুর্ভাগ্যকে সম্পূর্ণ করতে আমার কোন বন্ধু এই সংবাদ প্রচার করেছে ।

সাবিত্রী । তার পরের সমস্ত ঘটনা ও বোধ হয় শুনেছেন ।

নিশ্চিথ । তা ও শুনেছি । আর শুনে অতি দুঃখের মধ্যেও স্বস্তির আনন্দ পেয়েছি—আনন্দ এই 'বলে' যে মায়া স্বর্থী হবে । আমি অঙ্গ মৃতের সমান তার পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বোৰা হ'তে হোত । দুঃখ এই ভেবে—যে সে আমায় বিশ্বাসঘাতক জেনে গেছে—অঙ্গ হওয়ার দুঃখ ও এই দুঃখের কাছে অতি তুষ্ট ।

সাবিত্রী । আপনি চলুন আমার সাথে । আপনাকে আমি আপনার মামার বাড়ী পৌছে দেব ।

নিশ্চিথ । সেখানে আমি যাব না । এই রাতটা এই মন্দিরেই কাটিয়ে কাল কলকাতায় যাব মনে করেছি ।

সাবিত্রী । কলকাতায় কোথায় যাবেন ?

নিশ্চিথ । খাঁজ ক'রে কাকর সাহায্যে একবার আশোক বাবুর বাড়ী যাব । আমি আর কিছুই চাই না । শুধু মায়ার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করবো—

সাবিত্রী । কিন্তু সেখানে যা বল্যা কি আপনার উচিত হবে ?

নিশ্চিথ । আমি তো কোন দাবী নিয়ে সেখানে যাচ্ছি না । তার উপর বা অশোক বাবুর উপর আমার তো কোন অভিবোগ নেই ।

সাবিত্রী । আপনি সবই শুনেছেন, কিন্তু একথা নিশ্চয়ই শোনেননি যে মায়া শেষ পর্যন্ত আপনার অপেক্ষাটি করেছিল । কেন প্রলোভনই তাকে টলাতে পারেনি : কিন্তু তার মাঝের শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করতে সে বাধ্য হয়েছে, আর কোন উপায় নেই বলে ।

নিশ্চিথ । এ কথা না শুনলেও আমি তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি—তাকে আমি
ভাল রকমই জানি ।

সাবিত্রী । কিন্তু এখন যদি আপনি সেখানে যান, তা হলে তার পক্ষে
অশোকবাবুকে বিবাহ কৰা কি কঠিন হবে না? মনে মনে
যে ত্যাগ আপনি করবেন তাকে অসম্পূর্ণ রাখবেন না ।

নিশ্চিথ । যাতে তা না হয়, সেই জন্তই তো আমি সেখানে যাচ্ছি । সে
আমায় বিশ্বাসঘাতক জেনে গেছে, এই চিন্তা কি আমার
জীবনকে দুর্বল করে তুলবে না? আমার সামনে দুভেদু
অঙ্ককার ছাড়া আর কিছুই নেই । শুধু অতীতের চিন্তা মাঝে
মাঝে ঝিঙ্ক আলো এনে দেবে সেই খনিকের আনন্দ থেকেও
আমাকে বঞ্চিত করতে চান?

সাবিত্রী । শুধু অনুবোধ—যাই করবেন তেবে করবেন ।

নিশ্চিথ । আপনাকে ধন্তবাদ । শুধু এই আশ্বাস আপনাকে দিতে পারি যে
আমার ধারা মাঝাব কোন ক্ষতি হবে না । আপনি যদি একটা
কাজ করতে পাবেন আমি বিশেষ উপকৃত হ'ব ।

সাবিত্রী । কি বলুন?

নিশ্চিথ । আজকের রাতটা, যদি কোন উপায় থাকে, আমায় মাঝাদেব
বাড়ীতে পাক্বাব ব্যবস্থা করে দিতে পাবেন?

সাবিত্রী । আপনি চলুন, আগি এখনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আপনি আসুন ।

[সাবিত্রী ধাইতে লাগিল, নিশ্চিথ সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া
চলিল কিন্তু ঠিক চলিতে না পারিয়া ভিল পথে চলিল]

সাবিত্রী । এই দিকে নয় এদিকে আসুন ।

[নিশ্চিথ থামল—সাবিত্রী তাতার দিকে চাত বাড়াইল
কিন্তু অশোভন হইবে মনে করিয়া হাত টানয়া লইল]

আপনি কি করে যাবেন?

নিশ্চীথ । কোন রকমে রাস্তায় পড়তে পারলে হয়তো যেতে পারবে ।
পরিচিত পথ কি আমার সঙ্গে আজ এতই প্রতারণা করবে ?

সাবিত্রী । [ইত্প্রতঃ করিয়া] আপনি আমার হাত ধরুন ।

নিশ্চীথ । আমায় ক্ষমা করবেন, আপনি মা'বী !

সাবিত্রী । এক অঙ্ককে সাহায্য না ক'রে নারী যদি তার হাত গুটিয়ে থাকে,
নারী জন্মই তার বৃথা হয়ে যাবে—আশুন ।

[সাবিত্রী নিশ্চীথেন তাত ধবিল ও ধীরে ধীরে বাহিব তইয়া গেল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[চিঙ্গীব টিঙ্গিচেমাবে উপাবষ্ঠ—সাবিত্রী বাণেজ
কবিত্বে। পুরোহিতঃ ক পাশ্চ দণ্ডায়মান।]

পুরো। ছিৎ ছিৎ ছিৎ ! কি লজ্জার কথা ! উনি ষাট একবারও বলতেন
যে উনি তোমার ভাই—

সাবিত্রী। তা না বললেও এভাবে আক্রমণের কোন কারণই ধাক্কতে পারে
না।

পুরো। মোজা বাড়ৌতে না ঢুকে, বা কাউকে না ডেকে উনি যে ভাবে
এদিক ওদিক যাওয়া আসা করছিলেন তাতে সন্দেহ হওয়া
অস্বাভাবিক নয়—বিশেষতঃ নকুড় গুই যা বললে—

সাবিত্রী। কি বললে সে ?

পুরো। সে কথা শুনে আর কাজ নেই মা। সে ষাই হোক, আমি
আমাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইছি।

চর। ওদের তিরস্কার করা বৃথা সাবিত্রী। বরঞ্চ ওঁরা উপকারই
করেছেন। এই কাণ্ডট ওঁরা না বাধালে শেম পর্যন্ত আমি
বাড়ী ঢুকতে পারতুম কিনা গুবই সন্দেহ। হয়তো দুরজা থেকেই
আমাকে বিদ্যায নিতে হো'ত। [পুরোহিতের প্রতি] আপনি
যেতে পারেন—আপনাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই।

পুরো। যাই। মা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। নকুড়ের
মুখে শুনলুম তুমি নাকি এই বিষয়-আসয় সব তোমার সপ্তাঁ
পুত্রের নামে লেখাপড়া করে দিতে চাও, একি সত্যি ?

সাবিত্রী । হাঁ পুরুষ মশাই, সত্যি ।

পুরো । কিন্তু এর পরিণাম সম্বন্ধে ভেবে দেখেছে কি ? অবগু এখন তুমি চিরজীব বাবুর ভাগ্নি শুনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারলুম, কিন্তু তবও তোমার গ্রাম্য অধিকার -

[চিরজীব ও সা বঁো ডলয়েই খানিব স্বগ নীববে রাহিল ।

সাবিত্রী । পুরুষ মশাই ! এটা মোটেই আমার গ্রাম্য অধিকার নয় । তার পুত্রকে এই বিষয় ততে আমি কিছুতেই বঞ্চিত করতে পারব না । আজীবন সে আমায় অভিশাপ দেবে, আর আমার একলার জগতে এই বিষয়ের কোনহই প্রযোজন নেই ।

পুরো । তা হলে তো খুবই ভাল । এতে তোমার অশেষ পুণ্য হবে ।

তা হলে আমি আসি মা—

[অংশান]

সাবিত্রী । বেশি বাথা করছে কি ?

চির । না সাবিত্রী । যে ব্যথা তুই দিয়েছিস তাতো । কোন উন্নয়নাতেই কমবে না । [সাবিত্রী অধোবদনে চুপ করিয়া রাহিল] প্রথমে থবর পেয়েই মামাব কাছে ছুটে গিয়েছিলুম, তাকে শিক্ষা দিতে, কিন্তু তাব কাছে সব কথা শুনে কার উপর যে প্রতিশোধ নেব তা বুঝে উঠতে পারছিনা । জীবনে কোন দিন এখানে আসবে না মনে করেছিলুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলুম না । অনিচ্ছা সহ্যে আসতে হল । পথে নবুড়ের মুখে সব কথা শুনলুম, কিন্তু কি জানি কেন তাতে একটুও দুঃখিত হ'তে পারলুম না ।

সাবিত্রী । দাদা ! তোমায় এক কাপ চা কবে এনে দি ?

চির । না দুরকার নেই ।

সাবিত্রী । তুমি কি আমার এখানে কিছুই থাবে না ?

চির । সে কথা বলতে পারতুম. তুই যদি আমার ছোট বোন না হত্তিস ।

সাবি । স্বীকার করি আমি বড় ভাইয়ের কর্তব্য কোন দিনই

করিনি, কিন্তু তা বলে তুই যে আমায় এতটা উপেক্ষা করবি—এ আমি তোর কাছে কোন দিনই আশা কবিনি।

সাবিত্রী। দাদা! আজ এ সব প্রশ্ন তুলে আমাকে আব কষ্ট দেওয়া তোমার উচিত নয়। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। ভেবে দেখলে দেখা যায় আগুনের যেমন দোষ নেই, হাতেরও তেমনি কোন দোষ নেই। দোষ যার তাকে ধরা যায় না—সে আড়ালেই থাকে।

চির। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ আড়ালে নেই। তাকে ধরা না গেলেও তাকে চিনে নিতে আমার দেবী হয় নি।

সাবিত্রী। বুঝেছি; তুমি অশোকদাকে দোষী মনে কবেছ। আমিও প্রথমে তাই মনে করেছিম। কিন্তু তাব কি দোষ বলতে পার?

চির। তুই জানিস্ব না সাবি। তার বাবার—

সাবিত্রী। আমি জানি। তিনিতো উপযুক্ত ছেগেবই কাজ করেছেন—তার পৈতৃক সম্পর্কের অঙ্কে তিনি তোমাব নামে দানপত্র করে দিয়েছেন।

চির। আমার নামে কে বল্লে?

সাবিত্রী। যেটু বলুক আমি জানি, খুব ভাল করেই জানি।

চির। মিছে কথা—আমি শুনছি—

সাবিত্রী। তুমি ভুল শুনেছ দাদা। অশোকদাদা এই উইলের বিন্দুবিসর্গও জানতেন না।

চির। সাবিত্রী তুই সত্য বলছিস্ব?

সাবিত্রী। হ্যাঁ দাদা! আমি সত্যিই বলছি। রাখালদাব মুখে আমি সব শুনেছি। সে কিন্তু মিথ্যা কথা বলে না। [চিরঞ্জীব নীরব রহিল] দাদা! এইবাব বোধ হয় অশোকদার উপর আৱ কোন রাগ নেই।

চির। রাগ নেই ? তোকে আজ এই অবস্থায় দেখছি তবু আমার
বলতে হবে আমার রাগ নেই। ঐশ্বর্য ! একদিন সত্যই এ
সংবাদ আমার পক্ষে খুবই স্বর্ণের হত। কত আশা ছিল—কত
কল্পনা ছিল, যা টাকাব অভাবে ফরতে পারিনি। কিন্তু এখন
আর সে সব কিছুই নেই। এখন মনে হচ্ছে, এই ঐশ্বর্যের ভাগ
না পেয়ে যদি তোকে স্বর্ণী দেখতে পেতুম ! না সাবিত্রী !
তার প্রতি মনে মনে বিদ্বেষের ভাব নিয়ে তার ঐশ্বর্যের ভাগ
নেবার জন্ত হাত পেতে দাড়াতে আমি কিছুতেই পারবনা।

সাবিত্রী। সম্পত্তির আলাদা ভাগ করে নিতে না চাও, তার অংশাদার
হবে। যেমন এক মার পেটের দুই ভাই এক সঙ্গে থাকে।
পরম্পরের মেহ ভালবাসাটাই সেখানে প্রাণের জিনিষ, বিষয়-
সম্পত্তি সব বাইরে—ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

চির। [কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া না, সাবিত্রী তা নয় না, তার চেয়ে আমরা
ভাই বোন মিলে কুঠে বেঁধে থাকব। তাতে যদি গাছের পাতা
খেয়ে জীবনধারণ করতে হয় তাতেও আমার কোন কষ্ট হবে না।

সাবিত্রী। তা জানি। কিন্তু দাদা ! অশোকদার প্রতি অবিচার ক'র
না। একেব অপবাধে অগ্নকে শাস্তি দিও না।

চির। তুই সেখানে গিয়ে থাকতে পারিব ?

সাবিত্রী। দাদা ! মাঝা আমার বস্তু।

চির। তুই ছেলেমানুষ, সংসারের কিছুই বুঝিস না সাবিত্রী।
মেঘেমানুষ বিয়ের আগে আর বিয়ের পরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সাবিত্রী। তা জানি। কিন্তু একেত্তে তো স্বার্থের কোন বিরোধ নেই ?

চির। সাবিত্রী। সত্তি বল তোর কি চাইবার আর কিছুই নাই ?

সাবিত্রী। কে বললে চাইবার কিছুই নেই ? জীবনে চাওয়া কি কারুর
শেষ হয় ? দাদা ! তবে আমার এই চাওয়া পাবার প্রত্যাশাটুঁ

রাখে না ! পেলেই যে চাওয়া শেষ হয়ে যাবে বাঁচবার অবলম্বন
যে তখনই ফুবিয়ে যাবে ।

চির । সাবিত্রী ! আমি তোব কথা কিছুই বুঝতে পারছিনা । মনে
হচ্ছে বোবার চেষ্টা না করাই ভাল ।

সাবিত্রী । সেই ভাল দাদা । ভেবে দুশ্চিন্তা বাড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ
নয় । আমার কয়েকটা কাজ বাকী আছে, সেইগুলো শেষ
করতে তুমি আমায় সাহায্য কব দাদা । অশোকদার আমন্দে
আমাদের যোগ দিতে হবে । মায়াকে কথা দিয়েছিলুম বিয়ের
পর যাব । কিন্তু মনে করছি বিয়ের আগে হাজির হয়ে তাদের
অবাক করে দেব । তুমি বস দাদা—আমি তোমাব জগ্ন চা
করে আনছি—

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অশোকের কাসকাতার বাড়ী]

[অশোক ঘবেব একদিক হইতে অপৱ দিকে পায়চাঁবী
করিতেছে—মৃগেন একটা চেয়াবে বসিয়া আছে]

অশোক । হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে ? সে অঙ্ক, একলা গেল কি
করে ?

মৃগেন । তা জানি না ।

অশোক । তাইতো গেল কোথায় ? একবার তাঁর মামাৰ কাছে থোঁজ নিলে
হয় না ?

মৃগেন। হ্যাঁ ; আমাৰ তো আৱ খেৱে দেৱে কাজ নেই—তোমাৰ নিশীথ
বাবুৰ গোজে পৃথিবী ঘূৱে বেড়াই ?

অশোক। আশ্চে ! অত চেচাছিস্ কেন ?

মৃগেন। আচ্ছা তোৱ বাপাৰ কি বল দিকিনি ? যা হয় এক রাস্তায়
চল। এদিকও চাই—ওদিকও চাই, তা হয় না। শেষকালে এমন
জোট পাকিয়ে বসবে যা কিছুতেই খোলবাব উপাৰ থাকবে না।

[অশোক কোনই উত্তব না দিয়া চিন্তিত হইয়া বসিয়া
ব হল]

মৃগেন। সত্যি কথা বল দিকিনি। মাযাকে কি তুই চাস্ না ?

অশোক। চাই।

মৃগেন। তা হ'লে নিশাথেৰ গোজ নেওয়াৰ কোন মানেই হয় না।

অশোক মতি স্থিব কব—পাগলামীৰ বয়েস তোমাৰ নেই।

(পঞ্চমত্ব প্রবেশ)

পঞ্চ। কাণ্ড থেকে টেলিগ্ৰামেৰ উত্তব এসেছে—তোমাৰ মা এখন
আসতে পাৱবেন না।

অশোক। আমি তা পূৰ্বেই জানতুম।

পঞ্চ। তোমাৰ তিনি আশাৰ্বাদ কাৰচন যাতে এই বিবাহে তুমি স্বীকৃতি
হও।

অশোক। বেশ।

পঞ্চ। বিৱেটা হয়ে গেলে তোমবা দুজনে সেখানে গিয়ে তাৱ পায়েৰ
ধূলো নিয়ে এস।

অশোক। চিৱঞ্জীবেৰ কোন থবৰ পেলেন না ?

পঞ্চ। কই আব পেলুম, তবে তাৱ জন্ত তুমি ব্যস্ত হয়োনা—শীগ্ৰীৱই
সে আস্বে।

অশোক। হঁ।

মৃগেন। অশোক আমি চলি। আমাৰ একটু কাজ আছে।

অশোক। সন্ধ্যেৰ পৰ একবাৰ আসিস্।

মৃগেন। আচ্ছা।

[প্ৰস্থান]

অশোক। কাকা !

পণ্ড। বল।

অশোক। কাকা ! আৱ কিছুদিন সময় নিলে হত না ?

পণ্ড। কিসেৰ সময় ?

অশোক। এই বিয়েৰ। চিৰঞ্জীব হয়তো ততদিন এসে পড়তে পাৱে—
তাৰ মধ্যে সাবিত্ৰীৰ একটা খোজ পাওয়াও অসম্ভব নয়
আমাৰ মনে হয় চিৰঞ্জীবেৰ মামাৰ কাছে আপনি গেলেই
ঠিকানাটা পেতে পাৱেন। বিপিনটা একটা প্ৰকাণ্ড আহাম্মক—
তাই চিৰঞ্জীবেৰ ধান্নায় ভুলে ফিরে এসেছে।

পণ্ড। তা ঠিক, সাবিত্ৰীৰ খোজ এখন পাওয়া যেতে পাৱে। তাকে
এখন আনবাৰ চেষ্টা কৰব—কিন্তু অশোক একটা কথা ভেবে
দেখ। তোমাৰ বিয়ে হয়ে গেলেই তাৰ এখানে আসবাৰ পথ
প্ৰশংস্ত হবে—এখন সে আসতে নাও চাইতে পাৱে। আৱ দেৱী
কৱা মোটেই উচিত হবে না। তা ছাড়া মাঝাৰ দিক থেকেও
ভেবে দেখতে হবে। তোমাৰ বাড়ীতে সে আশ্রয় নিতে বাধ্য
হয়েছে—নেহাঁ অন্ত কোৰ উপায় ছিল না বলে, এ অবস্থায়
শুভকাৰ্য্যটা পেছিয়ে দিলে, নানান্ লোকে নানান্ কথা বলতে
পাৱে,—তাতে তাৰ মৰ্যাদাতে বেশ একটু ঘা লাগবে।

অশোক। সমাজ ! যাকে জীৱনে কোন দিনই আমি ঘানিবি, আজ জীৱন
মৱণেৰ ব্যাপাৱে শুধু সেই ভুতেৰ ভয়ে আমি আস্থাহত্যা কৱিবো ?

পশ্চ। [সন্ধে অশোকের মাগায় হাত দিবা] অশোক তুমি আমাকে
তোমার শুভান্বধায়ী বলেই মনে কর, আমি যা করব তাতে
তোমার ভাল ছাড়া মন্দ কখনও হবে না ।

অশোক। আপনি ঠিক বলছেন কাকা ?

পশ্চ। হ্যাঁ। অশোক ।

[অশোক ডুয়াপ হটে দানপত্র বাহিন কবিয়া পশ্চপতিব
হাতে দিল]

অশোক। এটি নিন কাকা ছিডে ফেলুন—

পশ্চ। সে কি অশোক, এ যে সেই দানপত্র ।

অশোক। সন্ধে অন্ধ হয়ে যে ভুল আপনি করেছিলেন, তাব সংশোধন
করতে গিয়ে যে ভুল আমি করেছি সে ভুল ভুলই থাক—

[দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল]

বিষয়ের ভাগ দিয়ে হৃদয় পাওয়া যায় না কাকা—এইবার আমি
আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলুম কাকা । যা ভাল বোবেন
করুন। আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না ।

[পশ্চপাত হচ্ছেন জ্ঞায় প্রস্থান ক'বল]

অশোক। [মন্ত্রপান] রাখাল ! [কিয়ৎক্ষণ পরে] রাখাল ! আঃ
গেল কোথায় সব ।

(বাথালের প্রবেশ)

অশোক। কোথায় থাকিস তুই ?

রাখাল। আমার কি একটা কাজ যে তোমাব কাছে বসে থাকব ?

অশোক। তোর একটা কিছু হয়েছে। তুই কেবলি আমার কাছ থেকে
পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস। চন্দনা থেকে ফেরবার পর থেকেই
এই রকম দেখছি ।

রাখাল। পালিয়ে বেড়াবো কেন? সংসারের কাজ তো আছেই তার
উপর মাঝা দিদির কাছেও প্রায়ই থাকতে হয়। এদিকে বিয়ের
জোগাড় জন্মে। পালিয়ে বেড়াবো কেন?

অশোক। আমি সব বুঝি—আমার কাছে লুকুবাব চেষ্টা কবিস নি।

রাখাল। কি মুঞ্চিল। লুকুবে। কেন? আর লুকুবাব আছেই বা কি?
আমার চের কাজ আছে—তোমার সঙ্গে বাজে বকবার সময়
আমার নেই। দেখ দিখিমি কগা “আমি লুকুচ্ছি”।

অশোক। সতি কথা বলতো রাখাল, সাবিত্রীর—

রাখাল। কি আপদ! আমি কিছু জানি না। তুমি যা খুসী মনে কর—
আমার কাজ আছে আমি চলুম। [প্রস্তান]

অশোক। রাখাল! আমি জানি তুই আমায় ঘৃণা করিস্। শুধু মেহের
দাবীতেই এখনও তোদেব সেবা পাচ্ছি—নইলে তোরা কেউ
আমার মুখও দেখতিস্নি।

(পঞ্চপত্তির প্রবেশ)

পঞ্চ। অশোক! নকুড় এসেছে, চন্দনাব থবর যা বললে তাতে তো
গ্রামটা শুশান হয়ে গেল। রোগ বেড়েই চলেছে। ছ'জন
ডাক্তার কিছুই করে উঠ্টে পারছেন। পোড়াবার লোক
পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।

অশোক। নকুড় কোথায়?

পঞ্চ। সে মায়ার সঙ্গে কথা কইছে। তাকে ডাকব?

অশোক। এখন থাক। কাকা! আরও ডাক্তার পাঠান যে কজন
পাওয়া যায়। দশ বার জনের কম যেন না হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটকে
আজই একথানা টেলিগ্রাম করুন, রামকুমার মিশনে দেখা করে
বলুন—টাকা যা লাগবে সমস্ত আমি দেব, তারা ভলেষ্টিমার
দিয়ে সাহায্য করুক।

পশ্চ । তাই যাই । সৎকারের ব্যবস্থা করতে না পারলে শুধু ডাক্তার
আর ঔষধে কোন কাজ হবে না । নকুড়ের মুখে যা শুনছি
তাতে তো গ্রাম খালি হয়ে গেল । যারা পালাতে পারচে তাদের
মধ্যেই দু-চারজন যা বাচছে ।

অশোক । যারা গ্রাম ছেড়ে অগ্রগ্র ষেতে চায়, তাদের টাকা দিয়ে সাহায্য
করবার ব্যবস্থা করুন ।

(বাগানের বিশেষ ব্যস্তভাবে প্রবেশ)

বাথাল । দাদা বাবু । আমি দিন কয়েকের জন্য বাড়ী যাব - আজই
এখনি ।

অশোক । হঠাতে তোর কি হল ?

বাথাল । হয়নি কিছু, কিন্তু আমি যাব—তোমাদের বারণ শুনব না ।

অশোক । কি হয়েছে তাই বন্না—বাড়ীতে কি কারুর অস্ত্র বিস্তু
হয়েছে ?

বাথাল । ঠ্যা ! না, বাড়ীতে আর কার অস্ত্র হবে । সে তুমি জেনে
কি করবে ? আমি এখনই যাব ।

অশোক । না বললে আমি যেতে দেব না ।

পশ্চ । কি হয়েছে খুলেই বল না ।

বাথাল । না, ম্যানেজার যাব, সে আমি বলতে পারব না । তোমরা
আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করো না । আমি যাই, ফিরে এসে বলব ।
দোহাই—দাদাবাবু । তোমার পায়ে পড়ি—আমার মন্টা বড়
অস্ত্রির হয়েছে ।

[বাথাল কাঁদিতে লাঁগল]

অশোক । কাঁদছিস্ কেন ? সত্ত্বি বল, কোথায় যাবি ? বাড়ী ?

বাথাল । না, বাড়ী নয় । সে আর এক জায়গায়, আর এক জায়গায় ।

অশোক। [দৃঢ়স্বরে] রাখাল ! কি হয়েছে বল্‌। আমি কতকটা
বুঝতে পেরেছি। তাকে বলতেই হবে।

রাখাল। না, না আমি বলবো না। নিষেধ আছে বলতে পারবো না—

অশোক। নিষেধ আছে !

রাখাল। দেরী করলে তাকে হয়তো দেখতেও পাব না। আর আমাকে
আটকে রেখে না দাদাৰাবু—শেষকালে সবাইকে পল্লাতে হবে।
আমি চলুম।

[বেগে প্রস্থান]

পশ্চ। ব্যাপার কি কিছুই তো বুঝতে পারলুম না। বুড়ো বয়সে কি ও
ক্ষেপে গেল ? এমন কি থাকতে পারে যা ও কিছুতেই
প্রকাশ করতে পারে না।

অশোক। কাকা ! নকুড় কোথায় ? তাকে ডাকুন।

[পশ্চপর্যবেক্ষণে প্রস্থান]

বুঝেছি, রাখালও আমার কাছে গোপন করলে, চিরঞ্জীব মরতে
চায়—তবু আমাকে খবর পর্যাপ্ত দিতে চায় না। রাখাল এতদিন
তার খবর জেনেও আমার কাছে লুকিয়ে এসেছে।

(নকুড়কে লঁয়া পশ্চপর্যবেক্ষণ পদেশ)

নকুড়। [কুকুঙ্গভাবে] রাখালকে তুমি কি খবর দিয়েছ ?

নকুড়। আজ্ঞে ! রাখালকে আমি তো কোন খবরই দিই নি। মায়া
মা আমায় গ্রামের খবর জিজ্ঞাসা করছিলেন—তাকেই আমি
গ্রামের সব খবর দিয়েছি—রাখাল সেখানে দাঢ়িয়েছিল।

অশোক। তুমি চিরঞ্জীবের কোন খবর জান ?

নকুড়। আজ্ঞে না।

অশোক। সত্যি বলছ ?

নকুড়। আজ্ঞে।

অশোক। নকুড় ! সাবধান ! মিথ্যা কথা বললে তুমি রেহাই পাবে না ।
যা জান সত্য বল । রাখালকে তুমি চিরঞ্জীবের কোন থবর
দিয়েছ—আমি জানি ।

নকুড়। না, হজুর ! আমি চিরঞ্জীব বাবুর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করিনি ।
আমায় যে দিব্য করতে বলবেন—তাই করতে রাজি আছি ।

অশোক। কাকা ! সবাই ষড়যন্ত্র কবেছে—আমি বুঝতে পারছি । তার
ভেতর আপনার থাকাও বিচিত্র নয় । রাখালের এত সাহস
সে আমার আদেশ অমাত্ত করে চলে যায় ।

[ডত্তেজিত ভাবে নকুড়ের গলা ধরিল ।]

নকুড় এখনও বল বলছি—

নকুড়। আজ্ঞে । সত্য বলছি—আমি চিরঞ্জীব বাবুর নাম পর্যন্ত
এখনে উচ্চারণ করিনি তবে—

অশোক। তবে কি—?

নকুড়। চিরঞ্জীব বাবুকে একবার মাত্র চন্দনাতে দেখেছিলুম ।

অশোক। চন্দনায় ? চিরঞ্জীব বাবু সেখানে কেন গিয়েছিল ? কাছারী
বাড়ীতে ?

নকুড়। আজ্ঞে না, আমার সঙ্গে রাস্তায় একবার মাত্র দেখা হয়েছিল ।
আমি কাছারী বাড়ীতে যাবার জন্ত কত অনুনয় বিনয় করলুম—
মায় পায়ে পর্যন্ত —

অশোক। তুমি তাকে অনুনয় করেছিলে—সত্য বলছ পারে ধরেছিলে ?

নকুড়। আজ্ঞে না ! আমি অনুনয় করতে যাব কেন ? তিনিই আমার
অনুনয় করলেন—আমি বলে দিলুম হজুরের আদেশ না পেলে—
আমি কাউকে কাছারী বাড়ীতে চুক্তে দেব না ।

অশোক। Rascal ! পঞ্চা আমার Hunterটা দিয়ে যা ।

নকুড়। দোহাই বাবু ! আমার দোষ নাই ।

ପଞ୍ଚପତି । କି ଛେଲେ ଖେଳା କବ୍ର ? ସା ଜାନ ସତିୟ ବଲ ।

ନକୁଡ଼ । ଆଜେ ସତିୟ ବଲଛି । ହଠାଂ ଚିରଙ୍ଗୀବ ବାବୁବ ଗଙ୍ଗେ ଆମାବ ବାସ୍ତାଯ ଦେଖା । ତିନି ଅଧୋର ହାଲଦାବେବ ଖୋଜ କରିଲେନ । ଆମି ତାକେ ଜାନାଲୁମ ବେ ଅଧୋର ହାଲଦାର ମାବା ଗେହେ ।

ଅଶୋକ । ଅଧୋର ହାଲଦାର । ଅଧୋବ ହାଲଦାର ଯେ ବୁଡୋ ବୟସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷେ ବିଯେ କରେଛେ ?

ନକୁଡ଼ । ଆଜେ ହଁବା । ଏହି ତେ ମେ ଦିନ ବିଯେ କରେଛେ । ଏଥିନି—

ଅଶୋକ । ତ'ର ସ୍ତ୍ରୀବ ନାମ ?

ନକୁଡ଼ । [ଜିଭ କାଟିଯା] ଆଜେ ପବନ୍ଦୀବ ନାମ—

ଅଶୋକ । Scoundrel ! ଆର ଭନିତେ କବିତେ ହବେ ନା । ଶାଗ୍ରଗିବ ବଲ ।

ନକୁଡ଼ । ଆଜେ ଲୋକେବ ମୁଖେ ଶୁନେଛିଲୁମ—ସବିତା ନା ସାବିତ୍ରୀ ।

ଅଶୋକ । ବେର ଓ—Get out.

[ନକୁଡ଼େବ ପ୍ରହାନ]

କାକା ଓନଲେନ ?

ପଞ୍ଚ । ଓନଲୁମ ତୋ ମବ । ସାବିତ୍ରୀ ଯେ ଏତ କାହେ ଛିଲ ତା ପାବଣାଟି କରନ୍ତେ ପାରିନି ।

ଅଶୋକ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ । ରାଖାଳ ମବ ଜେନେଓ ଆମାଯ କୋନ ଥିବବ ଦେଉନି । ସାବିତ୍ରୀବ ନିଷେଧ ଛିଲ—ଆମି ଯେନ ତାବ କେଉ ନହି । ଏତ ବଡ ଦୁନ୍ଦିନେଓ ସାବିତ୍ରୀ ଆମାର କଥା ଏକବାବଓ ମନେ କରେନି—ଏତ ତାର ଜେଦ—ଏତ ତାବ ହିଂସେ । କାକା । ଚନ୍ଦମ୍ବାୟ ଆର ଡାଙ୍ଗୀବ ପାଠାବାର ଦରକାର ନେଇ । ଚନ୍ଦନା ଶାଶନ ହୟେ ଥାକ—ତାତେ କୋନ କ୍ଷତି ହବେ ନା । ପାବେନ ତ ଥାଳ କେଟେ ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ଏନେ ଗ୍ରାମଟାକେ ଭାସିଯେ ଦିନ ।

[ଉତ୍ସବେ ଘତ ପ୍ରହାନ]

[ପଞ୍ଚପତି ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା ଥାକିଯା ଅଶୋକେବ ଅମୁସବଣ
ବନିବାବ ଜଗ୍ନ ପା ବାଡାହଲ ଠିକ ମେହି ସମୟ ବିପରୀତ ଦିକ
ଦିଯା ମାଯା ପ୍ରବେଶ କରିଲ]

- ମାୟା । କାକାବାବୁ । କାକାବାବୁ ।
- ପଞ୍ଚ । ମା ।
- ମାୟା । ଆମି ଏକବାବ ଚନ୍ଦନାୟ ଶାବ । ସେ ଦିନ ଯାବ ମେହି ଦିନଇ ଫିବର ।
ଆମାବ ଏକଟି ଏକୁବ ସର୍ବନାଶ ହେବେ । ତାକେ ଏକବାବଟି ଶୁଦ୍ଧ
ଦେଖେ ଆସବ ।
- ପଞ୍ଚ । କିନ୍ତୁ ଏଥିନ ମେଥାନେ ଯାଓୟା କି ଠିକ ହବେ ? ନକୁଡ଼େବ ମୁଖେ ଯା
ଥିବ ପେଲୁମ ତା'ତେ ସବଲେ ମେଥାନ ଥେକେ ପାଲାଚେ ଏ ଅବଶ୍ୟ
ତୋମାବ ମେଥାନେ ଯାଓୟା—
- ମାୟା । କ୍ଯେକ ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ମେଥାନେ ଥାକବ । ତାବ ଆବ କେଉ ନେହି—
ମେଥାନେ ଓ ନା, ବାପେବ ବାଡିତେ ଓ ଆପନାବ ବଲତେ କେଉ ନେହି—
ଏକ ଭାଇ ଛିଲ—ସେ ଓ ନିକଦେଶ ।
- ପଞ୍ଚ । ତାବ ସବ ଥିବାଟି ତୁମି ଜାନ ଦେଖିଛି ।
- ମାୟା । ତାବ କାହେଇ ଆମାବ ଶୋନା—ନଇଲେ ଏକ ବୁଝୋବ ସଙ୍ଗେ ବିଯେଇ ବା
ହବେ କେନ
- ପଞ୍ଚ । ତୁମି ଗିଯେ କି କାବେ ମା ? ଆମି ତାବ ଥିବ ନେବାବ ବ୍ୟବଶ୍ଵା
କରାଇ ।
- ମାୟା । ଆମି ଛା-ଏ ତାକେ ଆବ କେହ ସାଂସନା ଦିତେ ପାବବେ ନା—
- ପଞ୍ଚ । ବେଶ୍ଟ ଆଗେ ଆମି ଥିବ ନିଟି—ତାବପର ଦବକାବ ହ'ଲେ ତୁମି ଯାବେ
ବୈକି । ଆମି ଲୋକ ପାହାଇଁ—ଥିବ ନେଲେଇ ତୋମାଯ ନଯେ ଯାବ ।
- [ପ୍ରଥମ]
- ମାୟା । [ଦୌର୍ଘ୍ୟାମ ଫେଲିଯା] ମାଦିତ୍ରୀ । ଶେଷେ ତୋବ କପାଳେ ଏତ ଛିଲ ।
ଇଚ୍ଛେ କଚ୍ଛେ ଏଥୁନି ଛୁଟେ ଗିଯେ ତୋକେ ବକେ ଜାରିଯେ ଧବି । କିନ୍ତୁ

কি করবো, আমি নিকপায়। ঠাকুর! তুমি ছাড়া তার
কেউ নেই—তুমিই তাকে সাম্ভূনা দিও।

(অতি ধীরে জানালাব নিকটে গিয়া বাহিবেন দিকে
তাকাইয়া বহিল, পঙ্কপতিব পুনঃ প্রবেশ)

পশ্চ। মা! তোমার একজন আস্থায় এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা
করতে, ভজলোকটী অঙ্ক—তাকে উপরেই নিয়ে এলুম, [ভিতরের
দিকে চাহিয়া] এই ঘরে নিয়ে আয়।

(পশ্চপতি নিজে অস্তবালে গিয়া হাত ধরিয়া নিশীথকে
লইয়া প্রবেশ করিল)

পশ্চ। আস্থন, বস্থন এখানে। তোমরা কথা কও মা। তুকে যেন
এখুনি যেতে দিও না—থাওয়া দাওয়া না করে যেতে পাবেন না।
আমি এলুম বলে।

[প্রস্থান]

[নিশীথকে দেখিবামাত্রই মাঝাব মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।
সে সহসা কোন কথা বলিতে পারিস না]

নিশীথ। মায়া!

মায়া। তুমি! তোমার এ অবস্থা হল কি করে?

[তাহাব গলাব স্বর কাপিতেছিল]

নিশীথ। সে অনেক কথা। কলকেতায় এসে পৌছে, ছবিখানা বেচবার
জগ্নে চৌরঙ্গি দিয়ে হেঁটে ষাঢ়লুম, হঠাতে পোছন থেকে এক থানা
মোটর গাড়ী ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। তারপর আর কিছুই
জানি না। অনেক দিন বাদে জ্ঞান হয়ে বুঝতে পারলুম, আমি
হাসপাতালে, আমি অঙ্ক !

মায়া। সে কি! তবে শুন্দুম তোমার বিয়ে হয়েছে খুব বড় লোকের
মেয়ে—

নিশাথ । চন্দনা ছেশনে নেমে আমিও তাই শুনলুম । হৰ্ভাগ্যের ঘথে
কোথাও ফাঁক থাকাতো উচিত নয় !

মায়া । ঠাকুর ! এ কি করলে ? মা ! মা না—এখানে—

নিশাথ । আসা উচিত হ্য নি, আমি কা জানি ; এই কদিন ধরে, আমিও
সেই কথাই ভেবেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না এসে থাকতে পারলুম
না—আমার এখানে আসা কেউ পছন্দ করবে না জেনেও ।

মায়া । কেউ পছন্দ করবে না ? তুমি ঠিক জান ? না-না—সত্যি,
তুমি সত্যি বলেছ । কেউই পছন্দ করবে না ।

নিশাথ । মায়া ! আমায় তুমি ভুল বুঝ না । আমি কোন অভিযোগ নিয়ে
এখানে আসিনি । তোমার সৌভাগ্যে আমি সুখীই হয়েছি ।

মায়া । সুখী হয়েছ ? সুখী হয়েছ ! আমার সৌভাগ্যে ? এই কি
আমার স্বক্ষেত্রে তোমার ধাবণা ?

নিশাথ । আমি অঙ্ক । পৃথিবীর কাছে মৃত, একটা জীবন্ত বোৰা ছাড়া
আমি আৱ কিছুই নহ, তুমি তো জান আমার এমন কোন সম্ভল
নেই—যার ভৱসায় আমি আৱ কাকুৱ দায়িত্ব নিতে পাৰি ।
তোমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য—

মায়া । উঃ ! তুমি কি স্বার্থপুর । আৱ তেমনি স্বার্থপুর ভাব আৱ
সবাইকে, আমার সুখ, কি আমার অসুখ—তাৰ কি খবৱ তুমি
ৱাখ ? থাক, তোমায় আৱ আমার কিছু বলবাৰ নেই । তুমি
ষাও ! আৱ এখানে থেক না ।

নিশাথ । ধাচ্ছি মায়া ! আমি শুধু এসেছিলুম আমার স্বক্ষেত্রে তুমি যে
ধাৰণা নিয়ে এখানে এসেছ, সেইটে তোমার কাছে খুলে
বলত্বে—

মায়া । কি দৱকাৱ ছিল তাৰ ? আমার কি—সৰ্বনাশ কৱে গেলে, তা
একবাৱও ভেবে দেখেছ কি ? আমার কাছে এই সত্যেৱ

কোন প্রয়োজন ছিল না—আমার ভুল ধারনাই আমার পথে
স্বস্তির স্বর্গ ছিল।

নিশাথ । মায়া !

মায়া । আব আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা কব না। এই খানেই
আমাদের সব কিছুর শেষ হয়ে যাক। আমিও আর কিছু
জানতে চাইব না—তুমিও কিছু জানতে চেও না। তুমি যাও—
আমাকে নিউর জেনে যাও—আমায় লোভী জেনে যাও—তুমি
যাও—দোহাই তোমার, তুমি যাও—

নিশাথ [উঠিয়া ' যাচ্ছি ! আশীর্বাদ করি তুমি স্থখী হও !

[জানতে সাধারণ]

মায়া । চুপ কর তুমি ! তোমাব আশা স্বাদ আমি চাই না—শুধু পারতো
আমায় ক্ষমা কর ।

নিশাথ । উঃ ।

[সেই সব নিশাথ একটা টিপো ইঁট, খাইয়া পাড়য়া
অঙ্কুট স্বনে বসিল]

মায়া । [তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে উঠাইয়া ধরিল] তুমি যাবে
কি করে ?

নিশাথ । মায়া ! কাউকে বলে আমার রাস্তা পর্যান্ত পৌছে দাও—

মায়া । তারপর ? রাস্তায় গাড়ী মোটর—তুমি একলা যাবে কি করে ?

নিশাথ । তা হোকু ! তারা, আমার শক্তি। আজ দুদিনে তারা কথনই
আমার বকুব কাজ করবে না।

মায়া । না তোমার ঘাওয়া হবে না। কোথাই বা যাবে ? কে আছে
তোমার ?

নিশাথ । পাগলামি করোনা মায়া ! আমায় ছেড়ে দাও। আমাকে
আশ্রয় দেবার তোমার কোন অধিকারই নেই।

মায়া । তা হোক । এ অবস্থায় তোমায় আমি ষেতে দিতে পারবন—
কিছুতেই নয় । তাতে যা হবার হবে ।

[অশোক প্রবেশ করিল—তাহাব চেহাব দেখিলে উগ্রত
বলিয়া ভৱ হয ।

অশোক । মায়া ?

মায়া । ইনি অঙ্ক ।

অশোক । [নিশীথের প্রতি তাকাইয়া] তা জানি । মায়া তোমায় একটা
কথা জিজ্ঞাসা কবব তাব সত্য উত্তর দেবে কি ?

মায়া । [নৌরব]

অশোক । আমি জানতে চাই তুমি এখনও নিশীথকে ভালবাস কিনা ?

[মায়া তথাপি নিরুত্তব] বল মায়া । চুপ করে থাকলে চলবে
না—এব উত্তব আমি চাই ।

নিশীথ । আপনি অযথা বাগ কবছেন—আমি—

অশোক । তোমায় আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিনি । মায়ার কাছে আমি
শুনতে চাই সে মনে মনে আজও তোমায় চায় কিনা । বল
মায়া—এ আমার শুধু কৌতুহল নয়—এ আমার প্রয়োজন ।

মায়া । এ প্রশ্ন আপনাব অসম্ভত—আমি উত্তর দেব না !

অশোক । দেবে না ? বেশ আমি জানতে চাই তোমার মায়ের মৃত্যুশয্যার
সেই অনুবোধ তোমার মনে আছে কি না ?

মায়া । আছে । আমি তাব কোন বিক্রিচারণ করিনি—আমি
আপনাকেই বিবাহ কৱব ।

অশোক । সে কথা আমি এখানে তুলছিনা মায়া । আমি শুধু জানতে চাই
তোমার মায়ের সেই আদেশ আজও তেমনি বলবৎ আছে কিনা ?

মায়া । কেন আপনি বার বার এক কথাই তুলছেন—আমি জানি আমার

মায়ের আদেশ—তাব সে আদেশ আমি অঙ্করে অঙ্করে পালন
করবো ।

অশোক । বেশ ! স্বুখী হলুম । তোমার মায়ের আদেশ ছিল যে, তুমি
সমস্ত বিষয়ে আমার কথা মেনে চলবে—তোমার স্বুখ দুঃখের
সমস্ত ভার তিনি আমার উপর দিয়ে গিয়েছিলেন । আমিও সে
ভাব নিয়েছিলুম । তার পা ছুঁঝে বলেছিলুম, তোমায় স্বুখী
করাই আমার জীবনের রূত হবে ।

মায়া । জানি । সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই । আপনাকে আমি
বিশ্বাস করি ।

অশোক । তা হলে আমি যা বলব তুমি তাই মেনে নেবে ? ঠিক্ বলছ ?
মায়া । নিশ্চয়ই এব ভেতর কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না ।

অশোক । নিশ্চার্থ । আমি তোমাব সমস্ত কথাই শুনেছি, মায়াকে আমি
তোমার হাতে তুলে দিতে চাই ।

নিশ্চার্থ । অশোক বাবু ! আমি অঙ্ক ।

অশোক । তা জানি, কিন্তু আমি অঙ্ক নই । মায়ার স্বুখ-দুঃখের ভার
সেই সঙ্গে তোমার ভার আমি নিতে চাই । মায়া !

মায়া । এ আপনি কি বলছেন ?

অশোক । এব ভেতর কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না । [নিশ্চার্থের হাত
ধরিয়া] নিশ্চার্থ ভাই ! আচ্ছায়ইন, বাঙ্কবহীন,—তোমাদের
দ্বারে আমি আজ মেহের ভিথারী ।

(ব্যস্তভাবে পশ্চপতিব প্রবেশ)

পশ্চ । অশোক ! সাবিত্রী, চিরঞ্জীব এসেছে ।

অশোক । কে ? সাবিত্রী, চিরঞ্জীব ? দরজা বন্ধ করে দিন ।

(সাবিত্রীর প্রবেশ সঙ্গে চিরঙ্গীব)

সাবিত্রী । অধিকারের দাবীতে যে দরজা আপনি খুলে যাবে অশোকদা ।

[মায়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল]

অশোক । অধিকার ! কিসের অধিকার ? আমি সে দান পত্র ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি ।

সাবিত্রী । বাড়ী ঢুকে সেই থবর পেয়েই তো মাথা উঁচু করে তোমাব কাছে আস্তে পারলুম । বিষয়ের ভাব না নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল ভাইয়েব ভাব নেব ।

অশোক । সত্যি সাবিত্রী ? সত্যি ? এই মাত্র আমি জীবনের সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি । এখন শুধু শুভে ছেড়া ঘূড়ির মত আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছি—সত্যিই আমাব শাসনেব ভাব নিবি ?

সাবিত্রী । হ্যাঁ দাদা ।

অশোক । আঃ কি তৃপ্তি ! কি আনন্দ । তোদেব ফিরে পেয়েছি চিরঙ্গীব, আৱ পেয়েছি বিধাতাৰ আশীর্বাদ—মানুষেৰ মত মানুষ আমাৱ এই ছোট ভাইটাকে, আৱ কুণ্ঠাকপিনী এই ছোট বোনটাকে । তোৱা হউ ভাই ও হউ বোন মিলে তোদেব এই উচ্ছৃঙ্খল ভাইটাকে চালিয়ে নিয়ে যাম্ জীবন পথে—

[মায়া ও সাবিত্রী উভয়ে অশোককে প্রণাম কৰিল]

সমাপ্ত

